

তুলসী রামায়ণে— সীতার স্বয়ংবর

(মূল ও পড়ানুবাদ)

রামনাম-কল্পতরু কলিযুগ-কল্যাণ-নিবাস ।

অরিয়া যা ভাগ্যপুণে তুলসী সে—শ্রীতুলসীদাস ॥

শ্রীপান্নালাল দে

প্রকাশক—
শ্রীগোপীবল্লভ গাঙ্গুলী
৬৯এ, মনসাতল।
খিদিরপুর।

শ্রীরাম-ভকতিরূপী গঙ্গায় বাইয়া :
কবিতা-সরযু শোভে সুন্দর মিলিয়া ॥
সীতা-স্বয়ংবর-কথা অতি মনোহর।
তাহা এই সরিতের সৌন্দর্য্য সুন্দর ॥

২১নং সার্কুলার গার্ডন রিচ রোড
খিদিরপুর, কলিকাতা
'খিদিরপুর প্রেস' হইতে শ্রীমুখালক চল্ল দে
দ্বারা মুদ্রিত।
মূল্য আট আনা মাত্র

— পাত্ভার্ঘ্য —

‘সী-তারাম’ নাম ঝাঁর—মন্ত্ৰদাতা ঋষি,
তা-পস,—হে চিত্ত-তমহারী বরণীয়,
রা-মায়া-প্রিয়—গীতাগত অহর্নিশি,
ম-ম গুরুদেব ! নমঃ চিরস্মরণীয় ।

হে ‘বেদান্তরত্ন’ প্রভু, হে বৈষ্ণবরাজ !
তুলসীর তুলসীপত্রে তব অর্ঘ্য আজ ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

সিংহগড় (ঐতিহাসিক উপগ্রাস)	১।০
পঞ্চতিক্ত (প্রবন্ধাবলী)	৥০
মা হওয়ার আগে ও পরে (মাতৃত্ব বিষয়ক)	৥০
(২য় সংস্করণ)			
গীতার ভাষ্যত্রয় (যজ্ঞস্থ)	১৮

অগ্রলেখ

“মঙ্গল করণি কলিমল হরণি তুলসী-কথা বঘুনাথকী”

প্রায় ৩৬০ বৎসর পূর্বে শ্রীরামজানকীর পরমভক্ত গোস্বামীপ্রবর তুলসীদাসজী যে রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ ভারতবর্ষের যতলোক পাঠ ও শ্রবণ করে তত আর অল্প কোনও গ্রন্থ নহে ; এমন কি গীতাও নহে—কারণ গীতা পড়ে ও শুনে শিক্ষিতে, কিন্তু তুলসী রামায়ণ পড়ে অশিক্ষিতে-ও এবং শুনে সর্বসাধারণে ও সমগ্র দেশে—কোনও একটি মাত্র প্রদেশে নহে।

তুলসী রামায়ণ ছোট বড় কত আকার ও প্রকারের যে ছাপা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—আর চারি টাকা দামের একখানি পুস্তকের ৭টি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে ও প্রায় লক্ষাধিক পুস্তক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ! কমদামী পুস্তক ছাপা হয় অসংখ্য।

গ্রন্থখানি নিজের অতুল গুণেই এই অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, অধিকন্তু দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত বলিয়া ইহার সার্বজনীনত্ব লাভের সুবিধা হইয়াছে—যে সুবিধা প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে লিখিত কৃতিবাসী রামায়ণ পায় নাই—পাইলে কি হইত বলা যায় না।

অধুনা হিন্দী রাষ্ট্রভাষার আসন দাবী করায় ও কতকটা দখল করায় উক্ত ভাষাব সহিত তুলসী রামায়ণেরও গৌরব ও চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে।

বঙ্গভাষাভাষীগণ এই জনপ্রিয় গ্রন্থ পাঠে ও ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকি উচিত নহে। তাঁহাদের সাহচর্য্যের জন্তই তুলসী রামায়ণের শ্রেষ্ঠাংশের—“দীতার স্বয়ংবর”এর প্রকৃত ভাষানুগ কবিতানুবাদ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই লেখক ধন্য হইবে—ও এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হইবে।

খিদিরপুর
কলিকাতা, ১লা আষাঢ়, ১৩৪৩ }

শ্রীপান্নালাল দে

সূচীপত্র

জনকপুর যাত্রা	১
জনকপুর দর্শন	৭
শুভদৃষ্টি	১৬
সীতার বরপ্রাপ্তি	২৫
ব্রাহ্মণের প্রত্যাবর্তন	২৭
বজ্রস্থলে রামসীতা	৩০
হরধর্মুর্ভজ	৪০
সীতার স্বয়ংবর	৫৫
অযোধ্যায় নিমন্ত্রণ	৫৮
বরযাত্রা	৬৭
শুভবিবাহ	৭৬
বরবিদায়	৯৮
অযোধ্যায় আগমন	১০৮

সীতার ~~অমর~~ বন

জনকপুর যাত্রা

হিন্দী

বাঙ্গলা

চলে রাম লাক্ষ্মন মূনি সঙ্গ।
গয়ে জট্টা জগপাবনি গঙ্গা ॥
গাধিতু সৰ কণা শুনার্জ।
জেতি প্রকার সুরসরি মহি আঙ্গ ॥

তৰ প্রভু রিষিন সমেত নহায়ে।
বিবিধ দান মহিদেবন পায়ে ॥
হরষি চলে মূনি-বৃন্দ-সহায়া।
বেগি বিদেহ নগর নিয়রায়া ॥

পুররম্যতা রাম জৰ দেখী।
হরষে অনুজ সমেত বিশেষী ॥
বাপী কূপ সরিত সর নানা।
সলিল স্নানসম মণিসোপানা ॥

গুঞ্জত মঞ্জু মত্ত রস ভঙ্গ।
কুজত কল বহুবরণ বিহঙ্গ ॥
বরণ বরণ বিকশে জলজাত।
ত্রিবিধ সমীর সদা সুখদাতা ॥

সুমনবাটিকা বাগ বন,
বিপুল বিহঙ্গনিবাস।

ফুলত ফলত সুপল্লবিত,
সোহত পূর চহঁ পাশ ॥

চলে রাম লাক্ষ্মণ সঙ্গেতে মূনি।
যান যথা বিশ্বপাবনী সুরধুনী ॥
বিশ্বামিত্র সব কণা কহি শুনাইল।
যেমনে সুরেশ্বরী মহীতে আইল ॥

তবে প্রভু ঋষিগণ সঙ্গে করে স্নান।
ব্রাহ্মণেরা পাইলেন নানাবিধ দান ॥
হরষি চলেন মূনিবৃন্দ সহিত।
বিদেহ নগর-প্রান্তে দ্রুত উপনীত ॥

পুরোশোভা রাম যবে করে নিরীক্ষণ।
বিশেষ হরিত হন সমেত লাক্ষ্মণ ॥
দৌদি, কূপ, সরোবর সরিত নিচয়।
সলিল অনুতসম পৈঠা গণিময় ॥

গুঞ্জরে সুমধুর রসমত্ত ভঙ্গ।
কল কুজন করে বিচিত্র বিহঙ্গ ॥
বিবিধ বরণযুক্ত কমল বিকশে।
স্নিগ্ধ-মৃদু-মধু বায়ু সদা চিত্ত রসে ॥

ফুলবাটী বন উপবন,
বহুল বিহঙ্গ-নিবাস।

ফুল ফলযুক্ত পল্লবিত,
শোভিছে নগর চারিপাশ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

বনৈ ন বরগত নগরনিকাজি ।
জহঁ জাই মন তহঁ লুভাঈ ॥
চারু বজার বিচিত্র অবারী ।
মণিময় বিধি জন্ম স্বকর সবারী ॥

ধনিক বণিক বর ধনদ সমান ।
বৈঠে সকল বস্তুলে নানা ॥
চৌহট সুন্দর গলী সুহাজি ।
সন্তত রহহি সুগন্ধ মিচাজি ॥

মঙ্গলময় মন্দির সব কেরে ।
চিত্রিত জন্ম রতিনাথ চিত্তেরে ॥
পুর নর নারী সুভগ গুচি সন্তা ।
ধরমশীল জ্ঞানী গুণবন্তা ॥

অতি অনুপ জহঁ জনকনিবাস ।
বিথকহি বিবুধ বিলোকি বিলাস ॥
হোত চকিত চিত কোট বিলোকী
সকল ভুবন শোভা জন্ম রোকী ॥

ধবলধাম মণি পুরট পট
সুঘটিত নানা ভাঁতি ।
সিয়নিবাস সুন্দর সদন
শোভা কিমি কহি জাতি ॥

নগর নিকেতন বর্ণন না যায় ।
চিত্ত যথায় যায় প্রলুক্ তথায় ॥
চারু হট মণিময় বিচিত্র দালান ।
যেন বিধি নিজকরে করিল নিষ্ঠাণ ॥
ধনিক বণিকবর কুণের সমান ।
বসেছে সকলে বস্তু লইয়া নানান্ ॥
চৌপথ সুন্দর আর গলি সুশোভিত ।
সততই রহে বাহা সুগন্ধি-সিঞ্চিত ॥

সুমঙ্গলময় সেথা সবার ভবন ।
চিত্রিত যেন সব চিত্রিল মদন ॥
পুর নরনারী সুশ্রী, গুচি, শাস্তিযুত ।
ধর্মশীল, জ্ঞানী সবে আর গুণবন্ত ॥

অতি অনুপম যথা জনক-নিবাস ।
দেবতা বিস্মিত তার বিলোকি বিলাস ॥
চিত্ত চমকিত হয় হুর্গ নিরখি ।
সকল ভুবন শোভা যেন আছে রুখি !

স্বেতসৌধে মণি স্বর্ণপট,
বিবিধ রচিত শোভনীয় ।
সীতা-বাস সুন্দর সদন,
শোভা যার অনির্বচনীয় !

হিন্দী

বাজনা

সুভগ দ্বার সব কুলিশ কপাটা ।
ভূপ ভীর নট মাগধ ভাটা ॥
বনী বিশাল বাজি-গজ-শালা ।
হয়-গজ রথ সংকুল সব কালা ॥

শূর সচিব সেনাপ বহুতেরে ।
নৃপগৃহসরিস সদন সব করে ॥
পুর বাহির সর সরিত সমীপা ।
উতরে জই তই বিপুল মহীপা ॥

দেখি অনূপ এক অবরাজি ।
সব সুবাস সব ভাঁতি সুহাজি ॥
কৌশিক কহেউ মোর মন মানা ।
ইহা রহিয় রঘুবীর সুজানা ॥

ভলেহি নাথ কহি কৃপানিকেতা ।
উতরে তই মুনিবন্দ সমেতা ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি আয়ে ।
সমাচার মিথিলাপতি পায়ে ॥

সঙ্গ সচিব শুচি ভুরিভট
ভূসুরবর গুরু জ্ঞাতি ।
চলে মিলন মুনিবায়কহি,
মুদিত রাউ এহি ভাঁতি ।

সুন্দর দ্বার সব কুলিশ কপাট ।
ভূপতি সমীপে নট, মগধের ভাট ॥
রচিত বিশাল অশ্ব আর হস্তীশাল ।
অশ্ব, হস্তী, রথসঙ্কুল সব কাল ॥

বহুল অমাত্য আর সেনাপতি শূর ।
নৃপগৃহসদৃশ সকলেরি পুর ॥
পুরের বাহিরে সর সরিৎ সমীপ ।
সমাগত যথা তথা বিপুল মহীপ ॥

দেখি অনূপম এক আশ্রকানন ।
শোভিত চৌদিক সব বিশ্রাম-সদন ॥
কৌশিক কহেন মোর হয় অভিপ্রায় ।
হে সুবিজ্ঞ রঘুবীর ! রহিব হেথায় ॥

ভালই হে নাথ, কহি কৃপা-নিকেতন ।
উতরিল সেই স্থানে সহ মুনিগণ ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি কৈল আগমন ।
সমাচার পাইলেন মিথিলা-রাজন ॥

সঙ্গে শুচি মন্ত্রী বোদ্ধবন্দ,
সুব্রাহ্মণ গুরু জ্ঞাতিগণ ।
মুনিবর মিলনে চলিল,
এইরূপে প্রফুল্ল রাজন ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

কীন্ত প্রণাম ধরিণি ধরি মাথা ।
 দীনত্ব অশীর্ণ মুদিত মুনিনাথা ॥
 বিপ্রবৃন্দ সব সাদর বন্দে ।
 জানি ভাগ্য বড় রাউ অনন্দে ॥

কুশল প্রশ্ন কহি বারহিঁ বারা ।
 বিশ্বামিত্র নৃপাহি বৈঠারা ॥
 তেহি অবসর আয়ে দৌড ভাস্তি ।
 গয়ে রহে দেখন ফুলবাস্তি ॥

শ্রাম গৌর মৃদু বয়স কিশোরা ।
 লোচন সুখদ বিশ্ব চিতচোরা ॥
 উঠে সকল জব রঘুপতি আয়ে ।
 বিশ্বামিত্র নিকট বৈঠায়ে ॥

ভয়ে সব স্তম্ভী দেখি দৌড় ভ্রাতা ।
 বারি বিলোচন পুলকিত গাতা ॥
 মুরতি মধুর মনোহর দেখী ।
 ভয়উ বিদেহ বিদেহ বিশেষী ॥

প্রেমমগন মন জানি নৃপ,
 করি বিবেক ধরি ধীর
 বোলেউ মুনিপদ নাই শির,
 গদগদ গিরা গঁভীর ।

করেন প্রণাম শির করিয়া ভূমিষ্ঠ ।
 আশিস দানিল আনন্দিত মুনিশ্রেষ্ঠ ॥
 ব্রাহ্মণগণে সবে সমাদরে বন্দে ।
 বড়ভাগ্য জানি রাজা ভাসেন আনন্দে ॥

জিজ্ঞাসে কুশল প্রশ্ন দোহে বারষার ।
 বসাইল নৃপতির গাধীর কুমার ॥
 মেই অবসরে আসে ভাই ছুইজনে ।
 গমন করিয়াছিল উদ্যান দর্শনে ॥

শ্রামল গৌরাজ মৃদু বয়সে কিশোর ।
 লোচনের সুখদাতা বিশ্ব-চিত-চোর ॥
 উঠয়ে সকলে যবে রঘুপতি আসে ।
 বিশ্বামিত্র বসালেন আপনার পাশে ॥

হয় সবে আনন্দিত ছুই ভায়ে দেখি ।
 অশ্রু ভরে আঁখি, গাত্র উঠয়ে পুলকি ॥
 দেখি মনোহর সেই মধুর মুরতি ।
 বিদেহ সে দেহজ্ঞানহারা হ'ন অতি ॥

প্রেমমগ্ন মন জানি নৃপ,
 বিবেচনা করি হ'য়ে ধীর ।
 কহে মুনিপদে শির নমি
 গদগদ কণ্ঠে গম্ভীর ॥

হিন্দী

বাংলা

কহহ নাথ সুন্দর দোউ বালক ।
মুনিকুলতিলক কি নৃপকুলপালক ॥
ব্রহ্ম জ্যো নিগম নেতি কহি গাবা ।
উভয় বেশ ধরি কৌ মোই আবা ॥

কহ নাথ সুন্দর এ দুটা বালক ।
মুনিকুলবর কি নৃপকুল-পালক ?
ব্রহ্ম যারে 'নেতি' কহি গাহে বেদগণ ।
এ উভ বেশেতে কিগো তাঁরি আগমন ?

সহজ বিরাগরূপ মন যোরা ।
খকিত হোত জিমি চন্দচকোরা ॥
তা তে প্রভু পূছউ সদিভাউ ।
কহহ নাথ জনি করছ দুরাউ ॥

রূপ দেখি সহজ বিরাগী মন মোর ।
স্থির হয় যথা চক্রে নেহারি চকোর ॥
তাই প্রভু সদভাবে করি জিজ্ঞাসন ।
কহ নাথ যেন নাহি করিহ গোপন ॥

ইনহি বিলোকত অতি অনুরাগা ।
বরবস ব্রহ্মসুখহি মন ত্যাগা ॥
কহ মুনি বিহঁসি কহেছ নৃপ নৌকা
বচন তুম্হার ন হোয় অলৌকা ॥

এ দোহে নিরখি হয় অতি অনুরাগ ।
বাধ্য হয়ে চিন্ত করে ব্রহ্মসুখ ত্যাগ ॥
কহে মুনি হাগি, নৃপ কহিলে হে ঠিক ।
তোমার বচন কভু না হয় অলৌক ।

য়ে প্রিয় সবহি জহঁ লগি প্রাণী ।
মন মুসকাহঁ রাম গুনি বাণী ॥
রঘুকুলমণি দশরথকে জায়ে ।
মমহিত লাগি নরেশ পঠায়ে ॥

ইনি প্রিয় সবাকার যেথা যত প্রাণী ।
মনে মনে হাসে রাম গুনি সেই বাণী ॥
রঘুকুলমণি দশরথের নন্দন ।
মম হিত লাগি নৃপ করেন প্রেরণ ॥

রামু লষণ দোউ বন্ধুবর,
রূপ শীল বলধাম ।
মথ রাখেউ সব সাথি জগ,
জিতি অম্বর সংগ্রাম ।

শ্রীরাম লক্ষণ দুই ভ্রাতৃবর,
রূপ, শীল, শক্তির ধাম ।
রঞ্জন বজ্র সাক্ষী সংসার,
জয় করি রাক্ষস-সংগ্রাম ।

হিন্দী

বাঙ্গলা

মুনি তব চরণ দেখি কহ রাউ ।
কহি ন সকউ নিজ পুণ্য প্রভাউ ॥
সুন্দর শ্রাম গৌর দৌড়ি ভ্রাতা ।
আনন্দহুকে আনন্দদাতা ॥

ইনহু কৈ প্রীতি পরম্পর পাবনি ।
কহি ন জায় মনোভাব সুহারনি ॥
শুনহু নাথ কহ মুদিত বিদেহ ।
ব্রহ্মজীব ইব সহজ মনেহু ॥

পুনি পুনি প্রভুহি চিত্তয় নরনাহ ।
পুলক গাত উর অধিক উছাহ ॥
মুনিহি প্রশংসি নাই পদ শীয়া ।
চলেউ লিবায়ে নগর অবনীশা ॥

সুন্দর সদন সুখদ সব কালা ।
তহঁা বাস লে দীন্ত ভুআলা ॥
করি পূজা সব বিধি সেবকাই ।
গয়উ রাউ গৃহ বিদা করাজি ॥

রিষয় সঙ্গ রঘুবংশমণি,
করি ভোজন বিশ্রাম ।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতা সহিত,
দিবস রহা ভরি যাম ॥

রাজা কহে মুনি তব দেখিয়া চরণ ।
কহিতে না পারি পুণ্য-প্রভাব আপন ॥
সুন্দর শ্রাম আর গৌর ছ ভ্রাতা ।
স্বয়ং আনন্দে আনন্দদাতা ॥

ঈহাদের পরম্পরে প্রীতি পবিত্র ।
কহা নাহি যায় মনোভাব বিচিত্র ॥
শুন নাথ, কহিলেন প্রফুল্ল বিদেহ ।
ব্রহ্মজীব সম উভে স্বাভাবিক স্নেহ ॥

পুনঃ পুনঃ প্রভু রামে হেরয়ে ভূপতি ।
পূর্লোকিত গাত্র, মনে উৎসাহ অতি ॥
মুনিরে প্রশংসি পদে নত করি শির ।
লয়ে যান নরপতি মধ্যে নগরীর ॥

সুন্দর সদন সুখপ্রদ সর্বকাল ।
তথা লয়ে বাসস্থান দিলেন ভূপাল ॥
সর্ববিধ করিলেন পূজন সেবন ।
গৃহে চলিলেন করি বিদায় গ্রহণ ॥

ঋষি সঙ্গে রঘুবংশমণি,
সমাপিয়া ভোজন বিশ্রাম ।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতা লয়ে সাথে,
দিবা যবে রহে এক যাম ॥

জনকপুর দর্শন

হিন্দী

বাঙ্গলা

লষণহৃদয় লালসা বিশেষী ।
জায় জনকপুর আইয় দেখী ॥
প্রভুভয় বহরি মুনিহিঁ সকুচাইঁ ।
প্রগট ন কহহিঁ মনহিঁ মুসকাইঁ ॥

রাম অনুজ মনকী গতি জানী ।
ভগতবসলতা হিয়া ছলমানী ॥
পরমবিনীত সকুচ মুসকাজী ।
বোলে গুরু অনুশাসন পাঈ ॥

নাথ লষণ পুর দেখন চহইঁ ।
প্রভুসকোচ ডর প্রগট ন কহইঁ ॥
জো রাউর অনুশাসন পাউঁ ।
নগর দেখায় তুরত লে আউঁ ॥

গুনি মুনাশ কহ বচন সপ্রীতি ।
কস ন রাম রাখছ অস নীতি ॥
ধরমসেতু পালক তুমহ তাতা ।
প্রেমবিবশ সেবক সুখদাতা ॥

জাই দেখি আবহ নগর,
সুখনিধান দোউ ভাই ।
করছ সুফল সবকে নয়ন,
সুন্দর বদন দিখাই ॥

লক্ষণের হৃদয়েতে বিশেষ লালসা ।
জনকপুরটা গিয়া দেখি ফিরে আসা ॥
প্রভু-ভয় আর মুনিকেও সঙ্কোচিয়া ।
প্রকাশ না করি রহে মনেতে হাসিয়া ॥

ব্রাহ্মনোভাব রাম হয়েন বিদিত ।
উথলি উঠয় ভক্তবৎসল চিত ॥
পরম বিনীত ভাবে সঙ্কোচে হাসিয়া ।
বলিলেন গুরু অনুশাসন পাইয়া ॥

হে নাথ দেখিতে পুর লক্ষণের আশ ।
প্রভুর সঙ্কোচে ভয়ে না করে প্রকাশ ॥
বদি আমি আপনার অনুমতি পাই ।
নগর দেখায়ে আনি স্বরিত ফিরাই ॥

গুনিয়া মুনাশ কহে বচন সপ্রীতি ।
কেননা রাখিবে রাম এইরূপে নীতি !
তুমি তাত ! ধরমের মর্যাদাপালক ।
সেবকের প্রেমে বশ আনন্দদায়ক ॥

গিয়া দেখি আইস নগর,
সুখনিধান দুই ভাই ।
কর ধন্য সবার নয়ন
সুন্দর আনন দেখায় ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

মুনিপদ কমল বন্দি দৌড় ভ্রাতা ।
 চলে লোক লোচন সুখদাতা ॥
 বালকবৃন্দ দেখি অতি শোভা ।
 লগে সঙ্গ লোচন মন লোভা ॥

পীতবসন পরিকর কটি ভাখা ।
 চাকু চাপ শর সোহত হাখা ॥
 তনু অনুহরত সূচন্দন খোরী ।
 গ্রামল গৌর মনোহর জোরী ॥

কেহরিকন্ধর বাহু বিশালা ।
 উর অতি রুচির নাগ মণিমালা ॥
 সূভগ শ্রবণ সরসীরুহ লোচন ।
 বদন ময়ঙ্ক তাপ ত্রয় মোচন ॥

কাননহি কনকফুল ছবি দেহী ।
 চিত্রবত চিত্রি চোরি জন্ম লেহী
 চিত্রবনি চাকু ভ্রুকুটি বর বাঁকী ।
 তিলক রেখ শোভা জন্ম চাকী ॥

রুচির চৌতনী সূভগ শির,
 মেচক কুঙ্কিত কেশ ।
 নখ শিখ সূন্দর বন্ধু দৌড়,
 শোভা সকল সুদেশ ॥

মুনি-পদ-কমল বন্দি ছই ভ্রাতা ।
 চলিলেন লোক-লোচন সুখদাতা ॥
 বালকবৃন্দ শোভা দেখি অতিশয় ।
 লোচন ও মনোলোভা দৌঁহা সঙ্গ লয় ॥

পীতবাস পরিকর তুণীর কোমরে ।
 সূন্দর ধনুর্বাণ শোভিতেছে করে ॥
 সূচন্দন শোভা পায় তনু অনুসার ।
 গ্রামল গৌর সেই স্ত্রী দৌঁহাকার ॥

কেশরী-সদৃশ স্বক বাহু সুবিশাল ।
 বক্ষে অতি সূন্দর গজমুক্তামাল ॥
 শোভন শ্রবণ আর কমললোচন ।
 বদন শশাঙ্ক সম ত্রিতাপ মোচন ॥

কর্ণেতে কনকফুল বিতরে মাধুরী ।
 দেখামাত্র চিত্র যেন করি লবে চুরি ॥
 বঙ্কিম ভ্রুভঙ্গি তাহে চাকু নিরীক্ষণ ।
 তিলক রেখার শোভা আশ্বাদে যেমন ॥

চাকু টোপী রম্য শিরোপরি,
 কুঙ্কিত স্কন্ধ কুস্তল ।
 সর্বঙ্গ সূন্দর ছুটী ভাই
 সকল শোভার সুস্থল ॥

হিন্দী

বাজলা

দেখন নগর ভূপসুত আয়ে ।
সমাচার পুরবাসিন্হ পায়ৈ ॥
ধায়ে ধাম কাম সব ত্যাগী ।
মনহঁ রক্ষ নিধি লুটন লাগী ॥

নিরখি সহজ সুন্দর দৌড় ভাঙ্গি ।
হোহিঁ সুখী লোচন ফল পাঙ্গি ॥
যুবতী ভবন ঝরোখন্হি লাগী ।
নিরখহিঁ রামরূপ অমুরাগী ॥

কহহিঁ পরম্পর বচন সঙ্গীতি ।
সখি ইন্হ কোটি কাম ছবি জিতি ॥
সুর নর অসুর নাগ মুনি মাহী ।
শোভা অস কহঁ সুনয়িত নাহী ॥

বিষ্ণু চারি ভুজ বিধি মুখ চারী ।
বিকটবেখ মুখপঞ্চ পুরারী ॥
অপর দেব অসকে জগমাহী ।
যহ ছবি সখি পটতরিয় জাহী ॥

বয়কিশোর সুখমাসদন,
শ্রামগৌর সুখধাম ।
অঙ্গ অঙ্গ পুর বারিয়হি,
কোট কোটি শতকাম ॥

নগর দেখিতে আসে রাজার কুমার ।
পুরবাসিবন্দ পায় এই সমাচার ॥
ভবন করম সব পরিহারি ছুটে ।
দরিদ্র যেমতি রত্ন নিতে ধায় লুটে ॥

স্বভাবতঃ সুন্দর ভাই দৌহে দেখি ।
সবে সুখী স্বার্থক সবাকার আখি ॥
যুবতীরা ভবনের ঝরোখাতে রহি ।
নিরখিছে রামরূপ অমুরাগী হয়ি ॥

পরম্পর কহে সবে সঙ্গীতি বচন ।
সখি এঁরা কোটি কাম জিনিয়া শোভন ॥
সুর নর অসুর নাগ কিবা মুনি ।
শোভা হেন কাহারত কভু নাহি শুনি ॥

বিষ্ণুর চারি ভুজ ব্রহ্ম মুখ চারি ।
শিবের পঞ্চমুখ বিকটবেশধারী ॥
সখি অত্র দেব কেবা আছে এ মহীতে ।
তার সনে এ ছবির তুলনা তুলিতে ॥

শোভাস্থল বয়সে কিশোর,
শ্রাম গৌরঙ্গ সুখধাম ।
প্রতি অঙ্গে শোভা ধরিয়াকে
যেন কোটি কোটি শত কাম ॥

হিন্দী

বাজলা

কহহু সখি অস কো তমুধারী ।
জো ন মোহ অস রূপ নিহারী ॥
কোউ সপ্রেম বোলী মূহবাণী ।
জো মৈ শুনা সো শুনহু সয়ানী ॥

এ দোউ নৃপ দশরথ কে চোটা ।
বালমরালনুহকে কল জোটা ॥
মুনি কৌশিক মথকে রথবারে ।
জিন্হ রণঅজয় নিশাচর মারে ॥

শ্রামগাত কল কঞ্জবিলোচন ।
জো মারীচ স্বেভুজ মদ মোচন ॥
কৌশল্যাহুত সো স্বেথখানী ।
নাম রাম ধনুশায়ক পাণি ॥

গৌর কিশোর বেশ বর কাছে ।
কর শরচাপ রামকে পাছে ॥
লছমন নাম রাম লবু ভ্রাতা ।
শুনু সখি তানু স্মিত্রা মাতা ॥

বিপ্রকাজ করি বজু দোউ,
মগ মুনিবধু উধারি ।
আয়ে দেখন চাপমথ,
শুনি হরবী সৰ নারী ॥

কহ সখি ! কেবা হেন আছে তমুধারী ।
যে নাহি মোহিত হয় এরূপ নেহারি ?
কেহবা প্রেমের ভরে বলে মূহবাণী ।
আমি যা শুনেছি তাহা শুন লো সোয়ানি !

এই দুটা দশরথ রাজার ছাওয়াল ।
যেন মনোহর জোড়া বাল মরাল ॥
কৌশিক মুনির যজ্ঞ রক্ষা করিবারে ।
অজেয় রাক্ষসে খাঁরা রণেতে সংহারে ॥

সুন্দর শ্রামল তমু কমল নয়ন ।
মারীচ স্বেভুজ দর্প করেছে হরণ ॥
কৌশল্যার স্তূত উনি স্বেথের আকর ।
শ্রীরাম উহার নাম করে ধনুশর ॥

চাক্রবেশধারী গৌরা কিশোর যে কাছে ।
করে লয়ে ধনুর্ধ্বাণ ফিরে রাম-পাছে ॥
লক্ষ্মণ নাম ধরে রামাহুজ ভ্রাতা ।
শুন সখি ! স্মিত্রা হন তাঁর মাতা ॥

বিপ্রকার্য সাধি ভাই দৌহে,
পথে মুনিবধুরে উদ্ধারি ।
হেরিবারে আসে যজ্ঞধনু,
শুনি হরষিতা সব নারী ॥

হিন্দী

বাজনা

দেখি রাম ছবি সখী এক কহঁজ ।
জোঙ জানকিহি যহ বর অহঁজ ॥
জো সখি ইনহিঁ দেখ নরনাহু ।
পণ পরিহরি হঠি করই বিবাহু ॥

কোউ কহ ইনহৈঁ ভূপতি পহিচানে ।
মুনিসমেত সাদর সন্মানে ॥
সখি পরন্তু পণ রাউ ন তজঁজ ।
বিধিবশ হঠি অবিবেকহি ভজঁজ ॥

কোউ কহ জো ভল অহই বিখাতা ।
সবকহঁ স্থনিয় উচিত ফলদাতা ॥
তো জানকিহি মিলিহি বর এহু ।
নাহিঁন আলি ইহঁ সন্দেহু ॥

জো বিধিবশ অস বনই সঁযোগু ।
তো কৃতকৃত্য হোয়ি সব লোগু ॥
সখি হমরে আরতি অতি তাতে ।
কবহঁক এ আবহিঁ এহি নাতে ॥

নাহিত হম কহঁ শুনহু সখি,
ইনহু কর দরশন দুরি ।
য়হ সংঘট তব হোই জব,
পুণা পুরাকৃত ভুরি ॥

দেখি রামরূপ কহে সখী একজন ।
জানকীর যোগ্য বর হন এই জন ॥
যতপি ইহারে সখি দেখিত রাজন ।
বিয়ে দিত জিদ করি পরিহরি পণ ॥

কেহ কহে ইহাদের নরপতি জানে ।
মুনিসহ সমাদরে দৌহারে সম্মানে ॥
কিন্তু সখি রাজা নাহি ত্যজিবেন পণ ।
বিধিবশে করিবেন অজ্ঞানে ভজন ॥

কেহ কহে যদি মঙ্গলময় ধাতা ।
শুনি সকলের যথাযোগ্য ফলদাতা ॥
তবেত জানকী মিলিবেক বর এহ ।
নাহিক অয়ি সখি ! ইহাতে সন্দেহ ॥

যদি বিধিবশে হেন হয় সম্মিলন ।
তাহা হলে কৃতকৃত্য হবে সর্বজন ॥
সখি মোর আগ্রহ অতি এ কারণ ।
তাহলে করিবে ইনি কভু আগমন ॥

না হলে মোদের শুন সখি,
দর্শন ইহার তুর্লভ ।
পূর্বজন্মে থাকিলে স্মৃতি
তবেই এ হইবে সম্ভব ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

বোলী অপর কহেহু সখি নীকা ।
এহি বিবাহ অতিহিত সবহী কা ।
কোউ কহ শঙ্করচাপ কঠোর ।
এ শ্যামল মৃদুগাত কিশোর ॥

সব অসমঞ্জস অহই সয়ানী ।
য়হ শুনি অপর কহই মৃদুবাণী ॥
সখি ইনহকই কোউ কোউ অস কহহী ।
বড় প্রভাব দেখত লখু অহহী ॥

পরশি জাহ্নু পদপঙ্কজ ধুরী ।
তরী অহল্যা কৃত অব ভুরী ॥
সো কি রইই বিহু শিবধনু তোরে ।
য়হ প্রতীতি পরিহরিয় ন ভোরে ॥

জেহি বিরঞ্চি রচি সীয় সবঁারী ।
তেহি শ্যামল বর রচেউ বিচারী ॥
তাসু বচন শুনি সব হরবাণী ।
ঐসেই হোউ কহহি মৃদুবাণী ॥

হিয় হরষহি বরষহি স্মন,
স্মুখি স্মলোচনি বৃন্দ ।
জাহি জহাঁ জই বন্ধু দোউ,
তই তই পরমানন্দ ॥

কহিল অপরে সখি ! কহিলে স্মন্দর ।
এ বিবাহ সকলেরই অতি হিতকর ॥
কেহ কহে শঙ্করের ধনুক কঠোর ।
এ শ্যামল কোমলাঙ্গ বয়সে কিশোর ।

সবি সামঞ্জস্যহীন, অয়িলে সেয়ানি !
ইহা শুনি অগ্রজনে কহে মৃদুবাণী ॥
সখি ! কেহ কেহ কহে ইহাকে এমতি ।
দেখিতে হলেও লখু বড়ই শক্তি ॥

পরশিয়া পদপঙ্কজ ধূলি য়ার ।
অহল্যা হইল কৃত পাপরাশি পার ॥
সে কি রবে শিবধনু না করি ভঞ্জন ।
এ প্রতীতি ভ্রমেও না ত্যজিও কখন ॥

যে বিধাতা রচি সীতা করেছে পালন
বিচারি শ্যামল বর রচিল সে জন ॥
সবে হরষিত শুনি তাহার বচন ।
মৃদুভাবে কহে, আহা হউক এমন ।

চিত্ত হরবে পুষ্প বরবে,
স্মুখী স্মলোচনা বৃন্দ ।
যথা যথা যায় ভ্রাতৃদ্বয়,
তথা হয় পরমানন্দ ॥

হিন্দী

বাজলা

পুর পূর্ব দিশি গে দোউ ভাঁজি ।
জই ধনু-মখ-হিত ভূমি বনাঙ্গি ॥
অতি বিস্তার চারু গচ ঢারী ।
বিমলবেদিকা রুচির সবাঁরী ॥

চহঁ দিশি কঞ্চনমঞ্চ বিশালা ।
রচে জহাঁ বৈঠহিঁ মহিপালা ॥
তেহি পাছে সমীপ চহঁ পাশা ।
অপর মঞ্চমণ্ডলী বিলাসা ॥

কছুক উচ সব ভাঁতি স্হাঙ্গি ।
বৈঠহিঁ নগর লোগ জই জাঙ্গি ॥
তিন্হ কে নিকট বিশাল স্হাহায়ে ।
ধবলধাম বহুবরণ বনায়ে ॥

জই বৈঠে দেখহিঁ সব নারী ।
যথাযোগ নিজকুল অনুহারী ॥
পুরবালক কহি কহি মৃদুবচনা ।
সাদর প্রভুহি দেখাবহিঁ রচনা ॥

সব শিশু এহি মিশ প্রেমবশ,
পরশি মনোহর গাত ।
তহু পুলকহিঁ অতি হরষ হিয়,
দেখি দেখি দোউ ভ্রাত ॥

পুরের পূর্ব দিকে দুই ভ্রাতা যান ।
যথা ধনুযজ্ঞভূমি করেছে নির্মাণ ॥
স্ববিস্তৃত চারু ঢালু মেজেয় শোভিত ।
নিরমল বেদিকা স্নন্দর রচিত ॥

চারিদিকে কাঞ্চনমঞ্চ বিশাল ।
রচে যথা বসিবেন যত মহীপাল ॥
তাহার পশ্চাতে নিকটেই চারিধারে ।
সুশোভিত মঞ্চ কত মণ্ডলাকারে ॥

কিছু উচ্চ মনোহর তাহার চৌদিক ।
যেথা হবে উপবিষ্ট যত নাগরিক ॥
তাহার নিকটে স্ববিশাল সুশোভিত ।
ধবল মণ্ডপ বহুবিধ নিরমিত ॥

যথায় বসিবে সব নারী দেখিবারে ।
যথাযোগ্য নিজ নিজ কুল অনুসারে ॥
নগর বালক কহি মৃদুল বচন ।
সমাদরে সে প্রভুরে দেখায় রচন ॥

প্রেমবশ শিশুরা এ ছলে
মনোহর গাত্র পরশিয়া ।
দুই ভায়ে হেরি বারংবার
পুলকান্ধ হরষিত হিয়া ॥

হিন্দী

বাজলা

শিশু সব রাম প্রেমবশ জানে ।
 প্রীতিসমেত নিকেত বথানে ॥
 নিজ নিজ রুচি সব লেহিঁ বোলাজি
 সহিত সনেহ জাহিঁ দোউ ভাজি ॥

রাম দেখাবহিঁ অনুজহিঁ রচনা ।
 কহিঁ মৃদু মধুর মনোহর বচনা ॥
 লবনিমেষ মইঁ ভুবনিকায়া ।
 রচইঁ জাস্তু অনুশাসন মায়া ॥

ভকত হেতু সোই দীনদয়ালা ।
 চিতবত চকিত ধনুষ-মখশালা ॥
 কৌতুক দেখিঁ চলে গুরুপাহীঁ ।
 জানি বিলম্ব ত্রাস মনমাহীঁ ॥

জাস্তু ত্রাস ডরকইঁ ডর হোজিঁ ।
 ভজনপ্রভাব দেখাবত সোজিঁ ॥
 কহিঁ বাঠেঁ মৃদু মধুর স্নহাজিঁ ।
 কিয়ৈ বিদা বালক বরিআজিঁ ॥

সভয় সপ্রেম বিনীত অতি,
 সকুচ সহিত দোউ ভাই ।
 গুরুপদপঙ্কজ নাই শির,
 বৈঠেঁ আয়স্তু পাই ॥

শিশুগণ ত্রীরামেরে প্রেমবশ জানি ।
 হর্ষে কহে তাহাদের ভবন বাথানি ॥
 নিজ নিজ রুচি মত ডেকে লয়ে যায় ।
 স্নেহসহ হুইঁ ভাই চলেন তথায় ॥

অনুজে দেখান রাম সে সব রচন ।
 কহিঁ মৃদু মনোহর মধুর বচন ॥
 নিমিষের মধ্যে এই বিশ্ব সমুদায় ।
 রচনা করয়ে মায়া বাঁহার আজ্ঞায় ॥

ভকতের হেতু সেই দীন দয়াল ।
 চকিত হইয়া হেরে ধনুষজ্ঞশাল ॥
 কৌতুক দেখিয়া তবে যান গুরুপাশ ।
 বিলম্ব হয়েছে জানি মনে করি ত্রাস ॥

যাঁর ত্রাসে ভয়েরও হয় ভয়োদয় ।
 ভজনপ্রভাব শুধু সেই প্রদর্শয় ॥
 কহিঁ বাক্য মধুময় মৃদুল শোভন ।
 করেন বিদায় বল করি বালগণ ॥

সভয়—প্রেম—বিনয়—অতি
 সঙ্কোচ সহিত হুইঁ ভাই ।
 গুরু পাদপদ্মে নমি শির
 উপবিষ্ট অনুমতি পাই ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

নিশিপ্রবেশ মুনি আয়স্থ দীনহা ।

সবহী সন্ধ্যাবন্দন কীন্হা ॥

কহত কথা ইতিহাস পুরাণী ।

রুচির রজনী যুগযাম সিরানী ॥

মুনিবর শয়ন কীন্হ তব জাই ।

লগে চরণ চাপন দোউ ভাজ্জি ॥

জিন্হ কে চরণসরোরুহ লাগি ।

করত বিবিধ জপ যোগ বিরাগী ॥

তেই দোউ বন্ধু প্রেম জন্ম জীতে ।

গুরুপদ কমল পলোটত প্রীতে ॥

বার বার মুনি আজ্জা দীনহী ।

রঘুবর যাই শয়ন তব কীন্হী ॥

চাপত চরণ লষণ উর লায়ৈ ।

সভয় সপ্রেম পরম সচুপায়ৈ ॥

পুনি পুনি প্রভু কহ সোবহ তাভা

পৌঢ়ে ধরি উর পদজলজাতা ॥

উঠে লষণ নিশি বিগত গুনি,

অরুণ শিখা ধুনি কান ।

গুরুঠে পহিলেহি জগতপতি,

জাগে রাম স্মজান ॥

নিশি সমাগমে মুনি দানিল আদেশ ।

সবে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলেন শেষ ॥

ইতিহাস পুরাণের কহিলেন কথা ।

স্বযামিনী হুই যাম হইল বিগতা ॥

মুনিবর শয়ন করিল তবে যায়ি ।

চরণ চাপিতে লাগিলেন হুই ভাই ॥

যাহাদের শ্রীচরণ সরোরুহ লাগি ।

করয়ে বিবিধ জপ যোগ বিরাগী ॥

সেই হুই ভাই যেন প্রেমে-পরাজিত ।

গুরুচরণ কমল সেবিছেন প্রীত ॥

বার বার মুনিবর দেন অহুমতি ।

শয়ন করেন গিয়া তবে রঘুপতি ॥

লক্ষণ চরণ চাপে আর বুকে লয় ।

পরম সজ্ঞাপনে সপ্রেম সভয় ॥

পুন পুন প্রভু কন শোওরে লক্ষণ ।

পাদপদ্ম ধরি হৃদে করিল শয়ন ॥

নিশি গত কুরুটের ধ্বনি

কর্ণে গুনি লক্ষণ জাগে ।

উঠে জ্ঞানী রাম জগপতি

গুরুদেব উঠিবার আগে ।

শুভদৃষ্টি

হিন্দী

সকল শৌচ করি জাই নহায়ে ।
নিত্য নিবাহি মুনিহি শির নায়ে ॥
সময় জানি গুরু আয়সু পাঈ ।
লেন প্রস্থান চলে দৌড় ভাঈ ॥

ভূপ বাগ বর দেখেউ জাঈ ।
জই বসন্ত ঋতু রহি লুভাঈ ॥
লাগে বিটপ মনোহর নানা ।
বরণ বরণ বর বেলিবিতানা ॥

নব পল্লব ফল সুমন সুহায়ে ।
নিজ সম্পত্তি সুরতরুহি লজায়ে ॥
চাতক কোকিল কীর চকোরা ।
কুজত বিহগ নচত কল যোরা ॥

মধ্য বাগ সর মোহ সুহাবা ।
মণিসোপান বিচিত্র বনাবা ॥
বিমলসলিল সরসিজ বহরঙ্গ ।
জলখগ কুজত গুঞ্জত ভঙ্গ ॥

বাগু তড়াগু বিলোকি প্রভু,
হরষে বন্ধু সমেত
পরমরম্য আশ্রম যহ,
জো রামহি স্নেহ দেত ॥

বাঙ্গলা

শৌচাদি অস্তে স্নান করি সমাপন ।
নিত্য কৰ্ম্ম সারি করে মুনিরে বন্দন ॥
সময় জানিয়া গুরু অনুমতি লয়ে ।
আনিতে কুসুম চলিলেন ভাই দৌহে ॥

যেয়ে দেখে ভূপতির রম্য উপবন ।
যথায় বসন্ত ঋতু রহে লুন্ধ মন ॥
মনোহর বিটপী রয়েছে নানান্ ।
নানাবিধ বরণের লতিকা বিতান ॥

নবীন পল্লব ফল ফুলেতে শোভিত ।
নিজ ধনে করে কল্পতরুরে লজ্জিত ॥
চাতক কোকিল আর শুক ও চকোর ।
সকল বিহঙ্গ গাহে, নাচে চারু যোর ॥

মধ্য বাগে সরোবর সুন্দর শোভিত ।
মণিময় সোপান বিচিত্র রচিত ॥
বিমল সলিলে সরসিজ বহরঙ্গ ।
জলপক্ষী কুজিতেছে গুঞ্জিতেছে ভঙ্গ ॥

বাগ তড়াগ নিরখি প্রভু
হরষে ভ্রাতার সহিত ।
পরম রম্য সেই উপবন,
রাম চিত যে কর স্নেহিত ॥

হিন্দী

বাংলা

চহুঁ দিশি চিতই পুছি মালীগণ ।
লগে লেন দল ফুল মুদিতমন ॥
তেহি অবসর সীতা তহুঁ আঁজি ।
গিরিজাপূজন জননী পাঠাঈ ॥

সঙ্গ সখী সব স্নভগ সয়ানী ।
গাবহিঁ গীত মনোহর বাণী ॥
সরসমীপ গিরিজাগৃহ সোহা ।
বরনি ন জাই দেখি মন মোহা ॥

মজ্জন করি সর সখিন্হ সমেতা ।
গঈ মুদিতমন গৌরিনিকেতা ॥
পূজা কিন্হ অধিক অনুরাগা ।
নিজ অনুরূপ স্নভগ বর মাগা ॥

এক সখী সিয় সঙ্গ বিহাঈ ।
গঈ রহী দেখন ফুলবাজি ॥
তেই দোউ বন্ধু বিলোকে জাঈ ।
প্রেমবিবশ সীতা পহিঁ আঁজি ॥

তাসু দশা দেখী সখিন্হ,
পুলক গাত জল নয়ন
কহ কারণ নিজহরষ কর,
পুছহিঁ সব মৃদুবয়ন ।

চৌদিক নিরখিয়ে পুছি মালীগণে ।
ফুলদল চয়নয়ে হরষিত মনে ॥
সেই অবসরে সীতা আসে সেই স্থান ॥
গিরিজা পূজন লাগি জননী পাঠান ॥

সঙ্গেতে সখী সব স্নভগ চতুর ।
গাহিতেছে সঙ্গীত বাণী স্নমধুর ॥
সরসমীপেতে গৌরী মন্দির শোভে ।
বর্ণন নাহি যায় দেখি মন লোভে ॥

মজ্জন করি সরে সখিগণ সনে ।
প্রফুল্ল মনে যান্ গৌরীনিকেতনে ॥
পূজন করিল সমধিক অনুরাগে ।
আপনার অনুরূপ কান্ত বর মাগে ॥

এক সখী জানকীর সঙ্গ ছাড়ি যায় ।
গিয়াছিল দেখিবারে ফুল বাগিচায় ॥
সেই দুই ভ্রাতারে বিলোকিয়া আসে ।
প্রেমবিবশা হয়ে ফিরে সীতাপাশে ॥

তার দশা হেরি সখী সব—
পুলকাজে সজল নয়নে ।
‘কহ নিজ হর্ষের কারণ’
পুছে সবে মৃদল বচনে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

দেখন বাগ কুবর ছুই আয়ে ।
বয়সকিশোর সব ভাঁতি স্নহায়ে ॥
শ্যাম গোর কিমি কহউ বখানী ।
গিরা অনয়ন নয়ন বিলু বাণী ॥

গুনি হরষী সব সখী সয়ানী ।
সিয়হিয় অতি উতকর্থা জানী ॥
এক কহই নৃপসুত তেই আলী ।
গুনে যে মুনি সঙ্গ আয়ে কালী ॥

জিন্হ নিজ রূপ মোহিনী ভারী ।
কৌনহে স্ববশ নগর নর নারী ।
বরণত ছবি জই তই সব লোগু ।
অবশি দেখিয়হি দেখন জোগু ॥

তাসু বচন অতি সিয়হি স্নহানে ।
দরশ লাগি লোচন অকুলানে ॥
চলী অগ্র করি প্রিয়সখি সোঙ্গি ।
প্রীতি পুরাতনি লখই ন কোঙ্গি ॥

সুমিরি সীয় নারদবচন,
উপজী প্রীতি পুনীত ।
চকিত বিলোকতি সকল দিশি,
জলু শিশু মৃগী সভীত ॥

উদ্ভান দেখিতে অংগে যুগল কুমার ।
বয়সে কিশোর চারু সকল প্রকার ॥
শ্যামল গৌরাজ ছুটি কেমনে বাখানি ।
বাক্য যে নেত্রহীন - নেত্র বিনা বাণী !

গুনি হরষিয়া সব সখীরা সেয়ানী ।
সীতার হৃদয় অতি উৎসুক জানি ॥
একে কহে, সখি ! তারা রাজার নন্দন ।
গুনি মুনিসঙ্গে কাল কৈল আগমন ॥

রূপের কুহক পাতি বাহারি আপন ।
করেছে স্ববশ পুর নরনারীগণ ॥
যথা তথা সবে করে রূপের বর্ণন ।
অবশ্য দেখিতে হয় - যোগ্য দরশন ॥

সীতারে লাগিল ভাল তাহার বচন ।
দরশন লাগি হয় আকুল লোচন ॥
হন আগুয়ান প্রিয় সখী অগ্রে ক'রে
পুরাতন প্রেম কেহ লক্ষ্য নাহি করে ॥

নারদ-ইঙ্গিত স্মরে সীতা,
উপজয়ে পবিত্র পীরিতি ।
চকিত নেহারে সর্বদিশি,
যেন শিশুমৃগী সভীতি ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

কঙ্কন কিঙ্কিণি হুপূর ধ্বনি শুনি ।
কহত লষণ সন রামু হৃদয় শুনি ॥
মানহঁ মদন হৃদুভা দীনহী ।
মনসা বিশ্ববিজয় কই কীন্হী ॥

অস কহি ফির চিতয়ে তেহি ওরা ।
সিয় মুখ শশী ভয়ে নয়ন চকোরা ॥
ভয়ে বিলোচন চারু অচঞ্চল ।
মনহঁ সকুচি নিমি তজে দৃগঞ্চল ॥

দেখি সীয়শোভা সুখ পাবা ।
হৃদয় সরাহত বচন ন আবা ॥
জহু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাই ।
বিরচি বিশ্ব কই প্রগাট দেখাঙ্গি ॥

সুন্দরতা কই সুন্দর করঙ্গি ।
ছবিগৃহ দীপশিখা জহু বরই ॥
সব উপমা কবি রহে জুঠারী ।
কেহি পটতরউ বিদেহকুমারী ॥

সিয়শোভা হিয় বরনি প্রভু,
আপনি দশা বিচারি ।
বোলে শুচি মন অহুজ সন,
বচন সময় অহুহারি ॥

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী শুনি হুপূর-নিকণ ।
অন্তরে চিন্তিয়া রাম লক্ষণেরে কন ॥
বুঝিবা মদন তার হৃদুভি বাজায় ।
বিশ্ববিজয় করিবার অভিপ্রায় ॥

ইহা কহি চাহে রাম সেই দিকে ফিরি ।
সীতা-মুখ শশী হল—নয়ন চকোরী ॥
সুচারু লোচন তাঁর হল অচঞ্চল ।
সঙ্কোচে পলক যেন ছাড়ে নেত্রস্থল ॥

হেরি জানকীর শোভা হয় সুখোদয় ।
মনেতে প্রশংসে, বাক্য নাহি বাহিরয় ॥
যেন বিধি সব নিজ নিপুণতারাশি ।
রচিয়া বিশ্বকে তাহা দেখান প্রকাশি ॥

সুন্দরতাকে সে যে সুন্দর করে ।
দীপাশিখা জ্বালে যেন চিত্রের ঘরে ॥
উচ্ছিষ্ট করেছে কবি সকল উপমা ।
জনককুমারী আর কহি কার সমা? ॥

বর্ণি প্রভু সীতেশোভা মনে
নিজ দশা করিয়া বিচার ।
বলে শুচি মনে অহুজেরে
বচন সে কাল অহুসার ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

তাত জনকতনয়া য়হ সোজ়ি ।
 ধনুষযজ্ঞ জেহি কারণ হোজ়ি ॥
 পূজন গোৱী সখী লেই অজ়ি ।
 করত প্রকাশ ফিরজ়ি ফুলবাঁজ়ি ॥

জাসু বিলোকি অলৌকিক শোভা ।
 সহজ পুনীত মোর মন ফোভা ॥
 সো সৰ কারণ জান বিধাতা ।
 ফরকহি স্তভগ অঙ্গ গুল্ল ভ্রাতা ॥

রঘুবংশিন্হ কর সহজ স্তভাউ ।
 মল্ল কুপস্থ পগ ধরৈ ন কাউ ॥
 মোহি অতিশয় প্রতীতি মন কেরী ।
 জেহি সপনেছ পরনারী ন হেরী ॥

জিন্হ কে লহহি ন রিপু রণ পীঠী ।
 নহি লাবহি পরতিয় মন ডীঠী ॥
 মঙ্গন লহহি ন জিন্হ কৈ নাহি ।
 তে নরবর ধোরে জগ মাহী ॥

করত বতকহী অনুজ সন,
 মন সিয়রূপ লুভান ।
 মুখসরোজ মকরন্দ ছবি,
 করই মধুপ ইব পান ॥

হে প্রিয়! ইনিই সেই তনয়া রাজার ।
 ধনুষজ্ঞ হইতেছে কারণে বাহার ॥
 সখীগণ লয়ে আসে পূজিবারে গোৱী ।
 ভ্রমণ করিয়া ফিরে বাগিচা উজোরি ॥

অলৌকিকশোভারানিশিবিলাকি বাহার
 স্বভাব-পবিত্র মন চঞ্চল আমার ॥
 এ সবেৰ কারণ যা জানেন বিধাতা ।
 দক্ষিণ অঙ্গ মোর নাচে গুল্ল ভ্রাতা ॥

রঘুবংশীগণের এ সহজ প্রকৃতি ।
 কাহারও মন কভু না ধরে কুপতি ॥
 অতীব প্রত্যয় মোর আপন মনেৱে ।
 স্বপনেও পরনারী সে নাহিক হেৱে ॥

সংগ্রামে শত্রু বার পৃষ্ঠ নাহি পায় ।
 মন বার পরজ্ঞীর পানে নাহি চায় ॥
 প্রার্থী বিমুখ নহে যে জনের কাছে ।
 এহেন উত্তম নর বিধে অল্প আছে ॥

কথা কন অনুজের সনে
 সীতারূপে লুক্ক রহে মন ।
 সে মুখ রাজীব শোভা-মধু
 পান করে মধুপ যেমন ॥

হিন্দী

বাজনা

চিতবতি চকিত চহঁ দিশি সীতা ।
কহঁ গয়ে নৃপকিশোর মন চিঁতা ॥
জহঁ বিলোকি মৃগশাবক নয়নী ।
জন্ম তহঁ বরিষ কমল সিত শ্রেণী ॥

চকিত হইয়া সীতা চৌদিকে চায় ।
কোথা নৃপকিশোর সে মন যারে চায় ॥
মৃগশিঙনয়নার যে দিকেই দৃষ্টি ।
সে দিকেই যেন শুভ্র কমলের বৃষ্টি ॥

লতা ওঠ তব সখিন লথায়ে ।
শ্যামল গৌর কিশোর সুহায়ে ॥
দেখি রূপ লোচন ললচানে ।
হরষে জন্ম নিজ নিধি পহিচানে ॥

লতার আড়ালে তবে সখিরা দেখায় ।
শ্যাম গৌর কিশোর কিবা শোভা পায় ॥
নিরখিয়ে সেইরূপ আঁখি লালচিল ।
হরষিত—যেন নিজ নিধিটা চিনিল ॥

থকে নয়ন রঘুপতি ছবি দেখে ।
পলকনৃহিহু পরিহরি নিমেখে ॥
অধিক সনেহ দেহ ভই ভোরী ।
শরদশশিহি জন্ম চিতব চকোরী ॥

রঘুপতি-রূপ হেরি নয়ন স্তম্ভিত ।
হয়ে গেল নির্নিমেঘ পলক-বজ্জিত ।
প্রেমের আধিক্যে হয় আত্মবিস্মরণ ।
চকোরী শরতশশী হেরয়ে যেমন ॥

লোচনমগ রামহিঁ উর আনৌ ।
দীনহে পলককপাট সয়ানী ॥
জব সিয় সখিন্হ প্রেমবশ জানি ।
কহি ন সকহিঁ কছু মন সকুচানৌ ॥

লোচনের দ্বার দিয়া রামে হৃদে আনি
পলক-কপাট রুদ্ধ করিল সয়ানী ॥
যবে সীতা প্রেমাধীন জানে সখিগণ ।
কহিতে নারিল কিছু সঙ্কুচিত মন ॥

লতাভরন তেঁ প্রগট ভয়ে,
তেহি অবসর দৌউ ভাই ।
নিকসে জন্ম জুগ বিমলবিধু,
জলদপটল বিলগাই ॥

লতাগৃহ হ'তে প্রকাটত
ভ্রাতা দৌহে এই অবসরে ।
উদে যেন স্বচ্ছ যুগ বিধু
জলদের জাল ভেদ করে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

শোভা সীৰ স্ভগ দোউ বীরা ।
নীল পীত জলজাভ শরীরা ॥
মোরপঙ্খ শির সোহত নীকে ।
গুচ্ছা বিচ বিচ কুসুম কলীকে ॥

ভাল তিলক শ্রমবিন্দু স্হায়ে ।
শ্রবণ স্ভগ ভূষণ ছবি ছায়ে ॥
বিকট ভ্রুকুটি কচ ঘুঁ ঘরবারে ।
নবসরোজ লোচন রতনারে ॥

চারু চিবুক নাসিকা কপোলা ।
হাসবিলাস লেত মনু মোলা ॥
মুখছবি কহি ন জাই মোহি পাহী
জো বিলোকি বহু কাম লজাহী ॥

উর মণিমাল কঙ্কল গ্রীবা ।
কাম কলভকর ভূজবলসীবা ॥
সুমনসমেত বামকর দোনা ।
সাঁঁবর কুঁঅর সখী স্ঠি লোনা ॥

কেহরি কাটি পটি পীত ধর,
সুখমা শীল নিধান ।
দেখি ভানুকুল ভূষণহি,
বিসরা সখিন্হ অপান ॥

শোভার পরিসীমা স্হন্দর দুই বীর ।
নীল আর পীত কমলাভ শরীর ॥
ময়ূরের পাখা দিয়া স্হশোভিত শির ।
গুচ্ছ সাজে মাখে মাখে কুসুমকলির ॥

ললাটে তিলক শ্রমবিন্দু স্হশোভিত ।
শ্রবণে ভূষণ রম্য কিবা শোভাস্থিত ॥
বন্ধিম ভ্রুভঙ্গি কুঞ্চিত কেশপাশে ।
লোচন সে নব পদ্ম সলিলে বিকাশে ।

চিবুক নাসিকা চারু কপোল শোভয় ।
হাস্য বিলাসে চিত্ত যেন কিনে লয় ॥
মুখছবি সে আমার বর্ণন অতীত ।
বিলোকিয়া তাহা বহু অনঙ্গ লজ্জিত ।

বক্ষে মণিমালা কঙ্কগ্রীবা মনোহর ।
করী-শিশুশুভ সম বলী চারু কর ॥
বামহস্তে পুষ্পপূর্ণ পত্র দ্রোণধর ।
শ্রামল কুমার সখি, বড়ই স্হন্দর ॥

সিংহ সম কাটি, পীতবাস,
সুখমা-শীলতা-নিকেতন ।
হেরি সেই স্হর্য্যকুলমণি
সখিগণ অস্থবিস্মরণ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

ধরি ধীরজ এক সখী সয়ানী ।
সীতা সন বোলী গহি পাণি ॥
বহুরি গৌরীকর ধ্যান করেহু ।
ভূপকিশোর দেখি কিন লেহু ॥

সকুচি সীয় তব নয়ন উধারে ।
সনমুখ দোউ রঘুসিংহ নিহারে ॥
নখশিখ দেখি রাম কৈ শোভা ।
সুমিরি পিতাপণ মন অতি ক্ষোভা ॥

পরবশ সখিন্হ লখী জব সীতা ।
ভক্ত গহরু সব কহিঁ সভোতা ॥
পূনি আউব এহি বিরয়ঁ কালী ।
অস কহি মন বিইসী এক আলী ॥

গূঢ় গিরা শুনি সিয় সকুচানী ।
ভয়েউ বিলম্ব মাতুভয় মানী ॥
ধরি বড়ি ধীর রাম উর আনি ।
ফিরা আপন পণ পিতুবশ জানি ॥

দেখন মিস মৃগ বিইগ তরু,
ফিরই বহোরি বহোরি ।
নিরখি নিরখি রঘুবীরছবি,
বাঢ়ই প্রীতি ন থোরি ॥

ধৈর্য্য ধরি সূচতুরা এক সহচরী ।
কহে তবে জনক-নন্দিনী কর ধরি ॥
পরে নয় ভবানীর করিও চিস্তন ।
কুমারে কেন না দেখি লওলো এখন ?

সঙ্কোচে সীতা তবে আঁখি উন্মীলিল ।
রঘুবংশ-সিংহ দৌহে সন্মুখে হেরিল ॥
আপাদমস্তক রাম-শোভা নেহারিয়া ।
স্মরিয়া পিতার পণ অতি ক্ষুব্ধ হিয়া ॥

সখীরা হেরিল যবে পরবশ সীতা ।
হইল বিলম্ব—সবে কহে উৎকণ্ঠিতা ॥
এমনি সময়ে পুন আসিব লো কালি ।
ইহা কহি মনে বড় হাসে এক আলী !

গুঢ়বাক্য শুনি সীতা হন সঙ্কুচিতা ।
বিলম্ব হয়েছে বলি মাতুভয়ে ভীতা ॥
ধরি বড় ধৈর্য্য রামে জুদিমাঝে আনি ।
ফিরে আপনারে পিতৃপণবশ জানি ॥

মৃগ পক্ষী তরু দেখা ছলে,
ফিরে চাহে পুন পুনরায় ।
হেরি হেরি রঘুবীর-শোভা,
সমধিক প্রেম বাড়ি যায় ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

জানি কঠিন শিবচাপ বিস্মরতি ।
 চলী রাখি উর শ্রামলমূরতি ॥
 প্রভু জব জাত জানকী জানী ।
 সুখ সনেহ শোভা গুণ খানী ॥

পরম প্রেমময় মৃদুমসি কীন্হী ।
 চারু চিত্ত ভীতি লিখি লীনহী ॥
 গঙ্গা ভবানীভবন বহোরী ।
 বন্দি চরণ বোলী করজোরী ॥

শিবধনু স্ককঠিন জানি দুখী অতি ।
 চলে রাখি হৃদয়েতে শ্রামল মূরতি ॥
 প্রভু ববে জানিলেন সীতা ফিরে ঘর ।
 সুখ, স্নেহ, শোভা আর গুণের আকর ॥

পরম প্রেমময় মৃদুমসী দিয়া ।
 চারু চিত্তপটোপরি রাখিল আঁকিয়া ॥
 পুনরায় গিয়া সীতা ভবানী-ভবন ।
 করজোড়ি কহিলেন বন্দিয়া চরণ ॥

সীতার বরপ্রাপ্তি

হিন্দি

বাঙ্গলা

জয় জয় জয় গিরিরাজকিশোরী ।
জয় মহেশ মুখচন্দ চকোরী ॥
জয় গজবদন ষড়াননমাতা ।
জগতজননী-দামিনী-দ্যুতি-গাতা ।

নহিঁ তব আদি মধ্য অবসান ।
অমিতপ্রভাব বেদ নহিঁ জানা ॥
ভব ভব বিভব পরাভব কারিনী ।
বিশ্ববিমোহনি স্বরশ বিহারিনি ॥

পতিদেবতা স্তুতীয় মই
মাতৃ প্রথম তব রেখ ।
মহিমা অমিত ন কহিঁ সকহিঁ
সহস সারদা শেখ ॥

সেবত তোহি স্নলভ ফল চারী ।
বরদায়িনি ত্রিপুরারিপয়ারী ॥
দেবি পূজি পদকমল তুম্বহারে ।
সুর নর মুনি সব হোহিঁ স্তুথারে ॥

মোর মনোরথ জানছ নীকে ।
বসছ সদা উরপুরে সবহী কে ॥
কীন্হেউ প্রগট ন কারণ তেহী ।
অস কহিঁ চরণ গছে বৈদেহী ॥

জয় জয় জয় গিরিরাজকিশোরী ।
জয় মহেশ আননচন্দ্র চকোরী ॥
জয় গজবদন ষড়ানন-জননী ।
জগতজননী দামিনী-দ্যুতি বরণী ॥

নাহিক তোমার আদি মধ্য অবসান ।
অমিত প্রভাব তব বেদেরও অজান ॥
জগৎসৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয় কারিণী ।
বিশ্ব-বিমোহিনী নিজ বশে বিহারিণী ।

পতিব্রতা রামাকুল মাথে
ভূমি গণ্যা সকলের আগে ।
মহামহিমা কহিতে নারে
সহস্র বাদ্যেবী আর শেষ নাগে ॥

সেবি তোমা স্তখে লাভ হয় ফলচারি
হে বরদায়িনি, ত্রিপুরারি পিয়ারী ॥
অগ্নি দেবি পূজি তব চরণ রাজীব ।
স্তুখী হয় সুর, নর, মুনি, সর্বজীব ॥

ভূমি জান প্রকৃত যা মোর মন আশ ।
সকলের হৃদিপুরে সদা তব বাস ॥
প্রকাশ নাহিক করি কারণেতে সে-ই
হেন কহিঁ শ্রীচরণ ধরেন বৈদেহী ॥

হিন্দি

বাঙ্গলা

বিনয় প্রেম বশ ভঙ্গি ভবানী ।
 খসী মাল মুরতি মুস্কানী ॥
 সাদর সিয় প্রসাদ শির ধরেউ ।
 বোলী গৌরি হরষু উর ভরেউ ॥

সুহু সিয় সত্য অসীস হমারী ।
 পূরহি মনকামনা তুমহারী ॥
 নারদবচন সদা শুচি সাচা ।
 সো বর মিলিহি জাহি মন রাচা ॥

মন জাহি রচেউ মিলিহি সো বর
 সহজ সুন্দর সাঁবরো ।
 করুণানিধান সুজান শীলসনেহ
 জানত রাবরো ॥

এহি ভাঁতি গৌরি আসীস সুনি
 সিয়সহিত হিয় হরষিত অলী ।
 তুলসী ভবানীহি পূজি পুনি পুনি
 মুদিতমন মন্দির চলী ॥

জানি গৌরি অমুকুল সিয় হিয়
 হরষ ন জাত কহি ।
 মঞ্জুল মঞ্জল-মূল
 বাম অঙ্গ ফরকন লগে ॥

বিনয় প্রেমেতে বশ হলেন অম্বিকা ।
 হাসে মূর্তি, পড়ে খসে গলার মালিকা ॥
 সমাদরে সে প্রসাদ সীতা শিরে ধরে ।
 কহিলেন কাত্যায়ণী হরিষ অন্তরে ॥

শুনহ জানকী সত্য আশিস্ আমার ।
 পূর্ণ হবে হৃদয়ের কামনা তোমার ॥
 নারদ বচন সদা সুপবিত্র সত্য ।
 সে বর মিলিবে তোমা যাহে গেছে চিত্ত ॥

পাবে তুমি অভিষিক্ত বর
 স্বভাব সুন্দর শ্রামল ।
 দয়াময়, জানী, শীল রাম
 তব প্রেম জানয়ে সকল ॥

এবম্বিধ দুর্গাশিস্ শুনি
 সখীসহ সীতা হুষ্ট হ'য়ে ।
 গৌরী পূজি পুন পুন সুখে
 গৃহে যায়—তুলসীদাস কহে ॥

গৌরী অমুকুল জানি সীতা
 হরষিতা বর্ণন অতীত ।
 অতীব মঙ্গল নিদর্শন
 বাম অঙ্গ হইল স্পন্দিত ॥

ব্রাহ্মণের প্রত্যাবর্তন

হিন্দি

বাঙ্গলা

হৃদয় সরাহত সীয় লোনাঙ্গ ।

গুরুসমীপ গমনে দোউ ভাঙ্গ ।

রাম কহা সব কৌশিক পাহী ।

সরল স্বেভাব ছুআ ছল নাই ।

স্বমন পাই মুনি পূজা কীন্হী ।

পুনি অসীস ছহঁ ভাইন্হ দীন্হী ॥

স্বফল মনোরথ হোহি তুমহারে ।

রাম লক্ষণ গুনি ভয়ে স্বেথারে ॥

করি ভোজন মুনিবর বিজ্ঞানী ।

লগে কহন কছু কথা পুরাণী ॥

বিগতদিবস গুরুআয়স পাজি ।

সক্ষ্যা করন চলে দোউ ভাঙ্গি ॥

প্রাচীদিশি সসি উয়েউ স্বেহাবা ।

সিয় মুখ সরিস দেখি স্বেথ পাবা ॥

বহুরি বিচার কীন্হ মন মাহী ।

সীয় বদন সম হিমকর নাই ॥

জনম সিদ্ধ পুনি বদ্ধ বিষ

দিন মলিন সকলজু ।

সিয় মুখ সমতা পাব কিমি,

চন্দ বাপুয়ে রজু ॥

হৃদয়ে প্রশংসিয়া সীতা সুন্দরতা ।

গুরুর সমীপে তবে যান ছই ভ্রাতা ॥

রাম কহিলেন সব কৌশিক সকাশে ।

সরল-স্বভাব, ছল নাহি তার পাশে ॥

ফুল পেয়ে মুনি তবে করেন পূজন ।

পুন ব্রাহ্মণে কন আশিস্ বচন ॥

তোমাদের মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ ।

রাম লক্ষণ গুনি আনন্দিত মন ॥

সমাপি ভোজন মুনিবর জ্ঞানবান ।

লাগিল কহিতে সব কথন পুরাণ ॥

দিবাগতে গুরু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ।

সক্ষ্যা করিবারে চলে ভাই ছইজন ॥

পূর্বদিকে সমুদিত শশী মনোহর ।

সীতা-মুখ সম দেখি হর্ষিত অন্তর ॥

পুনঃ পুনঃ বিচার করেন মনে মন ।

স্বধাকর-সম নহে সীতার আনন ॥

জন্ম সিদ্ধমাথে, বিষ ভ্রাতা,

সকলজ, দিবসেতে স্নান ।

গরীব সে বাছা চাঁদকিসে,

হবে সীতা-মুখের সমান !

হিন্দি

বাঙ্গলা

ঘটই বড়ই বিরহিনি দুখ দাঁড়ি ।
 গ্রাসই রাহ নিজ সন্ধিহি পাড়ি ॥
 কোক শোকপ্রদ পঙ্কজদ্রোহী ।
 অবগুণ বহুত চন্দ্রমা তোহী ॥

বৈদেহী মুখ পটতর দীনহে ।
 হোই দোষ বড় অনুচিত কীনহে ॥
 সিয় মুখছবি বিধুব্যাজ বখানি ।
 গুরু পহিঁ চলে নিশা বড়ি জানী ॥

করি মুনি চরণসরোজ প্রণামা ।
 আয়সু পাই কীনহী বিশ্রামা ॥
 বিগতনিশা রঘুনায়ক জাগে ।
 বন্ধু বিলোকি কহন অস লাগে ॥

উয়েউ অরুণ অবলোকহ তাতা ।
 পঙ্কজ-কোক-লোক স্মৃদাতা ॥
 বোলে লম্বণ জোরি যুগ পাণী ।
 প্রভু প্রভাব স্ফচক মৃদুবাণী ॥

অরুণ উদয় সন্কুচে কুমুদ
 উদ্ভূগণ জ্যোতি মলীন ।
 তিমি তুম্‌হার আগমন সুনি,
 ভয়ে নুপতি বলহীন ॥

কমে, বাড়ে, হুঃখ দেয় বিরহিনী জনে ।
 গ্রাস করে রাহ বারে নিজ সন্ধিক্ষণে ॥
 চকোরের দ্রুঃখদায়ী, শত্রু পঙ্কজের ।
 হে চন্দ্রমা তোমাতেত অপগুণ ঢের !

বৈদেহীর মুখ সহ তুলি তুলনায় ।
 বড় অনুচিত আর বড় দোষ তায় ॥
 সীতার মুখত্ৰী, বিধু-নিন্দা বাখানি ।
 গুরুপাশে চলে নিশা বেশী হল জানি ॥

করিয়া মুনির পদসরোজে প্রণাম ।
 আদেশ লভিয়া তবে করেন বিশ্রাম ॥
 বিগতরজনী রঘুনায়ক জাগিল ।
 ভ্রাতারে হেরিয়া হেন কহিতে লাগিল ।

‘উদিত অরুণ কিবা নেহার হে ভ্রাতা ।
 পদ্ম চকোর আর লোক স্মৃদাতা ॥’
 বলেন লম্বণ ঘোড় করি হুই পাণি ।
 প্রভু প্রভাব-স্ফচক স্মৃদুল বাণী ॥

‘সূর্য্যোদয়ে সন্কোচে কুমুদ,
 তারাগণ জ্যোতি বিমলিন ।
 তথা তব আগমন শুনি,
 নুপগণ হন বলহীন ॥

হিন্দ

ব্রাহ্মণ

নৃপ সব নখত করহিঁ উজ্জয়ারী ।
টারি ন সকহিঁ চাপতম ভারী ॥
কমল কোক মধুকর খগ নানা ।
হরষে সকল নিশা অবসান ॥

নৃপসব তারা যথা প্যরে উজ্জলিতে ।
ধনুৰূপী ঘোর াধার নারে বিদূরিতে ।
কমল চকোর ভূজ আদি পক্ষিগণ ।
হয় সবে নিশা অন্তে হরষিত মন—

ঐসেহি প্রভু সব ভগত তুম্বহারে ।
হোইহহিঁ টুটে ধনুষ স্থথারে ॥
উয়েউ ভান্নু বিহু শ্রম তমনাশা ।
রে নখত জগ তেজ প্রকাশা ॥

সেৰূপ, হে প্রভু তব ভকত সকলে ।
আনন্দিত হবে এই ধনুৰ্ভঙ্গ হলে ॥
ভান্নুর উদয়ে বিনাশ্রমে তমনাশে ।
দূরিত নক্ষত্র, বিধে ভেজের প্রকাশে ॥

রবি নিজ উদয় ব্যাজ রঘুরায় ।
প্রভু প্রতাপ সব নৃপন্থ দিখায় ॥
তব ভূজবল মহিমা উদঘাটী ।
প্রগটী ধনু বিঘটন পরিপাটী ॥

রবি নিজ উদয়ের ছলে, রঘুরায় !
প্রভুর প্রতাপ সব নৃপেয়ে দেখায় ॥
তোমার ও ভূজবল মহিমা উদঘাটী ।
প্রকাশ করিবে ধনুৰ্ভঙ্গ পরিপাটী ।’

বজ্রবচন স্থনি প্রভু মুহুর্তকানে
হোই শুচি সহজ পুনীত নহানে ।
নিত্যক্রিয়া করি গুরু পহিঁ আয়ে ।
চরণসরোজ ভূভগ শির নায়ে ॥

ব্রাহ্মণ্যে প্রভু করে মুহু বিহসন ।
স্বাভাবিক শুদ্ধ—পুন জানে শুচি হন ॥
নিত্যক্রিয়া করি আসি গুরুর গোচরে
চরণ-সরোজে চারু শির নত করে ॥

যজ্ঞস্থলে রামসীতা

হিন্দি

বাঙ্গলা

সতানন্দ তব জনক বোলায়ে ।
কৌশিক মুনি পহিঁ তুরত পাঠায়ে ।
জনকবিনয় তিনহু আয় সুনাজি ।
হরষে বোলি লিয়ে দোউ ভাজি ॥

সতানন্দপদ বন্দি প্রভু
বৈঠে গুরু পহিঁ জাই ।
চলহু তাত মুনি কহেউ তব
পঠএউ জনক বোলাই ।

সীমস্বয়ম্বর দেখিয় জাজি ।
ঈশ কাহিধৌ দেই বড়াইজি ॥
লষণ কহা যশভাজন সোজি ।
নাথ কৃপা তব জা পর হোজি ॥

হরষে মুনি সব শুনি বরবাণী ।
দীনুহ অশীশ সবহি স্তুথ মানী ॥
পুনি মুনিবৃন্দ সমেত কৃপালা ।
দেখন চলে ধনুযমথশালা ॥

রঙ্গভূমি আয়ে দোউ ভাজি ।
অসি স্তুধি সব পুরবাসিনুহ পাঁজি ॥
চলে সকল গৃহকাজ বিসারী ।
বাল যুবান জরঠ নর নাকী ॥

হেনকালে সতানন্দে জনক ডাকিয়া ।
কৌশিক নিকটে দিল দ্রুত পাঠাইয়া ॥
জনক-বিনয় তিনি আসিয়া শুনান ।
হর্ষে ছই ভায়ে তবে ডাকিয়া পাঠান ॥
সতানন্দ পদ বন্দি প্রভু
বসিলেন গুরুপাশে গিয়া ।
কহিলেন মুনি—‘চল বৎস
পাঠায়েছে জনক ডাকিয়া ॥

গমন করিয়া দেখ সীতা স্বয়ংবর ।
দেখা যাক কারে দেন মহত্ত্ব শঙ্কর ।’
লক্ষণ কহেন ‘সেই যশের ভাজন ।
হে নাথ, যাহার পরে করুণা আপন ॥’

হরষিত মুনি সব শুনি মধুবাণী ।
আশীর্বাদ দেন সবে মনে স্তুথ মানি ॥
অতঃপর মুনিবৃন্দ সহিত কৃপাল ।
দেখিবারে বাইলেন ধনুযজ্ঞ শাল ॥

রঙ্গভূমে ছই ভাই উপস্থিত আসি ।
এই সমাচার পায় সব পুরবাসী ॥
চলে সবে গৃহকাজ হ’য়ে বিস্মরণ ।
বালক যুবক বৃদ্ধ নরনারীগণ ॥

হিন্দি

বাঙ্গলা

দেখী জনক ভীর ভই ভারী ।
 শুচি সেবক সব লিয়ে ইঁকারী ॥
 তুরত সকল লোগনহ পহি জাহ্নু ।
 আসন উচিত দেহ সব কাহ্নু ॥

কহি মৃদুবচন বিনীত
 তিন্হ বৈঠারে নরনারি ।
 উত্তম মধ্যম নীচ লঘু
 নিজ নিজ থল অমুহারি ॥

রাজকুর্অর তেহি অবসর আয়ে ।
 মনহঁ মনোহরতা তন ছায়ে ॥
 গুণসাগর নাগর বরবীর ।
 সুন্দর শ্রামল গোর শরীর ॥

রাজসমাজ বিরাজত রুরে ।
 উদ্ভুগণ মই জম্ম জুগ বিধু পুরে ॥
 জিন্হ কৈ রহী ভাবনা জৈসী ।
 প্রভুমুরতি তিন্হ দেখী তৈসী ॥

দেখহি ভূপ মহা রণধীর ।
 মনহঁ বীররস ধরে শরীর ॥
 ডয়ে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী ।
 মনহঁ ভয়ানক মুরতী ভারী ॥

জনক জনতা দেখি হয় অতিশয় ।
 শুদ্ধ সেবকবৃন্দে হাঁকি ডাকি কয় ॥
 ‘ত্বরিত সকল লোক নিকটেতে যাও ।
 যথাযোগ্য আসন সবাকারে দাও ॥’

কহি মৃদু বিনীত বচন
 বসাইল তারা নরনারী ।
 উত্তম, মধ্যম আর নীচ, লঘু
 নিজ নিজ স্থল অনুসারি ॥

রাজার কুমার সেই অবসরে আসে ।
 মনে হয় সুন্দরতা মুরতি প্রকাশে ॥
 গুণসিদ্ধ সুনাগর আর বরবীর ।
 সুন্দর সুশ্রামল গোর শরীর ॥

রাজার সমাজে তাঁরা বিরাজিত হয় ।
 তারাগণ মাঝে যেন পূর্ণ বিধুদয় ॥
 তাহাদের যে জনার ভাবনা যেমন ।
 প্রভুর মুরতি সেই দেখয়ে তেমন ॥

দেখে ভূপগণ মূর্তি মহা রণধীর ।
 মনে হয় বীররস ধরেছে শরীর ॥
 ডরিছে কুটিল নৃপ প্রভুকে নেহারি ।
 মনে হয় সে মুরতি ভয়ানক ভারী ॥

হিন্দি

বাঙ্গলা

রহৈ অম্বর ছল জো নৃপ বেখা ।
 তিন্হ প্রভু প্রগট কালসম দেখা ॥
 পুরবাসিন্হ দেখে দোউ ভাঙ্গি ।
 নরভূষণ লোচন সুখ দাঙ্গি ॥

নারি বিলোকহিঁ হরষি হিয়,
 নিজ নিজ রুচি অম্বরূপ ।
 জম্মু সোহত শৃঙ্গার ধরি
 মুরতি পরম অনুপ ॥

বিহুষণ প্রভু বিরাটময় দীশা ।
 বহু মুখ কর পগ লোচন শীষা ॥
 জনকজাতি অবলোকহিঁ কৈসে ।
 সজন সগে প্রিয় লাগহিঁ জৈসে ॥

সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রাণী ।
 শিশুসম প্রীতি ন জাই বখানী ॥
 যোগিন্হ পরম তত্ত্বময় ভাসা ।
 সন্ত শুদ্ধ মন সহজ প্রকাশা ॥

হরিভগতন দেখে দোউ ভ্রাতা ।
 ইষ্টদেব ইব সব সুখদাতা ॥
 রামহিঁ চিতব ভাব জেহি সীয়া ।
 সো সনেহ মুখ নহিঁ কথুনীয়া ॥

আছিল অম্বর নৃপবেশ ধরি যারা ।
 প্রভুরে সাক্ষাৎ কাল সম হেরে তারা ॥
 পুরবাসীগণ দেখে সেই ছুটি ভাই ।
 মানবভূষণ রূপ নেত্রসুখদায়ী ॥

নারীগণ হেরে ছুটি হৃদে
 নিজ নিজ রুচি অম্বরূপ ।
 শৃঙ্গার শোভয়ে যেন ধরি
 তিটি পরম অম্বরূপ ।

জ্ঞানীগণ হেরে প্রভু বিরাট দিগ্ঘয় ।
 বহুমুখ কর পদ নেত্র শির রয় ॥
 জনকের জ্ঞাতিগণ হেরয়ে কেমন ।
 স্বজনের সঙ্গ প্রিয় লাগয়ে যেমন ॥

বিদেহ সহিত রাণী করে বিলোকন ।
 নিজ শিশুসম, প্রীতি না যায় বর্ণন ॥
 যোগিচিন্তে পরতত্ত্বময়ের আভাস ।
 সাধু শুদ্ধমনে প্রভু সহজ প্রকাশ ॥

হরিভক্তজন সবে দেখে ছুই ভ্রাতা ।
 ইষ্টদেব সম যেন সর্বসুখ দাতা ॥
 রামে যেই ভাবে সীতা করেন দর্শন ।
 সেই প্রেম মুখ দিয়া না যায় কথন ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ ।
কবন প্রকার কহই কবি কোউ ॥
জেহি বিধি রহা জাহি জস ভাউ ।
তেহি তস দেখেউ কোশলরাউ ॥

চিন্তে অনুভবে, নারে বরনিতে সেহ ।
কি প্রকারে কহিবেক তবে কবি কেহ ?
যেই বিধ ভাব যার হৃদয়ে বিরাজে ।
সেই প্রকার দেখিল সে কোশলরাজে ॥

রাজত রাজসমাজ মই,
কোশলরাজ-কিশোর ।
সুন্দর শ্রামল গোরতনু,
বিশ্ব-বিলোচন-চোর ॥

বিরাজে রাজসমাজ-মাঝে,
কোশলের রাজশু কিশোর ।
সুন্দর শ্রামল গোরতনু,
বিশ্বজন বিলোচন চোর ॥

সহজ মনোহর মুরতি দোউ ।
কোটি কাম উপমা লঘু সোউ ॥
শরদ চন্দ নিন্দক মুখ নীকে ।
নীরজনয়ন ভাবতে জীকে ॥

সহজ ও মনোহর দুইটি মুরতি ।
কোটি কাম উপমায় তবু লঘু অতি ॥
শারদীয় চন্দ্র নিন্দি মুখ রমনীয় ।
কমল নয়ন দুটি পরাণের প্রিয় ॥

চিতবনি চাক মার-মদ-হরণী ।
ভাবত হৃদয় জাত নহি বরণী ॥
কলকপোল শ্রিতিকুণ্ডল লোলা ।
চিবুক অধর সুন্দর মুহু বোলা ॥

মদনের দর্পহারী চাহনি শোভন ।
অন্তর চিন্তা করে, না যায় বর্ণন ॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে, রুচির কপোল ।
চিবুক অধর স্ত্রী, মধু মৃদুবোল ॥

কুমুদ-বন্ধ-কর নিন্দক হাঁসা ।
ত্রুটী বিকট মনোহর নাসা ॥
ভাল বিশাল তিলক ঝলকাহী ।
কচ বিলোকি অলি অবলি লজাহী ॥

হাস্ত সে যে কুমুদিনীসখা নিন্দাকর ।
ত্রুটি বন্ধিম কিবা নাসা মনোহর ॥
বিশাল ললাট-মাঝে তিলক বিরাজে ।
কেশ নিরখিয়া অলিমণ্ডলী লাজে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

পীত চৌতনী শিরন্থ সুহাজি ।
কুসুমকলি বিচ বিচ বনাজি ॥
রেখা রুচির কষু কলগ্রীবী ।
জহু ত্রিভুবনশোভা কী সীবী ॥

পীত শিরোভূষা কিবা শিরোপরি সাজে ।
কুসুমকলিকা বার মাখে মাখে রাজে ॥
মনোরম রেখা কল কষু গলদেশে ।
যেন ত্রিভুবনশোভা-সীমা নিরুদেশে ॥

কুঞ্জরমণি কণ্ঠাকলিত,
উরন্থ তুলসিকামাল ।
বৃষভকন্ধ কেহরিঠবনি,
বলানিধি বাহু বিশাল ॥

গজমুক্তা-মাল কণ্ঠে শোভে
বক্ষুদেশে তুলসীর মাল ।
বৃষস্কন্ধ, কেশরী-চলন,
বলাধার বাহু সুবিশাল ॥

কটি তুণীর পীত পট ঝাণ্ডে ।
কর শর ধনুষ্য বাম বর কাঁণ্ডে ॥
পীত যজ্ঞ উপবীত সোহায়ে ।
নখশিখ মঞ্জু মহা ছবি ছায়ে ।

কাটিতে তুণীর, পীতবাস পরিহিত ।
বরবামস্কন্ধে ধনু, করে বাণ ধৃত ॥
পীত যজ্ঞ-উপবীত অতি শোভা পায় ।
আপাদমস্তক মহা সৌন্দর্য্য ছায় ॥

দেখি লোগ সব ভয়ে স্থথারে ।
একটক লোচন টরত ন টারে ॥
হরষে জনক দেখি দোউ ভাই ।
মুনি-পদকমল গহে তব জাজি ॥

নিরখিয়া লোক সব হয় অতি সুখী ।
একদৃষ্টে চাহে, নারে ফিরাইতে আঁখি ॥
হষিত জনক হোর ভাই দুইজন ।
মুনি-পাদপদ্মে গিয়া ধরেন তখন ॥

করি বিনতী নিজকথা সুনাজি ।
রঙ্গঅবনি সব মুনিহি দেখাজি ॥
জই জই জাহি কুঁঅরবর দোউ ।
তই তই চকিত চিতব সব কোউ ॥

করিয়া বিনতি নিজ কথা শুনাইল ।
রঙ্গভূমি সব মুনিবরে দেখাইল ॥
যেখানেই যান স্কুমার দুইজন ।
সেখানেই সচকিত হেরে সর্বজন ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

নিজ নিজ রুচি রামহিঁ সব দেখা ।
কোউ ন জান কছু মরম বিশেষা ॥
ভলি রচনা মুনি নৃপ সন কহেউ ।
রাজা মুদিত মহাসুখ লহেউ ॥

রামেরে নিরঞ্জে সবে নিজ রুচিমত
বিশেষ মরম কেহ নহে অবগত ॥
'সুন্দর রচনা' মুনি নৃপতিরে কয় ।
রাজা প্রমুদিত, মহাসুখ উপজয় ।

সব মঞ্চনুহ তেঁ মঞ্চ এক
সুন্দর বিশদ বিশাল ।
মুনিসমেত দোউ বন্ধু তই
বৈঠারে মহিমাল ॥

সর্ব মঞ্চ হ'তে মঞ্চ এক
মনোরম বিশদ বিশাল ।
মুনিসহ দুই ভায়ে তথা
লইয়া বসায় মহীপাল ॥

প্রভুহি দেখি সব নৃপ হিয় হারে ।
জন্ম রাকেশ উদয় ভয়ে তারে ॥
অস প্রতীতি সব কে মন মাইঁ ।
রাম চাপ তোরব শক নাইঁ ॥

প্রভুরে দেখিয়া সব নৃপ ক্ষুণ্ণহীন ।
পূর্ণচন্দ্র সমুদয়ে যথা তারা দীন ॥
এরূপ প্রতীতি সবাকার মনে হয় ।
রাম ধনু ভাঙ্গিবেন নাহিক সংশয় ॥

বিদু ভঞ্জে ভবধনুয বিশাল ।
মেলিহি সীয় রামউর মালা ॥
অস বিচারি গবনহ ঘর ভাঙ্গি ।
জস প্রতাপ বল তেজ গবাজি ॥

বিনা ভঞ্জে শিবের সে ধনুক বিশাল ।
অর্পিবেন সীতা রাম-গলে বরমাল ॥
ইহা ভাবি ঘরে ভাই চলহে ফিরিয়া ।
যশ শৌর্য বল বীর্য সব বিসর্জিয়া ॥

বিহঁসে অপর ভূপ সুনী বাণী ।
জে অবিবেক অন্ধ অভিমানী ॥
তোরেছ ধনুষ ব্যাহ অবগাহা ।
বিদু তোরে কো কুঁজরি বিয়াহা ।

বিহসে অপর ভূপ সুনীয়া সে বাণী ।
যেই অবিবেকী আর অন্ধ অভিমানী ॥
ধনুক ভাঙ্গিলে তবু বিবাহ সংশয় ।
বিনা ভঞ্জে কে কুমারী করে পরিণয় ?

হিন্দী

বাঙ্গলা

এক বার কালহু কিন হোউ ।
সিয়হিত সময় জিতিব হম সোউ ॥
য়হ শুনি অপর ভূপ মুস্কানে ।
ধরমশীল হরিভগত সয়ানে ॥

সীয়া বিয়াহব রাম,
গরবু দূরি করি নূপনহু করে
জীতি কো সক সংগ্রাম
দাসরথিকে রণবাকুরে ॥

বৃথা মরহু জনি গাল বজাঈ ।
মনমোদকনহি কি ভুখ বুতাঈ ॥
সিখ হমার সুনি পরম পুনীতা ।
জগদম্বা জানহু জিয় সীতা ॥

জগতপিতা রঘুপতিহি বিচারী ।
ভরি লোচন ছবি লেহ নিহারী ॥
সুন্দর সুখদ সকল গুণরাশী ।
এ দোউ বন্ধু শত্ৰু-উরবাসী ॥

সুধাসমুদ্র সমীপ বিহাঈ ।
মৃগজল নিরখি মরহু কত ধাঈ ॥
করহু জাঈ জা কই জোই ভাবা ।
হম তো আজু জনমফল পাবা ॥

হউক না যম কেন, তবু একবার ।
সীতা-লাগি পরাজিব যে কোন প্রকার ॥
ইহা শুনি অলু ভূপ হাসয়ে ঈষৎ ।
ধর্মশীল, সুচতুর, হরির ভকত ॥

জানকীরে বিবাহিবে রাম,
গর্বহীন করি নূপগণে ।
জিনিবারে কে পারে সংগ্রাম
দাশরথি দুর্বীর রণে ॥

অনর্থক মরিও না বড়াই করিয়া ।
কল্পনার মোয়া ক্ষুধা দিবে কি দূরিয়া ?
অতি পূত শিক্ষা মোর শুনহু শ্রবণে ।
সীতা স্বয়ং জগদম্বা জ্ঞান কর মনে ॥

জগৎপিতা রঘুপতি অন্তরে বিচারি ।
লোচন ভরিয়া ছবি লও হে নেহারি ॥
সুন্দর সুখদ আর সর্বগুণরাশি ।
এই দুই ভ্রাতা শত্ৰু-অন্তরবাসী ॥

অমৃতের পারাবারে নিকটে বাজিয়া ।
মরীচিকা দেখি কেন মরহু ধাইয়া ?
কর গিয়া যার মনে আছে যেই ভাব ।
আমিত করিহু আজি জন্মফল লাভ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

অস কহি ভলে ভূপ অমুরাগে ।
রূপ অনুপ বিলোকন লাগে ॥
দেখহিঁ সুর নভ চড়ে বিমানা ।
বরষহিঁ সুমন করহিঁ কল গানা

হেন কহি সৎ নৃপগণ অমুরাগে ।
অনুপম রামরূপ দেখিবারে লাগে ॥
সুরগণ দেখে নভে চড়িয়া বিমান ।
বরষয় পুষ্পরাশি করি কল গান ॥

জানি সুরঅবসর সীয় তব
পঠঙ্গ জনক বোলাই ।
চতুর সখী স্তন্দর সকল
সাদর চলী লেবাই ॥

শুভযোগ জানিয়া জনক
পাঠালেন সীতারে ডাকিয়া ।
স্তন্দরী চতুরা সখীগণ
সমাদরে চলিল লইয়া ॥

সিয়শোভা নহিঁ জাই বখানী ।
জগদম্বিকা রূপ গুণ খানি ॥
উপমা সকল মোহি লঘু লাগী ।
প্রাকৃত নারী অঙ্গ অমুরাগী ।

সীতার সৌন্দর্য্য সে-যে না যায় বর্ণন ।
জগৎঅম্বিকা রূপগুণ-নিকেতন ॥
উপমা যতেক মোরে লাগে লঘু বলি ।
প্রাকৃত নারীর অঙ্গে প্রযুক্ত্য সকলি ॥

সীয় বরণি তেহি উপমা দেঙ্গ ।
কুকবি কহাই অযস কো লেঙ্গ ॥
জৌ পটতরিয় তীয় মহঁ সীয়া ।
জগ অস যুবতী কহঁ কমনীয়া ॥

সীতার বর্ণন করি সে উপমা দিয়া ।
কে লইবে অপযশ কুকবি বলিয়া ?
যার সহ তুলনায় তুলিব সীতারে ।
স্তন্দরী যুবতী হেন কোথা চরাচরে ?

গিরা মুখর তনুঅরধ ভবানী ।
রতি অতি দুখিত অতনু পতি জানি ॥
বিষ বারুণী বন্ধুপ্রিয় জেহী ।
কহিয় রম্যসম কিমি বৈদেহী ॥

মুখরা ত সরস্বতী, অর্দ্ধাঙ্গী ভবানী ।
রতি অতি দুঃখী—অঙ্গহীন পতি জানি ॥
গরল মদিরা প্রিয় সহোদর যার ।
সেই লক্ষ্মীসহ কিসে তুলনা সীতার ?

হিন্দী

বাজনা

জৌ ছবি সুখা পয়োনিধি হোজি ।
 পরম রূপ ময় কচ্ছপ সোজি ॥
 শোভা রজু মন্দর সিঙ্গারু ।
 মথই পাণিপঙ্কজ নিজ মারু ॥

সৌন্দর্যের যদি হয় সুখা-পয়োনিধি
 তাহে হয় লাবণ্যের কচ্ছপ যদি ॥
 শোভা রজু হয় আর মন্দর শৃঙ্গার
 মছেন যদি নিজ পদ্মহস্তে মার ॥

এহি বিধি উপজই লচ্ছী
 জব সুন্দরতা সুখ মূল
 তদপি সকোচসমেত কবি
 কহহি সীয় সমতুল ।

এইরূপে উপজয় যদি
 লক্ষ্মী সুখ-সৌন্দর্যের মূল ।
 তথাপি সঙ্কোচ সহ কবি
 কবে তারে সীতা সমতুল ॥

চলী সঙ্গ লই সখী সয়ানী ।
 গাৰতি গীত মনোহর বাণী ॥
 সোহ নবলতনু সুন্দর সারী ।
 জগতজননী অতুলিত ছবি ভারী ॥

চতুরা সখীরা তারে সঙ্গে ল'য়ে যায়
 মনোহর বাণীময় সঙ্গীত গায় ॥
 শোভিল তরুণ তনু সুন্দরীর সারি ।
 জগতজননীছবি অতুলিত ভারী ॥

ভূষণ সকল সুদেশ সুহায়ে ।
 অঙ্গ অঙ্গ রচি সখিনহ বনায়ে ॥
 রঙ্গভূমি জব সিয় পগু ধারী ।
 দেখি রূপ মোহে নর-নারী ॥

ভূষণ সকল বরঅঙ্গে শোভা পায় ।
 প্রতি অঙ্গ পরে যাহা সখীরা সাজায় ॥
 রঙ্গভূমে যবে সীতা করে পদার্পণ ।
 দেখি রূপ মুগ্ধ হয় নরনারীগণ ॥

হরষি সুরনহ হৃন্দুভী বজাজি ।
 বরষি প্রস্থন অপছরা গাজি ॥
 পাণি সরোজ সোহ জয়মালা ।
 অবচট চিতয়ে সকল ভূখুলা ॥

হরষিয়া সুরগণ হৃন্দুভি বাজায় ।
 বরষিয়া ফুলদল অঙ্গরা গায় ॥
 করকমলেতে শোভা পায় জয়মাল ।
 অতর্কিতে হেরে তিনি সকল ভূপাল ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সীম চকিত চিত রামহি চাহা ।
ভয়ে মোহবশ সব নরনাহা ॥
মুনি সমীপ দেখে দোউ ভাই ।
লগে ললকি লোচন নিধি পাঈ ॥

গুরুজন লাজ সমাজ বড়
দেখি সীম স্কুচানি ।
লাগি বিলোকন সখিন্হ
তন রঘুবীরহি উর আনি ॥

রামরূপ অরু সিয়ছিবি দেখী ।
নরনারিন্হ পরিহরী নিমেষী ।
সোঁচহি সকল কহত স্কুচাই ।
বিধি সন বিনয় করহি মন মাহী

হরু বিধি বেগি জনকজড়তাই ।
মতি হমার অসি দেহি স্নহাই ॥
বিনু বিচারি পণ ত্যজি নরনাহু ।
সীম রাম কর করই বিয়াহু ॥

জগ ভল কহিহি ভাব সব কাহু ।
হঠ কীন্হে অন্তহু উর দাহু ॥
এহি লালসা মগন সব লোগু ।
বর সাঁবরো জানকী জোগু ॥

সীতা চমকিত চিতে রামপানে চায় ।
হয় মোহবশ সব নরপতি তায় ॥
মুনির সমীপে নেহারিয়া ছই ভায় ।
নিধি পেয়ে আঁখি লালসিয়া স্থির তায় ॥

বিপুল সমাজে গুরুজনে
হেরি লাজে সীতা স্কুচিয়া ।
সখিগণে করে বিলোকন
রঘুবীরে অন্তরে আনিয়া ॥

হেরি রামরূপ, সীতা সৌন্দর্য অশেষ ।
নরনারীগণ পরিহরিয়া নিমেষ ॥
সবে চিন্তে মনে কিন্তু সঙ্কোচে কহিতে ।
বিধিরে বিনয়ে মনে লাগিল যাচিতে ॥

হে বিধি! জনক মোহ দূরি স্বরা অতি ।
আমাদের মত তারে দাও গো স্নমতি ॥
বিনা বিচারেতে, পণ ত্যজি নরনাথ ।
সীতারে করুক বিবাহিত রামসাথ ॥

জগৎ কহিবে ভাল—ইচ্ছা সবে করে ।
জিদ্ যদি ধরে, ফলে দহিবে অন্তরে ॥
এই লালসায় মগ্ন রয় সর্বজন ।
শ্রামল বরটী জানকীর যোগ্য হ'ন ॥

হরধনুভ

হিন্দী

তব বন্দীজন জনক বোলায়ে ।
বিরদাবলী কহত চলি আয়ে ॥
কহ নৃপ জাই কহহ পণ মোরা ।
চলে ভাট হিয় হরষ ন থোরা ॥

বোলে বন্দী বচনবর
সুনহ সকল মহীপাল ।
পন্থ বিদেহ কর কহহি”
হম ভুজা উঠাই বিশাল ॥

নৃপ ভুজ বলু বিধু শিবধনু রাহু ।
গরুঅ কঠোর বিদিত সব কাহু ॥
রাবন বান মহাভট ভারে ।
দেখি শরাসন গবহি” সিধারে ।

সোই পুরারি কোদণ্ড কঠোরা ।
রাজসমাজ আজু জেই তোরা ॥
ত্রিভুবন জয় সমেত বৈদেহী ।
বিনহি” বিচার বরই হঠা তেহী ॥

সুনি পণ সকল ভূপ অভিলাষে ।
ভট মানি অতিশয় মন মাষে ॥
পরিকর বাধি উঠে অকুলাই ।
চলে ইষ্টদেবনহ শিরু নাই ॥

বাঙ্গলা

তবে বন্দীজনগণে জনক ডাকান ।
আসে তারা করিতে করিতে যশোগান ॥
কহে নৃপ ‘কহ গিয়া আমার সে পণ ।’
চলে ভাট অন্তরেতে হর্ষ বিলক্ষণ ॥

বলে বন্দীগণ স্ববচন
“শুনহে সকল মহীপাল ।
বিদেহ রাজের কহি পণ
উঠাইয়া ভুজ সুবিশাল ॥

রাহু শিবধনু, বিধু-নৃপভুজবল ।
গুরুভার সূকঠোর বিদিত সকল ॥
রাবণ ও বাণ সম মহা যোদ্ধগণ ।
দেখি শরাসন সবে ফিরিল ভবন ।

পুরারির সেই সূকঠোর শরাসন ।
যে রাজসমাজে আজ করিবে ভঞ্জন ॥
ত্রিভুবন জয় সহ বিদেহ কোঙরী ।
বরিবে নিশ্চয় তারে বিচার না করি ॥

শুনি পণ অভিলাষে সকল ভূপতি ।
বীৰ্য্যাভিমानीগণ উত্তেজিত অতি ॥
আকুল হইয়া উঠে বাধি পরিকর ।
ইষ্টদেবে নমি শির হয় অগ্রসর ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

তমকি তাকি তকি শিবধনু ধরহী
উঠই ন কোটি ভাঁতি বল করহী
জিন্হ কে কছু বিচার মন মাহী
চাপসমীপ মহীপ ন জাহী ॥

মদগর্বে দেখি গুনি শিবধনু ধরে ।
উঠিল না বিবিধ উপায়ে বল ক'রে ॥
যাহাদের মনে কিছু ছিল বিবেচন ।
ধনুপাশে নাহি যায় সে সব রাজন ॥

তমকি ধরহিঁ ধনু মূঢ় নৃপ
উঠই ন চলহিঁ লজাই ।
মনহঁ পাই ভট-বাহ-বল
অধিক অধিক গুরুআই ॥

গর্বে ধরে ধনু মূঢ় নৃপ
না উঠিতে ফিরে লাজভর ।
বুঝি পেয়ে ষোদ্ধ-বাহবল
ধনু আরো হয় গুরুতর ॥

ভূপ সহস দশ একহিঁ বারা ।
লগে উঠাবন টরই ন টারা ॥
ডগই ন শঙ্কুশরাসন কৈসে ।
কামীবচন সতীমন জৈসে ॥

ভূপতি সহস্র দশ মিলি একবারে ।
উঠাইতে গেল কিন্তু টলাইতে নারে ॥
তেমতি অটল রহে শঙ্কুশরাসন ।
কামীর বচনে যথা সতীনারী-মন ॥

সব নৃপ ভয়ে যোগ উপহাসী ।
জৈসে বিনু বিরাগ সন্তাসী ॥
কীরতি বিজয় বীরতা ভারী ।
চলে চাপকর সরবস হারি ॥

উপহাস যোগ্য হয় নৃপেরা তেমতি ।
বৈরাগ্য-বিহীন হয় সন্ন্যাসী যেমতি ॥
কীরতি বিজয় আর বীরপনা ভারী ।
চলি গেল ধনুপাশে সরবস হারি ॥

শ্রীহত ভয়ে হারি হিয় রাজা ।
বৈঠে নিজ নিজ জাই সমাজা ॥
নৃপনহ বিলোকি জনক অকুলানে ।
বোলে বচন রোষ জন্ম সানে ॥

শ্রীহত হইয়া ভূপ হারিয়া অন্তরে ।
বসে গিয়া নিজ নিজ সমাজ ভিতরে ॥
নৃপগণে হেরিয়া জনক আকুলিত ।
বলেন বচন সব রোষ-বিজড়িত—

হিন্দী

বাঙ্গলা

দ্বীপ দ্বীপ কে ভূপতি নানা ।
 আয়ে স্ননি হম জো পন ঠানা ॥
 দেব দমুজ ধরি মমুজশরীরা ।
 বিপুলবীর আয়ে রণধীরা ॥

কুঅঁরি মনোহর বিজয় বড়ি
 কীরতি অতি কমনীয় ।
 পাবনিহার বিরঞ্চি জমু
 রচেউ ন ধনুদমনীয় ॥

কহহ কাহি য়হ লাভ ন ভাৰা ।
 কাহু ন শঙ্করচাপ চঢ়াৰা ॥
 রহউ চঢ়াউব তোরব ভাঙ্গি ।
 তিল ভরি ভূমি ন সকে ছুড়াঙ্গি ।

অব জনি কোউ মাখই ভট মানী ।
 বীরবিহীন মহী মৈঁ জানি ।
 তজ্জহ আশ নিজ নিজ গৃহ জাহু ।
 লিখা ন বিধি বৈদেহীবিবাহ ॥

স্নকৃত জাই জোঁ পন পরিহরউঁ ।
 কুঅঁরি কুঅঁরি রহউ কা করউঁ ॥
 জোঁ জনতেউঁ বিমু ভট ভুই ভাঙ্গি ।
 তোঁ পণ করি হোতেউঁ ম হঁসান্দি ॥

“দ্বীপ দ্বীপ হ’তে সব নরপতিগণ ।
 সমাগত শুনি আমি করেছি যে পণ ॥
 দেবতা দমুজ ধরি মমুজ-শরীর ।
 এসেছে বিপুল বীর সবে রণধীর ॥

রম্যা বাল্য, বিপুল বিজয়
 আর কীৰ্ত্তি অতি বিমোহন ।
 লভিবারে ধনুভাঙ্গি কারে
 বুঝি ব্রহ্মা করেনি স্বজন ॥

কহ কারে এই লাভ শ্রেয় না লাগিল ।
 শিবের ধনুতে কেন জ্যা না আরোপিল ?
 থাক ভাই জ্যারোপন অথবা ভঞ্জন ।
 তিলমাত্র ভূমি হ’তে নৈল উত্তোলন !

কেহ যেন নাহি রহে বীরত্বাভিমानी ।
 বুঝিলাম বীরশূণ্য হ’য়েছে যেদিনী ॥
 তেয়াগিয়া আশা নিজ নিজ গৃহে যাহ ।
 বিধাতা লিখেন নাই বৈদেহী-বিবাহ ।

স্নকৃতি যাইবে কৈলে পণ পরিহার ।
 কুমারী রহিবে কত্যা, কি করিব আর ?
 যদি জানিতাম বীরশূণ্য এ ভুবন ।
 না হ’তাম হস্তাপ্পদ করিয়া এ পণ ॥”

হিন্দী

বাঙ্গলা

জনকবচন স্ননি সব নয়নারী ।
দেখি জানকিহি ভয়ে দুখারী ॥
মাথে লষণ কুটিল ভই ভোঁই
রদপুট ফরকত নয়ন রিসোঁই

জনক বচন শুনি নয়নারীগণ ।
জানকীরে দেখি হয় দুঃখে নিমগন ॥
কুটিল ক্রভঙ্গি করে ক্রুধিয়া লক্ষণ ।
ওষ্ঠপুট বিকম্পিত, কুপিত নয়ন ॥

কহি ন সকত রঘুবীর ডর
লগে বচন জল্প বাণ ।
নাই রাম-পদকমল শির
বোলে গিরা প্রমাণ ॥

কহিবারে নারে রাম-ডরে
বচন লাগিছে যেন বাণ ।
রাম-পাদপদ্মে নমি শির
কহে বাক্য যেমতি প্রমাণ ॥

রঘুবংশিনহ মই জই কোউ হোঁজি ।
তেহি সমাজ অস কহই ন কোঁজি ।
কহী জনক জসি অনুচিত বানী ।
বিগ্ধমান রঘুকুলমণি জানি ॥

রঘুবংশীয় মাঝে যথা কেহ রহে ।
সে সমাজে এইরূপ কেহ নাহি কহে ॥
জনক যেরূপ কহে অনুচিত বাণী ।
বিগ্ধমান রঘুকুলমণি হেথা জানি ॥

স্ননহু ভান্নকুলপঙ্কজভানু ।
কহউ স্তভাব ন কহু অভিমানু ॥
জোঁ তুম্‌হার অনুশাসন পাৰউ ।
কন্দুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাৰউ ॥

সূর্য্যকুল-পদ্ম-রবি ! কর অবধান ।
কহি স্বাভাবিক মাত্র—বিনা অভিমান ॥
যতপি আপনার অনুমতি পাই ।
কন্দুকসম এই ব্রহ্মাণ্ড উঠাই ॥

কাঁচে ঘট জিমি ডারউ ফোরী ।
সকউ মেরু মূলক ইব তোরী ॥
তব প্রতাপমহিমা ভগবানা ।
কা বাপুরো পিণাক পুরাণা ॥

কাচের ঘটের মত ফেলিব চুরিয়া ।
পারি মেরু মূল্যসম ফেলিতে ভাঙ্গিয়া ॥
তব প্রতাপের মহিমায় ভগবান ।
কোথা লাগে তুচ্ছ এই পিণাক পুরাণ ?

হিন্দী

বাঙ্গলা

নাথ জানি অস আয়স্ন হোউ ।
কৌতুক করউ বিলোকিয় সৌউ
কমলনাথ জিমি চাপ চড়াউ ।
যোজন শত প্রমাণ লে

হে নাথ অনুজ্ঞা দাও, জানিয়া এমন ।
কৌতুক করিব আমি, কর বিলোকন ।
মৃণালের সম চাপে গুণ চড়াইব ।
শতেক যোজনাবধি লইয়া ধাইব ॥

তোরউ ছত্রক দণ্ড জিমি,
তব প্রতাপ বল নাথ ।
জোঁ ন করউ প্রভুপদ শপথ
কর ন ধরউ ধনু ভাথ ॥

ভাঙ্গিব ছত্রক দণ্ড সম,
তোমার প্রতাপ-বলে নাথ ।
নারিলে শপথ প্রভুপদে,
না দিব ধনুক তুণে হাত ॥

লষণ সকোপ বচন জব বোলে ।
ডগমগানি মহি দিগ গুজ ডোলে ।
সকল লোক সব ভূপ ডেরানে ।
সিয়হিয় হরষ জনক সকুচানে ॥

সকোপ বচন যবে লক্ষণ বলিল ।
ধরিত্রী কম্পিত হয়—দিগ গুজ ছলিল ।
সর্বলোক ও সকল নৃপতি ডরিল ।
হরষিতা জানকী জনক সঙ্কুচিল ॥

গুরু রঘুপতি সব মুনি মন মাহী ।
মুদিত ভয়ে পুনি পুনি পুলকাহী ॥
সয়নহিঁ রঘুপতি লষণ নিবারে ।
প্রেমসমেত নিকট বৈঠারে ॥

গুরু, রঘুপতি, সব মুনিরা অন্তরে ।
প্রমুদিত—পুনঃ পুনঃ পুলক সঞ্চারে ॥
ইঙ্গিতে রঘুপতি লক্ষণে নিবারে ।
নিকটেতে বসাইল প্রেম সহকারে ॥

বিশ্বামিত্র সময় শুভ জানি ।
বোলে অতি সনেহ ময় বাণী ॥
উঠহ রাম ভঞ্জহ ভবচাপা ।
মেটহ তাত জনক পরিতাপা ॥

বিশ্বামিত্র মুনি তবে শুভ কাল জানি ।
বলিলেন অতিশয় স্নেহময় বাণী ॥
উঠহ হে রাম ! ভঞ্জহ ভবচাপ ।
মিটাও হে বৎস জনকের পরিতাপ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সুনি গুরুচরন চরণ শির নাবা ।
হরষু বিযাহ ন কছু উর আবা ॥
ঠাঢ় ভয়ে উঠি সহজ স্ভায়ে ।
ঠবনি যুবা মৃগরাজ লজায়ে ॥

গুনি গুরুবাক্য পদে শিরনত করে ।
হর্ষ বিবাদ কিছু না হয় অন্তরে ॥
উঠি দাঁড়াইল তবে সহজ স্ভায়ে ।
যুবা মৃগরাজে লজ্জা দিয় হাবভাবে ॥

উদিত উদয় গিরি মঞ্চ পর
রঘুবর বালপতঙ্গ ।
বিকসে সন্তসরোজ সব
হরষে লোচনভঙ্গ ॥

উদিত উদয়গিরি-মঞ্চে
রঘুবর বাল দিবাকর ।
বিকশে সাধু-সরোজ সব
হরষিত লোচন-ভ্রমর ॥

নৃপন্থ কেরি আশা-নিশি নাসী ।
বচন নখত অবলী ন প্রকাশী ॥
মানী মহিপকুমুদ স্কুচানে ।
কপটী ভূপ উলুক লুকানে ॥

নৃপতিগণের আশা-নিশি হ'ল নাশ ।
বাক্যরূপ তারাদল হয় অপ্রকাশ ॥
মানী মহীপ-কুমুদ হ'ল সঙ্কুচিত ।
কপটী ভূপ-পেচক হয় লুকায়িত ॥

ভয়ে বিশোক কোক মুনি দেবা ।
বরষহিঁ স্মন জনাবহিঁ সেবা ॥
গুরুপদ বন্দি সহিত অনুরাগা ।
রাম মুনিমুহ সন আয়স্ন মাঁগা ॥

শোকহীন কোক-রূপী মুনিদেবগণ ।
সেবা জানাইল করি পুষ্প বরিষণ ॥
গুরুচরণ বন্দন করি অনুরাগে ।
রাম মুনিমুহের অন্তর্মতি মাগে ॥

সহজহি চলে সকল জগস্বামী ।
মত্ত মঞ্জুবর কুঞ্জর গামী ॥
চলত রাম সব পুরনরনারী ।
পুলক পুরী তন ভয়ে স্খারী ॥

সহজে চলেন সর্ব জগতের স্বামী ।
প্রমত্ত মঞ্জু বরকুঞ্জর গামী ॥
রামের গমনে পুরনরনারীচয় ।
পুলকে পুরিত তনু স্খাষিত হয় ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

বন্দি পিতর সব স্কৃত সঁভারে ।
জৌ কছু পুণ্য প্রভাব হমারে ॥
ভৌ শিবধনু মৃণাল কী নাজি ।
তোরহিঁ রামু গণেশ গোসাই ॥

রামহিঁ প্রেম সমেত লখি
সখিনহু সমীপ বোলাই ।
সীতামাতু সনেহবস
বচন কহহি বিলখাই ॥

সখি সব কৌতুক দেখনিহারে ।
জেউ কহাবত হিতু হমারে ॥
কোউ ন বুঝাই কহই নূপ পাহীঁ ।
এ বালক অস হঠ ভল নাইঁ ॥

রাবণ বাণ ছুআ নহিঁ চাপা ।
হারে সকল ভূপ করি দাপা ॥
সো ধনু রাজ কুজর কর দেহীঁ ।
বালমরাল কি মন্দর লেহীঁ ॥

ভূপসয়ানপ সকল সিরানী ।
সখি বিধিগতি কহি জাতি ন জানী ॥
বোলী চতুর সখী মুহু বাণী ।
তেজবন্ত লঘু গণিয় ন রাঙ্গী ॥

বন্দি পিতৃগণে, স্মরে স্কৃতি সকল ।
“যদি থাকে আমাদের কিছু পুণ্য ফল ॥
তবে এই শিবধনু মৃণাল যেমতি ।
ভাঙ্গিবেন রামচন্দ্র—প্রভু গণপতি !”

রামে প্রেমভরে নিরখিয়া
সখিগণে সমীপে আহ্বানি ।
জানকী-জননী স্নেহবশে
কহিলেন হৃৎপূর্ণ বাণী ॥

“অয়ি সখি ! সকলেই কৌতুক দেখয় ।
যারা মোর হিতাকাঙ্ক্ষী দেয় পরিচয় ॥
কেহ নাহি নৃপতিরে বুঝাইয়া কয় ।
বালক এ, হেন জিদ করা ভাল নয় ॥

রাবণ ও বাণ নাহি স্পর্শে শরাসন ।
দর্প করি হারি গেল যত ভূপগণ ॥
সেই ধনু দেন রাজকুমারের করে !
তরুণ মরাল কিগো মন্দর ধরে ?

ভূপতির বুদ্ধিমত্তা শেষ হ'ল সব ।
সখি ! বিধিগতি নাহি হয় অনুভব ॥”
বলিলা চতুরা এক সখী মুহুবাণী ।
“তেজবন্তে লঘু বলি না গণিও রাণি ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

কহঁ কুন্তজ কহঁ সিদ্ধ অপারা ।
সোখেউ স্ন্যস সকল সংসারা
রবিমণ্ডল দেখহ লঘু লাগা ।
উদয় তাসু ত্রিভুবন তম ভাগা ॥

মস্ত্র পরমলঘু জাসু বশ
বিধি হরিহর সুর সর্ব ।
মহা মন্ত গজরাজকহঁ
বস কর অঙ্কুশ খর্ব ॥

কাম কুসুমধনুশায়ক লীনহে ।
সকল ভুবন অপনে বস কীনহে ॥
দেবি তজিয় সংশয় অস জানৌ ।
ভঞ্জব ধনুধু রাম স্নু রানী ॥

সখীবচন স্ননি ভই পরতীতী ।
মিটা বিবাদ বটী অতিপ্রীতী ॥
তব রামহিঁ বিলোকি বৈদেহী ।
সভয় হৃদয় বিনবতি জেহি তেহী ॥

মনহীঁ মন মনাৰ অকুলানী ।
হোউ প্রসন্ন মহেশ ভবানী ॥
করহ সফল আপন সেবকার্জ ।
করি হিত হরহ চাপগুরুআর্জ ॥

কোথায় অগন্ত্য, কোথা সমুদ্র অপার ।
শুধিয়া স্ন্যশে ভরে সকল সংসার ॥
রবিমণ্ডল দেখ লঘু মনে হয় ।
উদয়ে তাহার বিশ্ব-তম দূর হয়

মস্ত্র লঘু অতি, করে বশ
সর্ব সুরে—বিধি হরিহরে ।
কোথা মহামন্ত গজরাজ
ক্ষুদ্র অঙ্কুশেতে বশ করে ॥

কাম ফুলধনুর্বান করিয়া গ্রহণ ।
সারা বিশ্ব বশীভূত করিল আপন ॥
দেবি ! ত্যজ সংশয় এইরূপ জানি ।
ধনু-ভঙ্গ করিবেন রাম, শুন রাণি ॥”

সখীর বচন শুনি হইল প্রতীতি ।
মিটিল বিবাদ, বাড়ে অতিশয় প্রীতি ॥
তবে রামে বিলোকিয়া বিদেহ-কুমারী ।
সভয় হৃদয়ে করে বিনতি সবারি ॥

মনে মনে মানিলেন ব্যাকুল হইয়া ।
হওহে প্রসন্ন মহেশ্বর ভবপ্রিয়া ॥
করহ সফল সব সেবা দৌহাকার ।
করি হিত হরি লও চাপগুরুভার ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

গণনায়ক বরদায়ক দেবা ।
আজু লগে কীনহেউ তব সেবা
বার বার স্ননি বিনতী মোরী ।
করহ চাপগুরুতা অতি থোরী ॥

হে গণনায়ক দেব বর দানকারী ।
অতীবধি আমি সেবা ক'রেছি তোমারি ॥
বার বার অনুনয় শুনিয়া আমার ।
অতি লঘু করি দাও চাপ-গুরুভার

দেখি দেখি রঘুবীর তন
স্বর মানব ধরি ধীর ।
ভরে বিলোচন প্রেমজল
পুলকাবলী শরীর ॥

দেখি দেখি রঘুবীর-তনু
দেবতা মানয় হ'য়ে ধীর
প্রেমজলে লোচন ভরিল
পুলকিত হইল শরীর ।

নীকে নিরখি নয়ন ভরি শোভা ।
পিতৃপন্থ স্মিরি বহরি মন ছোভা ॥
অহহ তাত দারুণ হঠ ঠানী ।
সমুঝত নহিঁ কছু লাভ ন হানী ॥

ভালরূপে নিরখেন শোভা আঁখি ভরি ।
মনে বহু ক্ষোভ পুন পিতৃপণ স্মরি ॥
হায় ! তাত কৈল পণ নিদারুণ অতি ।
বুঝিয়া না দেখি কিছু লাভ আর ক্ষতি ॥

সচিব সভয় সিং দেই ন কোই ।
বুধসমাজ বড় অনুচিত হোই ॥
কই ধনু কুলিশ চাহি কঠোরা ।
কই শ্রামল মৃদুগাত কিশোরা ॥

শিক্ষা নাহি দেয় সব সচিব সভয় ।
পণ্ডিত সমাজে বড় অনুচিত হয় ॥
কোথা ধনু কুলিশ অপেক্ষা কঠোর
কোথায় শ্রামল মৃদুগাত কিশোর !

বিধি কেহি ভাঁতি ধরউ উর ধীরা ।
সিরিস স্তম্বন কন বেধিয় হীরা ॥
সকল সভা কৈ মতি ভই ভোরী ।
অব মোহি শঙ্কু চাপ গতি তোরী ॥

হে বিধি কেমনে ধৈর্য্য ধরিব হিয়ায় ।
সিরিস-কুস্তম্ব-কণা বিধে কি হীরায় ?
সভাস্থ সকলেরই লব্ধ হল মতি ।
হরধনু এক্ষণে তুমি মোর গতি ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

নিজ জড়তা লোগন্থ পর ভারী ।
হোছ হরুঅ রঘুপতিহি নিহারী ॥
অতি পরিতাপ সীয়মন মাহী ।
লবনিমেষ জুগসম চলি জাহী ॥

নিজ ভার নিক্ষেপিয়া জনগণ প্রতি ।
লঘু হও নিরীক্ষণ করি রঘুপতি ॥
অতি পরিতাপপূর্ণ হয় সীতা-চিত ।
নিমেষ মাত্রও যুগসম অল্পমিত ॥

প্রভুহি চিতই পুনি চিতই মহি
রাজত লোচন লোল ।
খেলত মনসিজু মীন জুগ
জন্ম বিধুমণ্ডল ডোল ॥

হেরি প্রভু, পুন হেরে মহী
চঞ্চল নয়ন শোভা পায় ।
খেলে কাম-মীনযুগ যেন
চন্দ্রমামণ্ডল দোলায় ॥

গিরাঅলিনি মুখপঙ্কজ রোকী ।
প্রগট ন লাজনিশা অবলোকী ॥
লোচনজলু রহ লোচনকোণা ।
জৈসে পরম রূপণ কর সোণা ॥

বাক্য-অলি বদন-পঙ্কজে রুদ্ধ রয় ।
লজ্জা-নিশা নিরখিয়া নাহি বাহিরয় ॥
নয়নের বারি রহে কোণে নয়নের ।
স্বর্ণ যথা রহে করে মহা রূপণের ॥

সকুচী ব্যাকুলতা বড়ি জানী ।
ধরি ধীরজ প্রতীতি উর আনী ॥
তন মন বচন মোর পন্থ সাচা ।
রঘুপতি-পদসরোজ চিতু রাচা ॥

অতি ব্যাকুলতা বুঝি, সঙ্কুচিত হ'য়ে ।
ধৈর্য ধরিয়া আনে প্রতীতি হৃদয়ে ॥
কায়মনোবাক্যে যদি সত্য মোর পণ ।
রঘুপতি চরণ-সরোজে রহে মন ॥

ভৌ ভগবান সকল উরবাসী ।
করিহিঁ মোহি রঘুবর কৈ দাসী ॥
জেহি কে জেহি পর সত্য সনেহু ।
সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহু ॥

তবে ভগবান সর্ব হৃদয়নিবাসী ।
করিবেন-ই আমারে রঘুবর-দাসী ॥
যাহার যাহার পরে প্রকৃত সনেহ ।
তার সনে মিলিবে সে নাহিক সন্দেহ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

প্রভুতন চিত্তই প্রেমপণ ঠানা ।
 কুপানিধান রাম সব জানা ॥
 সিয়হি বিলোকি তকেউ ধনু কৈসে ।
 চিতব গরুড় লঘু ব্যালহি জৈসে ॥

প্রভু পানে চাহি সীতা করে প্রেমপণ ।
 কুপার নিধান রাম সব জ্ঞাত হ'ন ॥
 সীতারে বিলোকি ধনু হেরয়ে কেমনি
 হেরয়ে গরুড় ক্ষুদ্র সর্পেরে যেমনি ॥

লমণ লখেউ রঘুবংশমণি
 তাকেউ হরকোদণ্ড ।
 পুলকি গাত বোলে বচন
 চরণ টাপি ব্রহ্মণ্ড ॥

লক্ষণ হেরি রঘুবংশমণি
 নিরখেন হরের কোদণ্ড ।
 পুলকিত দেহে কহে বাণী
 চরণেতে চাপিয়া ব্রহ্মাণ্ড ॥

দিশিকুঞ্জরহ কমঠ অহি কোলা ।
 ধরহ ধরণি ধরি ধীর ন ডোলা ॥
 রাম চহিঁ শঙ্করধনু তোরা ।
 হোহ সজগ স্থনি আয়সু মোরা ॥

“দিগ্গজ কুর্ম নাগ বরাহ সকলে ।
 ধর ধরা ধৈর্য ধরি যেন নাহি দোলে ।
 শ্রীরাম ভাঙ্গিতে চান হরধনু খান ।
 আমার আদেশ শুনি হও সাবধান ॥

চাপসমীপ রাম জব আয়ে ।
 নরনারিনহ সুর স্ক্রুত মনায়ে ॥

ধনুর সমীপে রাম যখন আসিল ।
 নরনারীগণ দেবে স্ক্রুতি মানিল ॥

সবকর সংশয় অরু অজ্ঞানু ।
 মন্দমহীপনহ কর অভিমানু ॥
 ভূগুপতি কেরি গরবগরুআর্জি ।
 সুর মুনিবরনহকেরি কদরার্জি ॥
 সিয় কর সোচ জনকপছিতাবা ।
 রাগিনহ কর দারুণ দুখ দাবা ॥

সবাকার সন্দেহ আর অজ্ঞান ।
 মন্দ মহীপতিদের যত অভিমান ॥
 গর্ভ বড়াই যত পরশুরামের ।
 কাতরতা চিন্তে সুরমুনিগণের ॥
 জানকীর শোক, জনকের পরিতাপ ।
 যতেক রাগীর নিদারুণ দুঃখ দাব ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

শম্ভুচাপ বড় বোহিত পাঈ ।
চড়ে জাই সব সঙ্গ বনাঈ ॥
রামবাহু বল সিদ্ধ অপার ।
চহত পার নহিঁ কোউ কনহার ॥

হরধনুরূপ বড় জাহাজ পাইয়া ।
সকলেতে একসঙ্গে চড়িল যাইয়া ॥
রাম-বাহুবল কিন্তু সমুদ্র অপার ।
পার হ'তে চায় নাহি কোন কর্ণধার ॥

রাম বিলোকে লোগ সব
চিত্রলিখে সে দেখি ।
চিতঈ সীয় রূপায়তন
জানী বিকল বিশেষী ॥

রাম বিলোকিল লোক সবে
যেন তারা চিত্রেতে লিখিত ।
নেহারে সীতারে রূপাধার
বিশেষ বিকল জানি চিত ॥

দেখী বিপুল বিকল বৈদেহী ।
নিমিষ বিহাত কলপসম তেহী ॥
ভূষিত বারি বিনু জো তনু ত্যাগা ।
মুয়ে করই কা সুধাতড়াগা ॥

নিরখিয়া বৈদেহীয়ে অতীব ব্যাকুল ।
নিমেষ যাপন তাঁর কলসমতুল ॥
ভূষাচিত বারি বিনা যেই তনুত্যাগে ।
মরণাস্তে করিবে কি সুধার তড়াগে ?

কা বরষা জব কৃষি স্থানে ।
সময় চুকে পুনি কা পছিতানে ॥
অস জিয় জানি জানকী দেখী ।
প্রভু পুলকে লখি প্রীতি বিশেষী ॥

বর্ষায় কি কাজ যবে কৃষি শুরু হয় ।
কাল গতে অনুতাপে কিবা ফলোদয় ?
অস্তরে এরূপ ভাবি জানকীরে দেখে ।
বিশেষ পীরিতি দেখি পরভু পুলকে ॥

গুরুহিঁ প্রণাম মনহিঁ মন কীনহা ।
অভিলাষব উঠাই ধনু লীনহা ॥
দমকেউ দামিনি জিমি জব লয়উ ।
পুনি নভ ধনু মণ্ডল সম ভয়উ ॥

শ্রীগুরুরে মনে মনে প্রণাম করিয়া ।
অতি লঘুভাবে ধনু ল'ন উঠাইয়া ॥
যখন উঠান যেন দামিনী বিকাশে ।
পুন ইন্দ্রধনুসম হইল আকাশে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

লেত চঢ়াবত খৈঞ্চত গাঢ়ে ।
কাছ ন লখা দেখ সব ঠাঢ়ে ॥
তেহি ছন রাম মধ্য ধনু তোরা ।
ভরেউ ভুবন ধ্বনি ঘোর কঠোরা ॥

ধনু নিল, গুণ দিল, দিল জোরে টান ।
কেহ না দেখিল—হেরে সবে দণ্ড'মান ॥
সেই ক্ষণে রাম মধ্য ধনুক ভাঙ্গিল ।
শব্দে কঠোর ঘোর ভুবন ভরিল ॥

ভরে ভুবন ঘোর কঠোর রব
রবিবাজী তজি মারগু চলে ।
চিকরহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি
অহি কোল কুরম কলমলে ॥

ভরে বিশ্ব ঘোর তীব্র রবে
সূর্য-অশ্ব মার্গ ত্যজি চলে ।
দোলে মহী—গরজে দিগ্‌গজ
নাগ, কুর্শ, বরাহ সকলে ॥

সুরাসুর মুনিকর কান দৌনুহে
সকল বিকল বিচারহী' ।
কোদণ্ড খণ্ডেউ রাম
তুলসী জয়তি বচন উচারহী' ॥

সুরাসুর মুনিগণ সবে
কর্ণে হস্ত—বিকল বিচারে ।
ধনুর্ভঙ্গ করিলেন রাম
জয়ধ্বনি তুলসী উচ্চারে ॥

শঙ্করচাপ জাহাজ
সাগর রঘুবর বাহুবল
বুড় সো সকল সমাজ চড়ে
জো প্রথমহিঁ মোহবশ ॥

শঙ্করের ধনুক জাহাজ
সাগর রাঘব-বাহুবল ।
পূর্বে যারা চড়ে মোহবশে
মগ্ন হয় সেই সর্বদল ॥

প্রভু দোউ চাপখণ্ড মহি ডারে ।
দেখি লোগ সব ভয়ে স্থথারে ।
কৌশিকরূপ পয়োনিধি পাবন ।
প্রেমবারি অবগাহ স্তম্ভবন ॥

প্রভু ধনুখণ্ড ছটা করে ভূপাতিত ।
দেখিয়া সকল লোক হয় আনন্দিত ॥
বিশ্বামিত্র যেন পয়োনিধি স্থপাবন ।
তঁার প্রেমবারি স্তম্ভভীর স্তম্ভোভন ॥

হিন্দী

বাজলা

রামরূপ রাকেশ নিহারী ।
বড়ত বাঁচি পুলকাবলি ভারী ॥
বাজে নভ গহগহে নিসানা ।
দেববধু নাচহিঁ করি গানা ॥

রামরূপ পূর্ণচন্দ্র করি নিরীক্ষণ ।
পুলক-তরঙ্গমালা হইল বর্দ্ধন ॥
অন্তরীক্ষে হৃন্দুভি বাজয়ে সঘন ।
গান করি নৃত্য করে দেববধুগণ ॥

ব্রহ্মাদিক সুর সিদ্ধ মুনীশ ।
প্রভুহিঁ প্রশংসহিঁ দেহিঁ অশীসা ॥
বরষহিঁ স্মমন রঙ্গ বহু মালা ।
গাবহিঁ কিন্নর গীত রসাল ॥

ব্রহ্মা আদি সুর আর সিদ্ধ মুনীশ ।
প্রভুর প্রশংসা করি দানিল আশিস
বরষণ করে বহু রঙ্গ ফুলমাল ।
গাহিল কিন্নরগণ সঙ্গীত রসাল ॥

রহী ভুবন ভরি জয় জয় বানী ।
ধনুযভঙ্গধ্বনি জাত ন জানী ॥
মুদিত কহহিঁ জই তই নরনারী ।
ভঞ্জেউ রাম শঙ্কুধনু ভারী ॥

ভুবন ভরিয়া রয় জয় জয় বাণী ।
শুনা নাহি যায় তাহে ধনুর্ভঙ্গধ্বনি ॥
আনন্দিত কহে যথা তথা নরনারী ।
রামচন্দ্র ভাঙ্গিলেন হরধনু ভারী ॥

বন্দী মাগধ স্মৃতগণ
বিরদ বদহিঁ মতিধীর ।
করহিঁ নিছাবরি লোগ সব
হয় গয় মণি ধন চীর ॥

সুধীর মাগধ বন্দী স্মৃত
সবে মিলি করে যশোগান ।
সর্বলোক অশ্ব গজ আদি
ধনরত্ন বস্ত্র করে দান ॥

কাঁঝি মৃদঙ্গ শঙ্খ সহনাজি ।
ভেরি ঢোল হৃন্দুভী সুহাজি ॥
বাজহিঁ বহু বাজনে সুহায়ে ।
জই তই যুবতিনহু মঙ্গল গায়ে ॥

কাঁঝির মৃদঙ্গ শঙ্খ সানাই নিকরে ।
ভেরী ঢোল হৃন্দুভি কিবা শোভা ধরে !
বাজিছে বাজনা বহু পরম সুন্দর ।
যথা তথা যুবতীরা গাহে শুভকর ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সখিন୍‌হ সহিত হরସୀଁ সব রাণୀ ।
 সুখত ধାନ୍‌ পରା জন্‌ পানী ॥
 জনক লহେউ সুখ শୋচ বিହାଜି ।
 পৈরତ থকে থା‌হ জন্‌ পাଞ୍‌ ॥

শ୍ରী‌ହ‌ତ ভ‌য়ে ভୂ‌ପ ଧନ୍‌ ଟୁଟେ ।
 ଜ‌ୟ‌ସେ ଦି‌ବ‌ସ ଦୀ‌ପ‌ଛ‌ବି ଛୁଟେ ॥
 ସ‌ୌ‌ମ‌ସୁ‌ଖ‌ହିଁ ବ‌ର‌ନି‌ୟ କେ‌ହି ଭାଁ‌ତି ।
 ଜ‌ନ୍‌ ଚା‌ତ‌କୀ ପା‌ହି ଜ‌ଲୁ‌ସ‌ା‌ତୀ ॥
 ରା‌ମ‌ହି ଲ‌ସ‌ନ୍‌ ବି‌ଲୋ‌କ‌ତ କ‌ୈ‌ସେ ।
 ଶ‌ଶି‌ହି ଚ‌କୋ‌ର‌କି‌ଶୋ‌ରେ‌କୁ ଜ‌ୈ‌ସେ ॥

ସ‌ଖୀ‌ସ‌ହ ହ‌ର‌ସି‌ତ ହ‌ୟ‌ ସ‌ବ‌ ରା‌ଣୀ ।
 ଶୁ‌ଖ‌ପ୍ରା‌ୟ ଧା‌ତ୍ରେ ସେ‌ନ‌ ପ‌ଢ଼ି‌ସ‌ା‌ଛେ ପା‌ନି ।
 ଜ‌ନ‌କ ଲ‌ଭି‌ଲ‌ ସୁ‌ଖ ଶୋ‌କ ଦୂ‌ରେ ସା‌ୟ ।
 ସ‌ା‌ତା‌ରି‌ସ‌ା‌ ପ୍ରା‌ସ୍ତ ଜ‌ନ‌ ସ‌ଥା‌ ଥ‌ହି‌ ପା‌ୟ ॥

ଧ‌ନ୍‌ଭ‌ର୍ତ୍ତ‌ସେ ଭୂ‌ପ‌ଗ‌ଣ ହ‌ହି‌ଲ‌ ଶ୍ରୀ‌ହୀ‌ନ ।
 ଦି‌ବା‌ଗ‌ମେ ଦୀ‌ପ‌ଶୋ‌ଭା ସେ‌ମ‌ତି ବି‌ଲୀ‌ନ ।
 ସ‌ୌ‌ତା‌ସୁ‌ଖ‌ କି‌ ପ୍ର‌କା‌ରେ କ‌ରି‌ବ‌ ବ‌ର୍ଣ‌ନ ।
 ସ‌୍ବା‌ତୀ‌ଜ‌ଲ‌ ପେ‌ସେ ହ‌ୟ‌ ଚା‌ତ‌କୀ ସେ‌ମ‌ନ ॥
 ଲ‌କ୍ଷ୍ମ‌ଣ ରା‌ମ‌କେ ଦେ‌ଖେ, ହ‌ହା‌ର‌ ଉ‌ପ‌ମା ।
 କି‌ଶୋ‌ର‌ ଚ‌କୋ‌ର‌ ସ‌ଥା‌ ନି‌ର‌ଥେ ଚ‌କ୍ର‌ମା ॥

সীতার স্বয়ংবর

হিন্দী

বাঙ্গলা

সতানন্দ ভব আয়স্ক দীনহা ।
সীতা গমন রাম পছিঁ কীন্হা ॥

সতানন্দ তবে করিলেন আজ্ঞা দান ।
সীতাদেবী রামচন্দ্র নিকটেতে যান ॥

সঙ্গ সখী স্নন্দর চতুর
গাৰহিঁ মঙ্গলচার ।
গবনি বালমরাল গতি
সুখমা অঙ্গ অপার ॥

সঙ্গে সখী স্নন্দরী চতুরা
গান করে মঙ্গল আচার ।
চলয়ে বাল-মরাল-গতি
অঙ্গেতে সুখমা অপার ॥

সখিন্হ মধ্য সিয় সোহতি কৈসী ।
ছবিগণ মধ্য মহাছবি জৈসী ॥
করসরোজ জয়মাল সুহাঙ্গি ।
বিশ্ববিজয় শোভা জহু ছাঙ্গি ॥

সখিগণ মধ্যে সীতা শোভয়ে তেমন ।
বহুছবি মধ্যে মহাছবিটি যেমন ॥
করকমলেতে জয়মালা শোভা পায় ।
বিশ্ববিজয় শোভা যেন তাঁরে ছায় ॥

তন সকোচ মন পরম উছাহু ।
গূঢ়প্রেম লখি পরই ন কাহু ॥
জাই সমীপ রামছবি দেখী ।
রহি জহু কুঁজরি চিত্রঅবরেখী ॥

তনুতে সকোচ—মহা উৎসাহ চিতে ।
গূঢ়প্রেম কেহ নাহি পারে বিলোকিতে ॥
সমীপে যাইয়া রাম-সৌন্দর্য্য নিরখি ।
কুমারী রহিল, যেন চিত্রে রাখে আঁকি ॥

চতুর সখী লখি কথা বুঝাঙ্গি ।
পহিরাবহ জয়মাল সুহাঙ্গি ॥
স্ননত জুগল কর মাল উঠাঙ্গি ।
প্রেমবিবশ পহিরাই ন জাঙ্গি ॥

বিলোকি চতুরা সখী কহে বুঝাইয়া ।
‘স্নন্দর জয়মালা দাও পরাইয়া ॥’
শুনিয়া যুগল করে মালা উঠাইল ।
প্রেমেতে বিবশ হয়ে পরাতে নারিল ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সোহত জম্ম যুগজলজ সনালা ।
 শশিহি সন্তীত দেত জয়মালা ॥
 গাৰহিঁ ছবি অবলোকি সহেলী ।
 সিয় জয়মাল রামউর মেলী ॥

কর ছুটি যেন যুগ্ম কমল সনাল ।
 সভয়ে কুমুদনাথে দেয় জয়মাল ॥
 সখীরা হেরিয়া শোভা গাহিতে লাগিল
 সীতা জয়মাল্য যবে রামবক্ষে দিল ॥

রঘুবরউর জয়মাল দেখি
 দেব বরষহিঁ স্মন ।
 সকুচে সকল ভুআল জম্ম
 বিলোকি রবি কুমুদগণ

রামবক্ষে জয়মাল্য দেখি
 বরষে কুম্ম দেবগণে ।
 সঙ্কুচিত নৃপগণ যথা
 কুমুদিনী রবি দরশনে

পুর অরু ব্যোম বাজনে বাজে ।
 খল ভয়ে মলিন সাধু সব রাজে ॥
 সুর কিন্নর নর নাগ মুনীশ ।
 জয় জয় জয় কহি দেহিঁ অশীসা ॥

নগরে ও অশ্বরে বাজনা বাজিল ।
 মলিন হইল খল, সাধু হরষিল ।
 সুর কিন্নর নর নাগ ও মুনীশ ॥
 জয় জয় কহি সবে দানিল আশিস

নাচহিঁ গাৰহিঁ বিবুধবধুটী ।
 বার বার কুম্মাৰলী ছুটী ॥
 জহঁ তহঁ বিপ্র বেদধুনি করহীঁ ।
 বন্দী বিরদাৰলী উচ্চারণহীঁ ॥

নৃত্য করে গাহে গান দেববধুগণ ।
 বারবার পুষ্পাবলি করি বরষণ ॥
 যাহা তাঁহা বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ ।
 বন্দীগণ কীর্তিগাথা করে উচ্চারণ ॥

মহি পাতাল নাক জম্ম ব্যাপা ।
 রাম বরী সিয় ভঞ্জেউ চাপা ॥
 করহিঁ আরতী পুর নর নারী ।
 দেহীঁ নিছাবরি বিত্ত বিসারী ॥

স্বর্গ মর্ত পাতালেতে সুষম ব্যাপিল ।
 ধনুর্ভঙ্গ করি রাম সীতা বিবাহিল ॥
 করিল আরতি পুর নরনারীগণ ।
 কৈল দান—নিজ বিত্ত হয়ে বিশ্বরণ

হিন্দী

বাঙ্গলা

সোহতি সীয় রাম কৈ জোরী ।
ছবি শৃঙ্গার মনহুঁ এক ঠোরী ॥
সখী কহহৌঁ প্রভুপদ গহু সীতা ।
করত ন চরণপরশ অতিভীতা ॥

সীতারাম দৌহাকার যুগল শোভিল ।
সৌন্দর্যের সনে যেন শৃঙ্গার মিলিল ॥
সখী কহে প্রভুপদ ধর অগ্নি সীতা ।
পদ পরশিতে নারে হয়ে অতি ভীতা ॥

গৌতম তিয় গতি সুরতি করি
নহিঁ পরশতি পগ পাণি ।
মন বিহঁসে রঘুবংশমণি
প্রীতি অলৌকিক জানি ॥

অহল্যার অবস্থা স্মরিয়া
পদস্পর্শ নাহি করে পাণি ।
মনে হাসে রঘুবংশমণি
পীরিতি অলৌকিক জানি ॥

*

*

*

*

অযোধ্যায় নিমন্ত্ৰণ

হিন্দী

বাঙ্গলা

সুখ বিদেহ কর বরণি ন জাঈ ।
জনমদরিদ্র মনহঁ নিধি পাঈ ॥
বিগতত্রাস ভই সীম সুখারী ।
জন্ম বিধু উদয় চকোরকুমারী

জনক কৌনহ কোশিকহি প্রণাম ।
প্রভুপ্রসাদ ধনু ভঞ্জেউ রামা ॥
মোহি কৃতকৃত্য কৌনহ ছহঁ ভাঈ ।
অব জো উচিত সো কহিয় গোসার্দ ॥

কহ মুনি স্ননু নরনাথ প্রবীণ ।
রহা বিবাহ চাপ আধীনা ॥
টুটতহী ধনু ভয়উ বিবাহু ।
স্নর নর নাগ বিদিত সব কাহু ॥

তদপি জাই তুমহ করহ
অব যথা বংশ ব্যবহার ॥
বুঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ গুরু
বেদবিদিত আচার ॥

দূত অবধপুর পঠবহ জাঈ ।
আনহি নৃপ দশরথহি বোলাঈ ॥
মুদিত রাউ কহি ভলেহি কুপালা ।
পঠয়ে দূত বোলি তেহি কালা ॥

জনকের যত সুখ বর্ণন না যায় ।
আজন্ম দরিদ্র যেন সম্পদ পায় ॥
বিগতত্রাস হয় সীতা সুখান্বিতা ।
বিধুর উদয়ে যথা চকোর ছহিতা ।

জনক কোশিকে ক'ন করিয়া প্রণাম ।
প্রভুর প্রসাদে ধনু ভাঙ্গিলেক রাম ॥
মোরে কৃতকৃত্য করিলেন ছই ভাই ।
এক্ষণে যা উচিত তা কহগো গোসাই ॥

কহে মুনি শুন ওহে নৃপতি প্রবীণ ।
বিবাহ আছিল যাত্র ধনুর অধীন ॥
ধনুভঙ্গ যাত্রে হইয়াছে পরিণয় ।
স্নর নর নাগ সবে বিদিত এ হয় ॥

তথাপি এক্ষণে গিয়া তুমি
কর যথা কুল ব্যবহার ॥
বুঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ গুরু
যথা বেদবিহিত আচার ॥

অযোধ্যাপুরীতে দূতে যাইয়া পাঠান ।
দশরথ নৃপতিজের করুন আহ্বান ॥
আনন্দিত রাজা কহে “ভালহে কুপাল”
ডাকিয়া দূতেরে পাঠাইল তৎকাল ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

বহুরি মহাজন সকল বোলায়ে ।
আই সবনুহি সাদর শিরু নায়ে ॥
হাট বাট মন্দির সুরবাসা ।
নগর সবারহ চারিহ পাশা ।

পুন মহাজন সবে ডাকিয়া পাঠায় ।
আসি সবে রহে শ্রদ্ধা-আনত মাধায় ॥
“হাট বাট মন্দির আর দেবালয় ।
নগরের চারিপাশ কর শোভাময় ॥”

* * * *

রচে রুচির বর বন্দনবারে ।
মনহঁ মনোভব ফন্দ সবারে ॥
মঙ্গল কলস অনেক বনায়ে ।
ধ্বজপতাক পট চবর সূহায়ে ॥

রচি দিল মনোহর উত্তম তোরণ ।
যেন ফাঁদ সাজাইয়া রাখিল মদন ॥
মঙ্গল কলস বহুসংখ্যক রচয় ।
ধ্বজা ও পতাকা পট চামর শোভয় ॥

দীপ মনোহর মণিময় নানা ।
জাই ন বরণি বিচিত্র বিতানা ॥
জেহি মণ্ডপ ছলহিনি বৈদেহী ।
সো বরণই অসি মতি কবি কেহী ।

মনোহর দীপ মণিজড়িত নানান ।
বর্ণন না যায় সব বিচিত্র বিতান ॥
যে মণ্ডপে কণ্ঠা নিজে বিদেহকুমারী ।
হেন কবি কে, বর্ণন করিবেক তারি ?

দুলহ রামু রূপ গুণসাগর ।
সো বিতান তিহঁ লোক উজাগর ॥
জনকভবন কৈ শোভা জৈসী ।
গৃহ গৃহ প্রতি পুর দেখিয় তৈসী ॥

যথা বর রাম রূপগুণের সাগর ।
সে বিতান তিন লোক সমুজ্জলকর ॥
জনকের ভবনের শ্রুমা যেমন ।
নগরের প্রতি গৃহ শোভয় তেমন ॥

জেই তিরহুতি তেহি সময় নিহারী ।
তেহি লঘু লাগ ভুবন দশচারী ॥
জো সম্পদা নীচগৃহ সোহা ।
সো বিলোকি সুরনায়ক মোহা ॥

ত্রিহুত সে কালে যেই কৈল নিরীক্ষণ ।
তাহারে লাগিল তুচ্ছ চৌদশ ভুবন ॥
যে সম্পদ নীচগৃহে আছিল শোভিত ।
বিলোকি তা সুরনাথ হয়েন মোহিত ।

হিন্দী

বাঙ্গলা

বসই নগর জেহি লছি
করি কপট নারিবর বেধু।
তেহি পুর কৈ শোভা কহত
সকুচিঁ সারদা শেষু ॥

যে নগরে লক্ষী করে বাস
ধরি বরনারী ছদ্মবেশ।
সে পুরীর শোভা বরণিতে
সঙ্কোচে সারদা নাগশেষ ॥

পছঁচে দূত রামপুর পাবন।
হরষে নগর বিলোকি সুরাহন ॥
ভূপদ্বার তিন্হ খবর জনাঈ।
দশরথ নৃপ সুনি লিয়ে বোলাঈ ॥

রামের পবিত্র পুরে দূত পঁছছিল।
সুশোভন সে নগর হেরি হরষিল ॥
ভূপদ্বারে যাইয়া সে সংবাদ জানায়।
দশরথ নৃপ শুনি তাহারে ডাকায় ॥

করি প্রণাম তিন্হ পাতী দীনহী।
মুদিত মহীপ আপু উঠি লীনহী ॥
বারি বিলোচন বাঁচত পাতী।
পুলক গাত আই ভরি ছাতী ॥

প্রণাম করিয়া দূত পত্রিকাটি দিল।
প্রসন্ন মহীপ নিজে উঠিয়া লইল ॥
লিপিপাঠে যায় নেত্র অশ্রুতে পুরিয়া।
পুলকিত গাত্র, বক্ষ উঠিল ভরিয়া ॥

রাম লষণ উর কর বর চীঠী।
রহি গয়ে কহত ন খাটী মীঠী ॥
পুনি ধরি ধীর পত্রিকা বাঁচী।
হরষী সভা বাত সুনি সাঁচী ॥

হৃদে রাম লক্ষণ, শ্রেষ্ঠপত্র করে।
স্তুত র'ন—ভাল মন্দ বচন না সরে ॥
পুন ধৈর্য্য ধরি পত্র করেন পঠন।
সত্য বার্তা শুনি হৃষ্ট সভাসদগণ ॥

খেলত রহে তহাঁ সূধি পাঈ।
আয়ে ভরত সহিত হিত ভাঈ ॥
পুছত অতিসনেহ সকুচাঈ।
তাত কহাঁ তেঁ পাতী আঈ ॥

ক্ৰীড়ায় নিরত ছিল পাইয়া বারতা।
ভরত শত্রু ব্রাতাসহ আসে তথা ॥
সসন্ত্রমে অতি প্রেম ভরে জিজ্ঞাসিল।
'কহ তাত! কোথা হ'তে পত্রিকা আসিল

হিন্দী

বাজলা

কুশল প্রাণপ্রিয় বন্ধু দোউ

প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা ছইজন

অহিঁ কহহু কেহি দেশ ।

কুশলেতে আছে কোন দেশ ?”

সুনি সনেহসানে বচন

শুনি সেই সনেহ বচন

বাঁচী বহরি নরেশ ॥

পুন পত্র পড়িল নরেশ ॥

সুনি পাতী পুলকে দোউ ভ্রাতা ।

শুনি পত্র পুলকিত হয় ভ্রাতৃদয় ।

অধিক সনেহ সমাত ন গাতা ॥

অত্যন্ত আনন্দ অঙ্গে নাহি সম্বরয় ॥

প্রীতি পুনীত ভরত কৈ দেখী ।

ভরতের পূতপ্রীতি করি নিরীক্ষণ ।

সকল সভা সুখ লহেউ বিশেষী ॥

বড় সুখী হ’ন যত সভাসদগণ ॥

তব নৃপ দূত নিকট বৈঠারে ।

তবে নরপতি দূতে নিকটে বৈঠায় ।

মধুর মনোহর বচন উচারে ॥

কহিলেন সুমধুর সুন্দর ভাষায় ॥

ভৈয়া কহহু কুশল দোউ বারে ।

“কহ ভাই, বাছা হুটা আছেত কুশলে ।

তুমহ নীকে নিজ নয়ন নিহারে ॥

নিজ চক্ষে দেখেছত থাকিতে মঙ্গলে ?

শ্রামল গৌর ধরে ধনুভাধা ।

শ্রামল গৌরাজ দৌহে ধরে ধনু তুণী ।

বয় কিশোর কৌশিকমুনি সাধা ॥

বয়সে কিশোর সঙ্গে কৌশিক মুনি ॥

পহিচানহু তুমহ কহহু সুভাউ ।

চিনিয়াছ যদি তুমি কহত স্বভাব ।”

প্রেমবিবশ পুনি পুনি কহ রাউ ॥

পুনঃ পুনঃ কহে রাজা গদগদ ভাব ॥

জা দিন তেঁ মুনি গয়ে লেবাজ ।

“লয়ে গেছে যেই দিন হ’তে মুনিবর ।

তব তেঁ আজু সাঁচি সুধি পাঁজ ॥

সে হ’তে আজিকে পাই সঠিক খবর ।

কহহু বিদেহ কবন বিধি জানে ।

কহহে জনকরাজ কেমনে চিনিল ।”

সুনি প্রিয় বচন দূত মুস্তকানে ॥

শুনি প্রিয়বাণী দূত দীর্ঘ হাসিল ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সুন্দর মহীপতি মুকুটমণি

“সুন্দরে মহীপ-মুকুট-মণি

তুম্হ সম ধন্য ন কোউ ।

তোমা সম ধন্য নহে কেহ ।

রাম লক্ষণ জিন্হ কে তনয়

রাম লক্ষণ সূত ষাঁর

বিশ্ববিভূষণ দোউ ॥

বিশ্ববিভূষণ দৌহ ॥

পূছন জোগ ন তনয় তুম্হারে ।

জিজ্ঞাসার যোগ্য নয় তোমার সন্তান ।

পুরুষসিংহ তিহঁ পুর উজিয়ারে ॥

ত্রিলোক উজ্জলকারী পুরুষ প্রধান ॥

জিন কে যশ প্রতাপ কে আগে ।

যাঁহাদের যশ আর প্রতাপের আগে ।

শশি মলীন রবি শীতল লাগে ॥

শশাঙ্ক মলিন—রবি স্নগীতল লাগে ॥

তিন্হ কই কহিয় নাথ কিমি চীন্হে ।

জিজ্ঞাস তাদের, নাথ ! চিনিমু কি ক’রে

দেখিয় রবি কি দীপ কর লীন্হে ॥

দেখিতে কি হয় রবি দীপ ল’য়ে করে ?

সীয়াস্বয়ম্বর ভূপ অনেকা ।

সীতা স্বয়ংবরে ভূপ আইল অনেক ।

সিমিটে স্তম্ভট এক তেঁ একা ॥

বড় যোদ্ধা সবে তারা এক হতে এক ॥

শঙ্কুশরাসন কাহ ন টারা ।

কেহ না টলাতে পারে শঙ্কু-শরাসন ।

হারে সকল বীর বরিয়ারা ॥

হেরে গেল যত সব মহাবীরগণ ॥

তীনি লোক মই জে ভট মানী ।

ত্রিলোক-মাঝারে যত মানী যোদ্ধা ছিল

সব কৈ শক্তি শঙ্কুধনু ভানী ॥

সবাকার শক্তি হরধনু ভাঙ্গি দিল ॥

সকই উঠাই সুরাসুর মেরু ।

সুরাসুর যারা মেরু উঠাইতে পারে ।

সোউ হিয় হারে গয়েউ করি ফের ॥

তাহারাও হেরে গিয়ে ফেরি দিয়ে ফেরে ।

জেই কোতুক শিবশৈল উঠাৰা ।

যে জন কোতুকে শিবশৈল উঠায় ।

সোউ তেহি সভা পরাভক পাৰা ॥

তাহারাও পরাভূত হৈল সে সভায় ॥

হিন্দী

বাজনা

তইঁ রাম রঘুবংশমণি
 স্থনিয় মহামহিপাল ।
 ভঞ্জেউ চাপ প্রয়াস বিনু
 জিমি গজ পঙ্কজনালা ॥

তথা রাম রঘুবংশমণি,
 শুন ওহে মহামহীপাল !
 ভাঞ্জে ধনু বিনা প্রয়াসেতে
 গজ বথা পঙ্কজ-মৃণাল ॥

স্থনি সরোষ ভৃগুনাযকু আয়ে ।
 বহুত ভাঁতি তিন্হ আঁখি দেখায়ে ॥
 দেখি রামবলু নিজ ধনু দীন্হা ।
 করি বহু বিনয় গবন বন কীন্হা ॥

আসেন পরশুরাম শুনি রোষভরে ।
 চ'খ রাজ্যলেন তিনি বহুল প্রকারে ॥
 রামবল দেখি দিল নিজ শরাসন ।
 বিনয় করিয়া বহু যাইলেন বন ॥

রাজন রাম অতুলবল জৈসে ।
 তেজনিধান লষণু পুনি তৈসে ॥
 কম্পহিঁ ভূপ বিলোকত জা কে ।
 জিমি গজ হরিকিশোর কে তাকে ॥

রাজন ! শ্রীরাম মহা বলিষ্ঠ যেমন ।
 বিক্রম-নিধান পুন লক্ষণ তেমন ॥
 কম্পে ভূপগণ যাঁরে করি দরশন ।
 সিংহশিশু হেরি গজ কম্পিত যেমন ॥

দেব দেখি তব বালক দোউ ।
 অব ন আঁখি তর আঁবত কোউ ॥
 দূত বচন রচনা প্রিয় লাগী ।
 প্রেম প্রতাপ বীর রস পাগী ॥

হে দেব ! দেখিয়া তব বালক দুজন ।
 আর নাহি নয়নেতে লাগেঁ কোন জন ॥
 অতি প্রিয় লাগে কথা দূতের কথিত ।
 প্রেম-পরতাপ-বীররসেতে মথিত ॥

সভাসমেত রাউ অমুরাগে ।
 দূতনহ দেন নিছাবরি লাগে ॥
 কহি অনীতি তে মুদাঁহি কানা ।
 ধরমু বিচারি সবহি স্মৃথ মানা ॥

রাজা অমুরাগে—সহ সভাসদগণ ।
 দূতে দিতে সমুদ্রত উপটোকন ॥
 “অনীতি” বলিয়া সেহ ঢাকিলেক কাণ ॥
 ধরম বিচারি সবে ই'ন হর্ষমান ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

তব উঠি ভূপ বশিষ্ঠ কই

দীনহি পত্রিকা জাই ।

কথা সুনাজি গুরুহি সব

সাদর দূত বোলাই ॥

তবে ভূপ বশিষ্ঠ-সমীপে

উঠি গিয়া পত্রখানি দিয়া ।

সব কথা শুনায় গুরুরে

সমাদরে দূতেরে ডাকিয়া ॥

সুনি বোলে গুরু অতি সুখ পাঈ ।

পুণ্যপুরুষ কই মহি সুখ ছাঈ ॥

জিমি সরিতা সাগর মই জাহী' ।

যত্নপি তাহি কামনা নাই' ॥

শুনিয়া কহেন গুরু অতি সুখ পেয়ে ।

পুণ্যাত্মার লাগি পৃথ্বী সুখে থাকে ছেয়ে ॥

যেই মত নদী সব মিলয়ে সাগরে ।

যদিও তাহার লাগি কামনা না করে ॥

তিমি সুখ সম্পতি বিনহি' বোলায়ে ।

ধরমশীল পহি' জাহি' সুভায়ে ॥

তুমহ গুরু বিপ্র ধেনু হর সেবী ।

তসি পুনীত কোশল্যা দেবী ॥

তেমনি সম্পদ সুখ অযাচিত ভাবে ।

ধর্মশীল পাশে যায় স্বাভাবিকভাবে ॥

তুমি দেব গুরু আর গোত্রাঙ্গণ-সেবী ।

তেমতি পবিত্রা হ'ন কোশল্যা দেবী ॥

সুক্রভী তুমহ সমান জগ মাহী' ।

ভয়েউ ন হৈ কোউ হোনউ নাই' ॥

তুমহ তেঁ অধিক পুণ্য বড় কা কে ।

রাজন রাম সরিস স্তত জা কে ॥

তোমাসম পুণ্যবান জগত-মাঝার ।

হয় নাই, কেহ নাই, হবে নাক আর ॥

তোমাগেহু বেশী পুণ্য আছেয়ে কাহার ।

হে রাজন ! রাম হেন তনয় ষাঁহার ?

বীর বিনীত ধরমব্রতধারী ।

গুণসাগর বর বালক চারী ॥

তুমহ কই সর্বকাল কল্যাণ ।

সজহ বরাত বজাই নিসানু ॥

বীর ও বিনয়যুত, ধর্মব্রতধারী ।

গুণের সাগর হয় পুত্রবর চারি ॥

তোমার কল্যাণ হবে সকল সময়ে ।

সাজাও হে বরষাত্রী হুন্সুভি বাজায়ে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

চলছ বেগি স্ননি গুরুবচন
ভলেহি নাথ শিকু নাই
ভূপতি গবনে ভবন তব
দূতন্থ বাস দেবাই ।

“চল স্বরা” গুরু আজ্ঞা শুনি—
“ভাল নাথ” নতশিরে বলি ।
দূতগণে দেয়ায়ে আবাস,
ভূপতি ভবনে গেল চলি ॥

রাজা সব রনিবাস বোলাঈ
জনকপত্রিকা বাঁচি স্ননাঈ ॥
স্ননি সন্দেশ সকল হরযানী
অপর কথা সব ভূপ বথানী ॥

রাজা সব রাণীগণে করি আহ্বান ।
জনকের পত্রিকা পড়ায়ে শুনান ॥
শুনিয়া বারতা সবে হরষিত হ’ন ।
অপর সকল কথা নরপতি ক’ন ॥

প্রেম প্রফুল্লিত রাজহিঁ রাণী ।
মনহঁ শিখিনি স্ননি বারিদবাণী ॥
মুদিত অশীস দেহিঁ গুরুনারী ।
অতি আনন্দ মগন মহতারী ॥

প্রেমোৎফুল্লা হ’য়ে শোভে যত রাণীগণ ।
যেমতি ময়ূরী শুনি মেঘের গর্জন ॥
আশীর্বাদ দিলা হৃষ্টা গুরুপত্নীগণ ।
মাতৃগণ হ’ন অতি আনন্দে মগন ॥

লেহিঁ পরসপর অতিপ্রিয় পাতী ।
হৃদয় লগাই জুড়াবহিঁ ছাতী ॥
রাম লষণ কৈ কীরতি করণী ।
বারহিঁ বার ভূপবর বরণী ॥

অতিপ্রিয় লিপিখানি ল’য়ে পরস্পর ।
বন্ধঃস্থলে রক্ষা করি জুড়ায় অন্তর ॥
রাম আর লক্ষণের কীরতি করণ ।
বারষার ভূপবর করেন বর্গন ॥

মুনিপ্রসাদ কহি দ্বার সিধায়ে ।
রানিন্থ তব মহিদেব বোলায়ে ॥
দিয়ে দান আনন্দ সমেতা ।
চলে বিপ্রবর আশিস দেতা ॥

“মুনির প্রসাদ” কহি দ্বারদেশে যান
রাণীরা করেন তবে ব্রাহ্মণে আহ্বান ॥
আনন্দিতা হ’য়ে সবে করিলেন দান ।
আশীর্বাদ দিতে দিতে বিপ্রবর যান ।

হিন্দী

বাঙ্গলা

যাচক লিয়ে হঁকারি দীনহি
 নিছাবরি কোটি বিধি
 চিরজীবহ স্নত চারি
 চক্রবর্তি দশরথ কে ।

ডাকাইয়া যাচকগণেরে
 দিলা দান কোটি বিধির ।
 “চিরজীব হ’ক চারি স্নত
 দশরথ চক্রবর্তীর ॥”

কহত চলে পহিরে পট নানা ।
 হরষি হনে গহগহে নিসানা ॥
 সমাচার সব লোগনহ পায়ে ।
 লাগে ঘর ঘর হোন বধায়ে ॥

কহিতে কহিতে চলে পরি নানা বাসে
 অতি জোরে বাজাইয়া নাগারা উল্লাসে ।
 সমাচার পায় তবে যত লোক সব ।
 ঘরে ঘরে হইবারে লাগিল উৎসব ॥

ভুবন চারি দশ ভয়উ উছাহু ।
 জনকস্নতা রঘুবীর বিবাহু ॥
 সুনি শুভকথা লোগ অনুরাগে ।
 মগ গৃহ গলী সবারন লাগে ॥

চৌদশ ভুবন হয় উৎসবময় ।
 রামচন্দ্র জানকীর হবে পরিণয় ॥
 শুনি শুভবাস্তা সর্বলোক অনুরাগে ।
 পথবাট নিকেতন সাজাইতে লাগে ॥

যতপি অবধ সর্দৈব সুহাবনি ।
 রামপুরী মঙ্গলময় পাবনি ॥
 তদপি প্রীতি কৈ রীতি সুহাঙ্গি ।
 মঙ্গলরচনা রচী বনাঙ্গি ॥

যদিও অযোধ্যা সদা সুশোভিত রয় ।
 রামপুরী সুপবিত্র মঙ্গলময় ॥
 তথাপি প্রীতির চারু রীতি অনুসার ।
 মঙ্গল রচনা সব হইল তৈয়ার ॥

*

*

*

*

বরযাত্রা

হিন্দী

বাঙ্গলা

ভূপ ভরত পুনি লিয়ে বোলাজি ।
হয় গয় শ্রন্দন গাজহ জাজি ॥
চলহ বেগি রঘুবীর বরাতা ।
স্ননত পুলক পুরে দৌউ ভ্রাতা ॥
ভরত সকল সাহনী বোলায়ে ।
আয়হু দীনহ মুদিত উঠি ধায়ে ॥
রচি রুচি জীন তুরগ তিনহ সাজে ।
বরণ বরণ বরবাজি বিরাজে ॥

* *

কোটিন্হ কাব'রি চলে কহার ।
বিবিধ বস্ত্র কো বরণই পারা ॥
চলে সকল সেবক সমুদাজি ।
নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাজি ॥
সব কে উর নির্ভর হরষু
পূরীত পুলক শরীর ।

কবহি দেখিহৈ নয়ন ভরি
রামু লষণু দৌউ বীর ॥

গরজহি গজ ঘণ্টা ধুনি ঘোরা ।
রথরব বাজি হিহি'স চহ' ওরা ॥
নিদরি ঘনহি ঘুম্বরহি নিসানা ।
নিজ পরাই কছু স্ননিয় ন কানা ॥

* *

ভরতে পুনশ্চ ভূপ আনি ডাকাইয়া ।
কহে “অশ্ব রথ গজ সাজাও যাইয়া ॥
চলহ স্বরায় বরযাত্রী শ্রীরামের ।”
শুনিয়া পুলকে অঙ্গ পূর্ণ হুভায়ের ॥
ভরত তখন সব প্রধানে ডাকিয়া ।
আজ্ঞা দিল—হর্ষে উঠি চলিল ধাইয়া ॥
চাকু জীন বাঁধি তারা তুরঙ্গ সাজায় ।
বহু বরণের শ্রেষ্ঠ অশ্ব শোভা পায় ॥

* *

কোটি কোটি ভার ল'য়ে চলয়ে কাহার ।
নানাবিধ বস্ত্র তাহা বর্ণে সাধ্য কার ?
চলিতে লাগিল আর সেবক সকল ।
পরি নিজ নিজ সাজ, বাঁধি নিজ দল ॥
হর্ষপূর্ণ সবার হৃদয়

পুলকেতে পুরিত শরীর ।
আঁখি ভরি হেরিবে কখন

শ্রীরাম লক্ষণ দুই বীর ॥

গরজয়ে গজ, ঘণ্টা ভীষণ ধ্বনিত ।
রথশব্দ, অশ্বহ্রেষা চৌদিক পূরিত ॥
জলদ নিদ্রিয়া ঘোর হৃন্দুভি-গর্জনে ।
নিজ পর কারো কথা না পশে শ্রবণে ॥

* *

হিন্দী

বাঙ্গলা

দোউ রথ রুচির ভূপ পহিঁ আনে ।
 নহিঁ সারদ পহিঁ জাহিঁ বখানে ॥
 রাজসমাজ এক রথ সাজা ।
 দুগর তেজপুঞ্জ অতি ভাজা ॥

ভূপ-পাশে আনে চারু রথ হুইখান ।
 সারদা যাহার নারে করিতে বাখান ॥
 রাজার সমাজ এক রথে বিরাজিত ।
 অত্র রথ তেজঃপুঞ্জ অতি সুশোভিত ॥

তেহি রথ রুচির বশিষ্ঠ কই
 হরষি চড়াই নরেণ্ড ।
 আপু চড়েউ শ্রন্দন সুমিরি
 হর গুরু গৌরি গণেশ ॥

সেই চারু রথে বশিষ্ঠেয়ে
 চড়াইল হরবে নরেশ ।
 আপনিও চড়েন শ্রন্দনে
 স্মরি হরগৌরী গণেশ ॥

সহিত বশিষ্ঠ সোহ নৃপ কৈসে ।
 সুরগুরু সঙ্গ পুরন্দর জৈসে ॥
 করি কুলরীতি বেদবিধি রাউ ।
 দেখি সবহি সব ভাঁতি বনাউ ॥

বশিষ্ঠ সহিত শোভে নরপতি তথা ।
 সুরগুরু সঙ্গেতে পুরন্দর যথা ॥
 করি কুলরীতি রাজা বেদ-বিধি-যুত ।
 দেখিয়া সকলি সর্ব প্রকারে প্রস্তুত ॥

সুমিরি রাব গুরুআয়হু পাঈ ।
 চলে মহীপতি শঙ্খ বজাঈ ॥
 হরবে বিবুধ বিলোক বরাতা ।
 বরবহিঁ স্মন স্মমঙ্গলদাতা ॥

স্মরিয়া শ্রীরামে গুরু আদেশ পাইয়া ।
 চলিলেন মহীপতি শঙ্খ বাজাইয়া ॥
 বরযাত্রী বিলোকিয়া হর্ষে দেবগণ ।
 স্মমঙ্গলদায়ী করে পুষ্প বরিষণ ॥

ভয়উ কোলাহল হয় গয় গাজে ।
 ব্যোম বরাত বাজনে বাজে ॥
 সুর নর নাগ স্মমঙ্গল গাঁজি ।
 সরস রাগ বাজহিঁ সহনাজি ॥

কোলাহল হয় অশ্ব হস্তীর গর্জনে ।
 বরযাত্রী বাতুধ্বনি উঠিল গগনে ॥
 দেবতা মহুয়া নাগ স্মমঙ্গল গায় ।
 সুরসাল রাগ কিবা সানায় বাজার ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

বনই ন বরনত বনী বরাতা ।
হোহিঁ সগুণ স্নন্দর শুভদাতা ॥
চারা চাষু বাম দিশি লেঙ্গি ।
মনহঁ সকল মঙ্গল কহি দেষ্টি ॥

দাহিন কাগ স্নখেত স্নহাৰা ।
নকুলদরশ সব কাহু পাৰা ॥
সাম্বকুল বহ ত্রিবিধ বয়্যারী ।
সঘট সবাল আৰ বরনারী ॥

* * *

আৰত জানি ভান্স-কুল-কেতু ।
সরিতনুহি জনক বঁধায়ে সেতু ॥
বীচ বীচ বরবাস বনায়ে ।
সুর-পুর-সরিস সম্পদা ছায়ে ॥

অশন শয়ন বর বসন স্নহায়ে ।
পাৰহিঁ সব নিজ নিজ মন ভায়ে
নিত নূতন স্নখ লখি অম্বকুলে ।
সকল বরাতিনহ মন্দির ভূলে ॥

আৰত জানি বরাতবর
শুনি গহগহে নিসান ।
সজি গজ রথ পদচর
তুরগ লেন চলে অগবান ॥

বরষাত্রী স্নর্গঠন না হয় বর্ণিত ।
মঙ্গলসূচক চাকু চিহ্ন সমুদিত ॥
নীলকণ্ঠ পক্ষীবর বাম দিকে চরে ।
যেন সর্ব স্নমঙ্গল পরকাশ করে ॥
দক্ষিণেতে কাক রহে স্নন্দর স্নখেতে ।
নকুলও সর্বজনে পাইল দেখিতে ॥
অম্বকুল বহি যায় ত্রিবিধ পবন ।
সঘট সপুত্র আসে বরনারীগণ ॥

* * *

আসিছেন জ্ঞাত হ'য়ে সূর্য্য-কুলকেতু ।
জনক বাঁধান যত নদীপরে সেতু ॥
মধ্যে মধ্যে বরাবাস দিলেন রচিয়া ।
সুরপুর সমকক্ষ সম্পদে ভরিয়া ॥

অশন শয়ন চাকু, বসন শোভন ।
পায় সবে নিজ নিজ মনের মতন ॥
নিত্য নব স্নখ দেখি মনমত পায় ।
বরষাত্রী সবে নিজ গৃহ ভূলে যায় ॥

শ্রেষ্ঠ বরষাত্রী আসে জানি
শুনি ধ্বনি হৃন্দুতি হইতে ।
অশ্ব : রথ পদাতিকে
সাজি আগুয়ান অত্যাধিতে ।

হিন্দী

বাঙ্গলা

কনককলস ভরি কোপর ধারা ।
ভাজন ললিত অনেক প্রকারা ॥
ভরে সুধাসম সব পকবানে ।
ভাঁতি ভাঁতি নহিঁ জাহিঁ বথানে

ফল অনেক বরবস্ত সুহাঙ্গি ।
হরষি ভেঁট হিত ভূপ পঠাঙ্গি ॥
ভূষণ বসন মহামণি নানা ।
খগ মৃগ হয় গয় বহু বিধি জানা ॥

মঙ্গল সগুণ সুগন্ধ সুহায়ে ।
বহুত ভাঁতি মহিপাল পঠায়ে ॥
দধি চিউরা উপহার অপারা ।
ভরি ভরি কাঁবরি চলে কহারা ॥

* *

প্রেমসমেত রায় সব লীনহা ।
ভই বকসীস জাচকনুহি দীনহা ॥
করি পূজা মাতৃত্বতা বড়াঙ্গি ।
জনবাসে কই চলে লেবাঙ্গি ॥
বসন বিচিত্র পাঁবড়ে পরহাঁ ।
দেখি ধনদ ধনমদ পরিহরহাঁ ॥
অতি সুন্দর দীনহেউ জনবাসা ।
জই সব কই সব ভাঁতি সুপাসা ॥

কনক-কলস ভরি আর থালা বাটা ।
আর নানা প্রকারের পাত্র পরিপাটা ॥
ভরিয়া পকান সব অমৃত সমান ।
বহু প্রকারের যার না হয় বাখান ॥

বহুবিধ ফল বরবস্ত মনোহর ।
হর্ষে ভেট লাগি পাঠালেন ভূপবর ॥
ভূষণ বসন মহা মাণিক্য নানান ।
পশুপক্ষী হয়হস্তী বহুবিধ যান ॥

সুমঙ্গল শুভচিহ্ন সুগন্ধ শোভন ।
বহুবিধ মহীপাল করেন প্রেরণ ॥
দধি চিপটক ও অপার উপহার ।
ভারে ভারে ভরি ভরি চলয়ে কাহার ॥

* *

প্রেমভরে রাজা সব করিয়া গ্রহণ ।
প্রার্থীগণে পুরস্কার করে বিতরণ ॥
পূজন, সম্মান আর প্রশংসা করিয়া ।
জনবাসে ভূপতিরে যাইল লইয়া ॥
পদার্পণ লাগি পাতে বিচিত্র বসন ।
দেখি ধনগর্ব করে কুবের বর্জ্জন ॥
প্রদানিল জনবাস অতীব সুন্দর ।
যথা সকলের সর্ববিধ সুখকর ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

*

*

*

*

পিতৃ আগমন স্মনত দোউ ভাঙ্গি ।
হৃদয় ন অতি আনন্দ সমাজি ॥

পিতৃ আগমন শুনি ভাই হুইজন ।
অতি হর্ষ হৃদে নারে করিতে ধারণ ॥

সকুচনহু কহি ন সকল গুরু পাহী° ।
পিতৃ দরশন লালচু মনু মাহী° ॥
বিশ্বামিত্র বিনয় বড়ি দেখী ।
উপজা উর সন্তোষ বিশেষী ॥

সঙ্কোচে কহিতে নারে গুরুর গোচরে ।
কিন্তু পিতৃদরশন লালসা অন্তরে ॥
বিশ্বামিত্র নিরখিয়া অতীব বিনয় ।
বিশেষ সন্তোষ তাঁর মনে উপজয় ॥

হরষি বন্ধু দোউ হৃদয় লগায়ে ।
পুলক অঙ্গ অঙ্গক জল ছায়ে ॥
চলে জহাঁ দশরথ জনবাসে ।
মনহু° সরোবর তকেউ পিয়াসে ॥

হরষি ভ্রাতায় দৌহে বক্ষেতে ধরে ।
পুলকিত অঙ্গ, নেত্র দুটী জলে ভরে ॥
চলিলেন দশরথ বিশ্রাম-বাসায় ।
পিপাসার্ত্ত সরোবর পানে যথা চায় ॥

ভূপ বিলোকে জবহি° মুনি
আবত স্তনহু সমেত ।
উঠেউ হরষি স্তনহু মনু°
চলে থাহ সী লেত ॥

ভূপ বিলোকে ন যবে মুনি
আসিছেন পুত্রের সহিতে ।
উঠি হর্ষে স্তন-সিন্ধু-মাথে
চলে যেন থই নিতে নিতে ॥

মুনিহি° দণ্ডবত কীনহা মহিশা ।
বার বার পদরজ ধরি শীষা ॥
কৌশিক রাউ লিয়ে উর লাঙ্গি ।
কহি অসীস পুছী কুশলাঙ্গি ॥

মুনিবরে দণ্ডবৎ করে ভূপবর ।
বার বার পদরজ ধরি শিরোপর ॥
কৌশিক রাজারে বক্ষে করিয়া ধারণ ।
আশিস দানিয়া পুছে কুশল-বচন ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

পুনি দণ্ডবত করত দোউ ভাঙ্গি ।
 দেখি নৃপতি উর স্তম্ভ ন সমাজি ॥
 স্তম্ভ হিয় লাই হুসহ ছুখু মেটে ।
 মৃতক শরীর প্রাণ জম্ম ভেঁটে ॥

পুনি বশিষ্ঠপদ শির তিন্হ নায়ে ।
 প্রেমমুদিত মুনিবর উর লায়ে ॥
 বিপ্রবৃন্দ বন্দে ছুহঁ ভাঙ্গি ।
 মনভাবতী অশীসৈঁ পাঙ্গি ॥

ভরত সহায়ুজ কীন্হ প্রণাম ।
 লিয়ে উঠাই লাই উর রামা ॥
 হরষে লষণ দেখি দোউ ভ্রাতা ।
 মিলে প্রেমপরিপূরিত গাতা ॥

পুরজন পরিজন জাতিজন
 যাচক মন্ত্রী মীত ।
 মিলে যথাবিধি সবহি
 প্রভু পরমরূপালু বিনীত ॥

রামহি দেখি বরাত জুড়ানী ।
 প্রীতি কি রীতি ন জাতি বখানী ॥
 নৃপসমীপ সোহহিঁ স্তম্ভ চারী ।
 জম্ম ধনধরমাদিক তম্ভধারী ॥

পুন দণ্ডবৎ যবে ভাই দৌহে করে ।
 দেখি নৃপতির বৃকে স্তম্ভ নাহি ধরে ॥
 পুত্রে বক্ষে ল'য়ে ছুঃখ ছুঃসহ মিটায় ।
 মৃত শরীরেতে পুন প্রাণ যেন পায় ॥

পুন তাঁরা বশিষ্ঠের পদে নতি করে ।
 প্রেমে মগ্ন মুনিবর হৃদয়েতে ধরে ॥
 ব্রাহ্মণগণেরে বন্দে ভাই ছুইজন ।
 আশীর্বাদ পাইলেন মনের মতন ॥

ভরত অমুজসহ করিল প্রণাম ।
 উঠায়ে লইয়া বক্ষে ধরিলেন রাম ॥
 নিরখিয়া ছুইভায়ে হরষে লক্ষণ ।
 প্রেম পরিপূর্ণ গাত্রে করে আলিঙ্গন ॥

পুরজন জাতি-পরিজন
 যাচক সচিব আর মিত ।
 যথাবিধি মিলে সবাসনে
 প্রভু অতি রূপাল বিনীত ॥

রামেরে দেখিয়া বরযাত্রীরা জুড়ায় ।
 প্রীতির যা রীতি তাহা বাখান না যায় ।
 নৃপের সমীপে স্তম্ভোভিত স্তম্ভ চারি ।
 যেন ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তম্ভধারী ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সুতনুহ সমেত দশরথহি দেখী ।
মুদিত নগর নর নারি বিশেষী ॥
সুমন বরষি সুর হনহিঁ নিসানা ।
নাকনটী নাচহি করি গানা ॥

সতানন্দ অরু বিপ্র সচিবগণ ।
মাগধ সূত বিদুষ বন্দীজন ॥
সহিত বরাত রাউ সনমানা ।
আয়সু মাগি ফিরে অগবানা ॥

প্রথম বরাত লগন তেঁ আজী ।
তা তে পুর প্রমোদ অধিকাজী ॥
ব্রহ্মানন্দ লোগ সব লহহী ।
বটুই দিবস নিশি বিধি সন কহহী ॥

রামু সীয় শোভা অবধি
সুকৃত অবধি দৌউ রাজ ।
জই তই পুরজন কহহিঁ
অস মিলি নর নারি সমাজ ॥

জনক সুকৃত মুরতি বৈদেহী ।
দশরথসুকৃত রামু ধরি দেহী ॥
ইনুহ সম কাছ ন শিব অবরাধে ।
কাছ ন ইনুহ সমান ফল লাধে ॥

পুত্রগণসহ দশরথেরে নেহারি ।
অতীব প্রফুল্ল নগরের নরনারী ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবে ছন্দুভি বাজায় ।
অপ্সরারা নৃত্য করে আর গীত গায় ॥

সতানন্দ আর যত বিপ্র মন্ত্রীগণ ।
স্তুতিপাঠী, সূত, বিদুষক, বন্দীজন ॥
বরযাত্রীসহ নূপে করে অভ্যর্থনা ।
আজ্ঞা পেয়ে ফিরে যায় অগ্রগামীজনা ॥

লগনের পূর্বেতেই বরযাত্রী আসে ।
সে কারণে পুর অতি আনন্দেতে ভাসে ॥
ব্রহ্মানন্দ লাভ করে যেন সব লোক ।
বিধাতারে কহে—দিন রাত বড় হোক ॥

রামসীতা সুষমার সীমা,
পুণ্য-সীমা রাজা দুইজন ।
যথা তথা পুরবাসী কহে
হেন মিলি নরনারীগণ ॥

জনক-সুকৃতি লয় বৈদেহী মুরতি ।
দশরথ-পুণ্য ধরে রামের আকৃতি ॥
দৌহা সম কেহ নাহি শিব আরাধিল ।
কেহ না এঁদের সম ফল লভিল ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

মঙ্গলমূল লগনদিহু আৰা।
 হিমৱিতু অগহন মাস সুহাৰা ॥
 গ্রহ তিথি নখত জোঙ বর বান্ধ
 লগন সোধি বিধি কৌনহ বিচাৰ

পঠই দীনহি নারদ কর সোজি।
 গনী জনক কে গনকনহ জোজি ॥
 সুনী সকল লোগন যহ বাতা।
 কহহি জোতিষী আহি বিধাতা ॥

ধেমু ধুলি বেলা বিমল
 সকল সুমঙ্গল মূল।
 বিপ্রনহ কহেউ বিদেহ
 সন জানি সগুণ অনুকূল ॥

উপরোহিতহি কহেউ নরনাহ।
 অব বিলম্ব কর কারণ কাহা ॥
 সতানন্দ তবে সচিব বোলায়ে।
 মঙ্গল কলস সাজি সব ল্যায়ে ॥

শঙ্খ নিসান পনৰ বহু বাজে।
 মঙ্গলকলস সগুণ সুভ সাজে ॥
 সুভগ সুআসিনি গাৰহি গীতা।
 করহি বেদধ্বনি বিপ্র পুনীতা ॥

মঙ্গলজনক লগ্নদিন সমাগত।
 হেমন্তে অগ্রহায়ণ মাস সুশোভিত।
 শ্রেষ্ঠ গ্রহ তিথি যোগ নক্ষত্র ও বার
 লগ্ন অষেষণি বিধি করিল বিচার ॥
 নারদের হস্তেতে প্রেরিলেন তাহা।
 জনকেরও গণকেরা গুণেছিল যাহা ॥
 শ্রবণ করিয়া সৰ্বলোক এই কথা।
 কহে এই জ্যোতিষিও যেন গো বিধাতা ॥

গোধূলির সুবিমল বেলা
 সকল সুমঙ্গল-মূল।
 বিপ্রগণ কহিল বিদেহে,
 জানি শুভচিহ্ন অনুকূল ॥

তবে পুরোহিতেরে কহেন রাজন।
 এখন বিলম্ব আর কিসের কারণ ?
 সতানন্দ তবে মন্ত্রীগণেরে ডাকায়।
 মঙ্গল-কলস দ্রব্য সব লয়ে যায় ॥

শঙ্খ নাগারা আর ঢোল বহু বাজে।
 মঙ্গল-কলস শুভ দ্রব্য চিহ্ন সাজে ॥
 সুন্দরী এয়ো সবে গাহিতেছে গান।
 করিছেন বেদধ্বনি বিপ্র পুণ্যবান ॥

হিন্দী

বাজনা

লেন চলে সাদর এহি ভাঁতী ।
 গয়ে জহাঁ জনবাস বরাতী ॥
 কোশলপতি কর দেখি সমাজু ।
 অতি লঘু লাগ তিন্‌হিঁ সুররাজু ॥

এইরূপে আনিবারে চলিল সাদরে
 যায় যথা বরষাত্রী রহে বাসা ক'রে ।
 কোশলের ভূপতির দেখিয়া সমাজ ।
 তাহাদের অতি লঘু লাগে সুররাজ ॥

ভয়উ সমউ অব ধারিয় পাউ ।
 য়হ স্ননি পরা নিসানিহি ঘাউ ॥
 গুরুহি পূছি করি কুলবিধি রাজা
 চলে সঙ্গ মুনি সাধু সমাজা ॥

‘সময় হইল এবে কর পদার্পণ’ ।
 ইহা শুনি আরম্ভিল নাগারা বাদন ॥
 গুরুরে জিজ্ঞাসি রাজা করি কুলাচার ।
 চলে মুনি আর সাধু সঙ্গে সবাঁকার ॥

শুভবিবাহ

হিন্দী

বাঙ্গলা

এহি ভাঁতি জানি বরাত আবত
বাজনে বহু বাজহী ।
রানী স্নুআসিনি বোলি পরিছন
হেতু মঙ্গল সাজহী ॥

সজি আরতী অনেক বিধি
মঙ্গল সকল সবাঁরি ।
চলী মুদিত পরিছন করন
গজগামিনী বরনারী ॥

জো স্নুখ ভা সিয় মাতু মন
দেখি রাম বর বেধ ।
সো ন সকহিঁ কহি কলপ শত
সহস সারদা শেষ

নয়ন নীর হঠি মঙ্গল জানী ।
পরিছন করাইঁ মুদিত মন রানী ॥
বেদবিহিত অরু কুল আচারু ।
কীনহু ভলী বিধি সব ব্যবহারু ॥

পঞ্চ শবদ ধুনি মঙ্গল গান।
পট পাৰঁড়ে পরহিঁ বিধি নানা ॥
করি আরতী অরঘ তিন্হ দীন্হা ।
রাম গবন মণ্ডপ তব কীল্হা ॥

এইরূপে বরযাত্রী আসে
জানি বহু বাজনা বাজায় ।
ডাকি রাণী বরণের লাগি
এয়োগণে, আরতি সাজায় ॥

বহুবিধ আরতি সাজায়ে
মাজলিক গুছায়ে সকল ।
চলে স্নুখে বরণ করিতে
গজচালে বরনারী-দল ॥

সীতা-মাতা মনে যেই স্নুখ
বরবেশে দেখিয়া রামেরে
সহস্র সারদা শেযনাগ
শতকল্পে কহিতে না পারে ॥

নয়নের নীর রোধি মঙ্গল জানিয়া ।
বরণ করয়ে রাণী—আনন্দিত হিয়া ॥
বেদের বিহিত আর কোলিক আচার
করিলেন ভালরূপে সব ব্যবহার ॥

পঞ্চবাঙ্গধ্বনি হয় স্নুমঙ্গল গান ।
পদক্ষেপ লাগি বস্ত্র পাতিল নানান্ ॥
আরতি করিয়া তাঁরা অর্ঘ্য করে দান ।
শ্রীরামচন্দ্র তবে মণ্ডপেতে যান ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

দশরথ সহিত সমাজ বিরাজে ।
বিভব বিলোকি লোকপতি লাজে ॥
সময় সময় সুর বরষহিঁ ফূলা ।
ভাঁতি পঢ়হিঁ মহিসুর অনুকূলা ॥

দশরথ সমাজ সু-বিরাজমান ।
বিভব বিলোকি লোকপতি লজ্জা পাম ॥
সময়ে সময়ে সুর বরষয়ে ফুল ।
ব্রাহ্মণেরা করে শান্তিপাঠ অনুকূল ॥

নভ অরু নগর কোলাহল হোজি ।
আপন পর কিছু স্ননই ন কোজি ॥
এহি বিধি রাম মণ্ডপহিঁ আয়ে ।
অরঘু দেই আসন বৈঠায়ে ॥

নগরে ও গগণেতে কোলাহল হয় ।
পর বা আপন কিছু কেহ না স্তনয় ॥
এই রূপে শ্রীরাম মণ্ডপে আইল ।
অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে আসনেতে বসাইল ॥

বৈঠারি আসন আরতী করি
নিরখি বরু সুখ পাবহী ।
মণি বসন ভূষণ ভূরি বারহিঁ
নারি মঙ্গল গাবহী ॥

বসায় আসনে আরতিয়া
নিরখিয়া বরে সুখ পায় ।
বহু বস্ত্র মণি অলঙ্কারে
সাজি নারী শুভ গীত গায় ॥

ব্রহ্মাদি সুরবর বিপ্রবেষ
বনাজি কোতুক দেখহী ।
অবলোকি রঘুকুলকমলরবিছবি
সুফল জীবন লেখহী ॥

ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি বিপ্রবেশে
করয়ে কোতুক দরশন ।
দেখি রঘুকুল-পদ্ম-ছবি
মানে সবে সফল জীবন ॥

নাউ বারী ভাট নট
রামনিছাবরি পাই ।
মুদিত অসীসহিঁ নাই শির
হরষু ন হৃদয় সমাই ॥

নাপিত বাড়রি ভাট নট
রাম-বরণের বস্ত্র পায় ।
ছষ্ট নতশিরে আশিসয়
হর্ষ নাহি ধরয়ে হিয়ায় ॥

হিন্দী

বাজল

মিলে জনকু দসরথু অতি প্রীতী ।
করি বৈদিক লৌকিক সব রীতী ॥
মিলত মহা দোঁড় রাজ বিরাজে ।
উপমা খোজি খোজি কবি লাজে ॥

লহী ন কতহুঁ হারি হিয় মানী ।
ইনহ সম এই উপমা উর আনী ॥
সামধ দেখি দেব অমুরাগে ।
সুমন বরষি জহু গাবন লাগে ॥

জগু বিরঞ্চি উপজাৰা জব তেঁ ।
দেখে স্নেহে ব্যাহ বহু তব তেঁ ॥
সকল ভাঁতি সম সাজ সমাজু ।
সম সমধী দেখে হম আজু ॥

দেবগিরা স্ননি স্নন্দর সাঁচী ।
প্রীতি অলৌকিক ছহুঁ দিশি মাঁচী ।
দেত পাৰ্‌ড়ে অরঘু সুহায়ে ।
সাদর জনকু মণ্ডপহঁ ল্যায়ে ॥

মণ্ডপ বিলোকি বিচিত্ররচনা
রুচিরতা মুনিমন হরে ।
নিজ পানি জনক স্নজান সবকহঁ
আনি সিংহাসন ধরে ।

জনক ও দশরথ মিলে—অতি প্রীতি ।
বৈদিক ও লৌকিক করি সব রীতি ॥
মিলিত মহান ছই রাজা স্নশোভিত ।
উপমা খুঁজিয়া খুঁজি কবি বিলজ্জিত ॥

কোথাও না পেয়ে অবশেষে হার মানি ।
এঁরা-সম-এঁরা, এ উপমা মনে আনি ॥
বৈবাহিকদ্বয়ে দেখি দেবতা হরষি ।
যশোগান করে সবে কুসুম বরষি ॥

যদবধি প্রজাপতি স্নজিলা জগতে ।
বিবাহ দেখি ও গুনি সেইকাল হতে ॥
সকল প্রকারে সম, সাজ ও সমাজ ।
সম বৈবাহিক মোরা দেখিলাম আজ ॥

স্নন্দর ও সত্য দৈববচন গুনিয়া ।
অলৌকিক প্রীতি যায় হৃদিক ছাইয়া ॥
দিয়া পাদপট আর অর্ঘ্য স্নন্দর ।
জনক মণ্ডপে ল'য়ে চলেন সাদর ॥

মণ্ডপের বিচিত্র রচনা
হেরি শোভা মুনিমন হরে ।
স্নবিজ্ঞ জনক সব লাগি
সিংহাসন আনে নিজ করে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

কুল ইষ্ট সরিস বশিষ্ঠ
পূজে বিনয় করি আশিষ লহী ।
কৌসিকহিঁ পূজত পরমপ্রীতি কি
রীতি তৌ ন পরই কহী ॥

কুল-ইষ্ট-সম বশিষ্ঠেরে
পূজি লন আশিস বিনয়ে ।
কৌশিকেরে পূজে মহাপ্রীতি
রীতি নাহি যায় প্রকাশয়ে ॥

বামদেব আদিক রিষয়
পূজে মুদিত মহীশ ।
দিয়ে দিব্য আসন সবহি
সব সন লহী অশীস ॥

বামদেব আদি ঋষিগণে
হৃষ্টমনে পূজেন মহীশ ।
দিয়া দিব্য আসন সবারে
সর্ব ঠাই লয়েন আশিস ॥

বহুরি কীন্হ কোসলপতি পূজা ।
জানি ঈসসম ভাব ন দুজা ॥
কীন্হি জোরি কর বিনয় বড়াজি ।
কহি নিজ ভাগ্য বিভব বহুতাজি ॥

কোশলপতির পূজা করে বহুভাবে ।
ঈশসম জানি, মনে নাহি দ্বিধা ভাবে ॥
করঘোড় করি করে প্রশংসা বিনয় ।
নিজ ভাগ্য বিভবের কহে অভ্যুদয় ॥

পূজে ভূপতি সকল বরাতী ।
সমধোসম সাদর সব ভাতী ॥
আসন উচিত দিয়ে সব কাহু ।
কহউ কহা মুখ এক উছাহু ॥

বরযাত্রীগণে রাজা সম্বর্দ্ধনা করে ।
বৈবাহিক সম সর্ব প্রকারে সাদরে ॥
সবারে দিলেন তিনি যথাযোগ্যাসন ।
সে উৎসাহ এক মুখে না হয় বর্ণন ॥

সকল বরাত জনক সনমানী ।
দান মান বিনতী বর বাণী ॥
বিধি হরিহর দিশিপতি দিনরাউ ।
জে জানিহিঁ রঘুবীর প্রভাউ ॥

বরযাত্রী সর্বের করে জনক সম্মান ।
সবিনয়ে শ্রেষ্ঠবাক্যে দিয়া দান মান ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দিকপাল ও তপন ॥
রাঘব-প্রতাপ যারা অবগত র'ন ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

কপট বিপ্র বর বেষু বনায়ে ।
কৌতুক দেখিহি অতি সচুপায়ে ॥
পূজে জনক দেবসম জানে ।
দিয়ে স্নানস্নান বিহু পহিচানে ॥

কপট বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ ।
অতি সংগোপনে করে কৌতুক দর্শন ।
জনক করেন পূজা দেবসম জ্ঞানে ।
বিনা পরিচয়ে গবে স্ন-আসন দানে ॥

পহিচান কো কেহি জান
সবহি অপান স্নিধি ভোরী ভঙ্গি ।
আনন্দকন্দ বিলোকি দুলহ
উভয় দিশি আনন্দময় ॥

চিনিবে জানিবে কেবা কারে
সবে আত্মবিস্মৃত হয় ।
আনন্দের কন্দ বরে হেরি
দুই দিক আনন্দময় ॥

সুর লখে রাম স্নজান পূজে
মানসিক আসন দয়ে ।
অবিলোকি সীল স্নভাউ প্রভু কো
বিবুধমন প্রমুদিত ভয়ে ॥

স্ববিজ্ঞ শ্রীরাম হেরে সুরে
পূজে দিয়া মানস-আসন ।
প্রভুর স্বভাব শীল হেরি
প্রমুদিত মন দেবগণ ॥

রামচন্দ্র মুখচন্দ্র ছবি
লোচন চারুচকোর
করত পান সাদর সকল
প্রেম প্রমোদ ন ধোর

রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র শোভা
দেব-আঁখি স্নন্দর চকোর ।
করে পান সাদরে সকলে
প্রেমানন্দে অতীব বিভোর ॥

সমুদ বিলোকি বসিষ্ট বোলায়ে ।
সাদর সতানন্দু স্ননি আয়ে ॥
বেগি কুঁআরি অব আনহ জাজি ।
চলে মুদিত মুনি আয়স্ন পাজি ॥

বশিষ্ঠ সময় জানি করেন আহ্বান ।
সমাদরে সতানন্দে—গুনি তিনি যান ॥
আনহ কুমারী এবে সত্বর যাইয়া ।
চলে আনন্দিত, আজ্ঞা মুনির পাইয়া ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

রানী স্ননি উপরোহিতবানী ।
প্রমুদিত সখিন্হ সমেত সন্নানী ॥
বিপ্রবধু কুলবৃদ্ধ বোলাঙ্গি ।
করি কুলরীতি স্নমঙ্গল গাঙ্গি ॥

শ্রবণ করিয়া রাণী পুরোহিত-কথা ।
সমেত সখীর দল হ'ন প্রমুদিতা ॥
বিপ্রপত্নী কুলবৃদ্ধাগণে ডাকাইয়া ।
করে কুলাচার শুভ সঙ্গীত গাহিয়া ॥

নারিবেষ জে স্নরবরবামা ।
সকল স্নভায় স্নন্দরী শ্রামা ॥
তিন্হিঁ দেখি স্নখ পাৰ্হিঁ নারী ।
বিহু পহিচানি প্রাণ তেঁ প্যারী ॥

দেব-জায়াগণ যারা ছিল নারীবেশা ।
স্নশীলা স্নন্দরী সবে যুবতী-বয়সা ॥
তাঁহাদের দেখি স্নখ পায় যত নারী ।
বিনা পরিচয়ে করে প্রাণ হ'তে প্যারী ॥

বার বার সনমানহিঁ রাণী ।
উমা রমা সারদ সম জানী ॥
সিয় সব'রি সমাজ বনার্ঙ্গি ।
মুদিত মণ্ডপহিঁ চলী লেবাঙ্গি ॥

বারবার রাণী সবে করয়ে সন্মান ।
হুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী-সম করি জ্ঞান ॥
সীতারে সজ্জিত করি সকলে মিলিয়া ।
ফুল্লচিত্তে মণ্ডপেতে চলিল লইয়া ॥

চলি ল্যাই সীতহি সখী সাদর
সজি স্নমঙ্গল ভামিনী ।
নবসপ্ত সাজে স্নন্দরী সব
মত্ত কুঞ্জর গামিনী ॥

সাদরে সীতারে ল'য়ে চলে
শুভ সাজে সখী ও স্ত্রীগণে ।
ষোড়শ শৃঙ্গারে স্নস্ত্রী সবে
মত্ত মাতঙ্গিনীর গমনে ।

কলগান স্ননি মুনি ধ্যান ভ্যাগহিঁ
কাম কোকিল লাজহী' ।
মঞ্জীর নুপুর কলিত কঙ্কন
তালগতি বর বাজহী' ॥

কলগানে ধ্যানভঙ্গ মুনি
অনঙ্গ কোকিল রহে লাজে ।
মঞ্জীর ও নুপুর কঙ্কন
স্নন্দর তালে তালে বাজে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সোহতি বনিতাবন্দ মই
সহজ সুহারনি সীয় ।
ছবি ললনাগণ মধ্য জহু
সুখমাতিয় কমনীয় ॥

শোভা পায় নারিবন্দ মাঝে
স্বাভাবিক শোভাময়ী সীতা
স্ত্রীগণ আলেখ্য মাঝে যেন
মূর্ত্তিমতী শোভা—শ্রীমণ্ডিতা ।

সিয় সুন্দরতা বরণি ন জাঈ ।
লঘুমতি বহুত মনোহরতাঈ ॥
আবত দীখি বরাভিনুহ সীতা ।
রূপরাশি সব ভাঁতি পুনীতা ॥

সীতা-সুন্দরতা—তাহা বর্ণন না যায় ।
অল্পমতি আমি—অতি সৌন্দর্য্য তায় ॥
বরযাত্রী আসে দেখি জনক-দুহিতা ।
রূপরাশি—আর সর্ব প্রকার পবিতা ॥

সবহি মনহি মন কিয়ে প্রণামা ।
দেখি রাম ভয়ে পূরণকামা ॥
হরষে দশরথ স্তনুহ সমেতা ।
কহি ন জাই উর আনন্দ জেতা ॥

সকলেই মনে মনে করিল প্রণাম ।
দেখি রাম হইলেন পূর্ণ মনস্কাম ॥
হৃষ্ট দশরথ স্তনুগণের সহিত ।
বাক্যাতীত মনে যত আনন্দ উদ্ভিত ॥

সুর প্রণামু করি বরিষহিঁ ফুলা ।
মুনি অসীস ধুনি মঙ্গল মূলা ॥
গান নিসান কোলাহলু ভারী ।
প্রেম প্রমোদ মগন নরনারী ॥

সুরগণ প্রণমিয়া বরষয়ে ফুল ।
মুনি করে আশীর্বাদ—মঙ্গল-মূল ॥
সঙ্গীত ও নাগারার কোলাহল ভারী ।
প্রেম ও আনন্দে মগ্ন যত নরনারী ॥

য়হি বিধি সীয় মণ্ডপহি আঈ ।
প্রমুদিত শান্তি পঢ়হিঁ মুনিরাঈ ॥
তেহি অবসর করি বিধি ব্যবহার
হুহঁ কুলগুরু সব কীনুহ অচর ॥

এরূপে আইল সীতা মণ্ডপ-ভিতর ।
শান্তিপাঠ করে আনন্দিত মুনীশ্বর ।
সেই অবসরে করি বিধি ব্যবহার ।
তুই কুলগুরু করে সব কুলাচার ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

আচার করি গুরু গৌরী গণপতি
মুদিত বিপ্র পূজাবহী* ।
স্তর প্রগটি পূজা লেহি*
দেহি* অশীস অতি সুখ পাবহী* ॥

আচারি'—গণেশ গৌরী গুরু
পূজিলেন হৃষ্ট বিপ্রগণ ।
দেবতা প্রত্যক্ষ পূজা লয়
আশীষয় অতি সুখী মন ॥

মধুপর্ক মঙ্গলদ্রব্য
জে জেহি সময় মুনি মন মই চহহি* ।
ভরে কনককোপর কলস
সো তব লিয়ে পরিচারক রহহি* ॥

মধুপর্ক মঙ্গল সামগ্রী
যাহা যবে মুনি মনে চাহে ।
ভরি স্বর্ণ কলস কটোরী
তাহা তবে ল'য়ে দাস রহে ॥

কুলরীতি প্রীতিসমেত রবি
কহি দেত সবু সাদর কিয়ো ।
এহি ভাঁতি দেব পূজাই সীতহি
সুভগ সিংহাসন দিয়ো ॥

কুলরীতি প্রীতিসহ রবি
কহে—সবে সাদরে করিল ।
পূজি দেবে এভাবে, সীতান্নে
সুন্দর সিংহাসন দিল ॥

সিয় রাম অবলোকনি পরসপর
প্রেম কাহ ন লখি পরই ।
মন বুদ্ধি বর বাণী অগোচর
প্রগট কাবি কৈসে করই ॥

সীতারাম দৃষ্টি পরস্পর
প্রেম কারো লক্ষ্য নাহি হয় ।
মন বুদ্ধি বাক্য-অগোচর
কি প্রকারে কবি প্রকাশয় ?

হোম সময় তহু ধরি অনলু
অতি সুখ আছতি লেহি* ।
বিপ্রবেশ ধরি বেদ সব
কহি বিবাহবিধি দেহি* ॥

হোমকালে অগ্নি তহু ধরি
লইলেন আছতি সপ্রীতি ।
বিপ্রবেশ ধরি বেদ সব
কহি দেন বিবাহের রীতি ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

জনক পাট মহিষী জগ জানী ।
সীয়মাতু কিমি জাই বখানী ॥
সুযশ স্কৃত সুখ স্নন্দরতাজি ।
সব সমোট বিধি রচী বনাজি ॥

সমউ জানি মুনিবরনহ বোলাজি ।
স্ননত স্নআসিনি সাদর ল্যাঙ্গি ॥
জনক বাম দিশি সোহ স্ননয়না ।
হিমগিরি সঙ্গ বনৌ জম্ম ময়না ॥

কনককলস মণিকোপর রুরে ।
গুচি স্নগন্ধ মঙ্গল জল পুরে ॥
নিজ কর মুদিত রায় অরু রাণী ।
ধরে রাম কে আগে আনী ॥

পঢ়হিঁ বেদ মুনি মঙ্গল বাণী ।
গগন স্নমন বরি অবসর জানী ॥
বর বিলোকি দম্পতি অমুরাগে ।
পায় পুনীত পথারন লাগে ।

লাগে পথারন পায়পঙ্কজ
প্রেম তনু পুলকাবলী ।
নভ নগর গান নিসান জয় ধুনি
উমগি জম্ম চহঁ দিশিচলী ॥

জগতবিদিত জনকের পাটরাণী ।
সীতা-মাতা কি প্রকারে তাঁহারে বাখানি
সুযশ স্কৃতি সুখ আর স্নন্দরতা ।
সকল একত্র করি রচিলেন ধাতা ॥

সময় জানিয়া তাঁরে মুনিরা ডাকিল ।
গুনি এয়োগণ তাঁরে সাদরে আনিল ॥
শোভিলেন স্ননয়না জনকের বামে ।
হিমগিরি সঙ্গে যেন মেনকা স্নঠামে ॥

কনক কলস চারু মণির কটোরি ।
পূত স্নগন্ধিত আর শুভ বারি ভরি ॥
নিজ করে আনন্দিত রাজা আর রাণী ।
ধরিলেন শ্রীরামের অগ্রেতে আনি ॥

পড়িলেন মুনি বেদ-মঙ্গল-বাণী ।
গগণে কুসুম বরে অবসর জানি ॥
বরেবরে হেরিয়া জাম্বাপতি অমুরাগে ।
পবিত্র চরণ ছুটি প্রক্ষালিতে লাগে ॥

চরণপঙ্কজ প্রখালিতে
প্রেমভরে অঙ্গ বিগলে ।
নগরে অম্বরে গীতি-ভেরী-
জয়ধ্বনি চৌদিকে উছলে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

জে পদসরোজ মনোজঅরি-
উর-সর সঁদৈ বিরাজহী° ।
জে স্কৃত স্মিরত বিমলতা মন
সকল কলিমল ভাজহী° ॥

যে পদ-সরোজ মনোজারি-
উর-সরে সদা বিরাজিত ।
পূত যাহা অরি শুদ্ধ চিত
কলিগানি হয় বিদুরিত ॥

জে পরশি মুনিবনিতা লহী
গতি রহী জে পাতকমর্জ ।
মকরন্দ জিন্হ কো শঙ্কুশির
শুচিতা-অবধি স্র বরনর্জ ॥

যে পদ পরশি মুনি-জায়া
পাপী তবু লভিল উদ্ধার ।
যার পুষ্পরেণু শঙ্কুশিরে,
বর্ণে দেব—সীমা শুচিতার ॥

করি মধুপ মুনি মন যোগিজন
জে সেই অভিমত গতি লহি° ।
তে পদ পথারত ভাগ্যভাজন
জনক জয় জয় সব কহি° ॥

মুনি যোগী চিন্তে ভুজ করি
সেবি যাহা ইষ্টগতি লয় ।
সে পদ কালন-ভাগ্যশালী
জনকের কহে সবে 'জয়' ॥

বর কুঁঅরি করতল জোরি
শাখোচ্চার দোউ কুলগুরু করহি° ।
ভয়ো পাণিগহন বিলোকি বিধি
স্র মনুজ মুনি আনন্দ ভরহি° ॥

জুড়ি বর-কথা-কর—করে
শঙ্খধ্বনি কুলগুরুষয় ।
পরিণয় হয় দেখি—বিধি
স্র নর মুনি হর্বময় ॥

সুখমূল দুলহ দেখি দম্পতি
পুলক তনু ছলসেউ হিয়ো ।
করি লোক-বেদ-বিধান
কতাদান নৃপভূষণ কিয়ো ॥

সুখমূল বর দেখি দৌহে
পুলকাদ উল্লাস অন্তরে ।
করি লোক আর বেদবিধি
নৃপবর কতাদান করে ॥

হিন্দী

ବାଞ୍ଚନା

ହିମବନ୍ତ ଜିମି ଗିରିଜା ମହେଶହି
 ହରିହି ଶ୍ରୀ ସାଗର ଦର୍ଜ ।
 ତିମି ଜନକ ରାମହି ସିୟ ସମରପୀ
 ବିଷ୍ଣୁ କଳ କୌରତି ନଈ ॥

ହିମାଳୟ ଦିଲ ଓମା ହରେ
 ସିନ୍ଧୁ ଦିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ-କରେ ।
 ଜନକ ମିପିୟା ସୀତା ରାମେ
 ବିଷ୍ଣୁ ଚାରୁ ନବ କୀର୍ତ୍ତି କରେ ॥

କୌଁ କରହିଁ ବିନୟ ବିଦେହ କିୟୋ
 ବିଦେହ ମୁରତି ସାର୍ବରୀ ।
 କରି ହୋମ ବିଧିବତ
 ଗାଁଠି ଜୋରୀ ହୋନ ଲାଗି ଭାର୍ବରୀ ॥

କେମନେ ବିନୟ କରେ, କୈଳ
 ଶ୍ରୀରାମକୁଟି ବି-ଦେହ ବିଦେହେ ?
 ହୋମ କରି ଯଥାବିଧି ହୟ
 ଗାଁଟିଛଡ଼ା ସାତପାକ ଦିୟେ ॥

ଜୟଧୁନି ବନ୍ଦୀ ବେଦ ଧୁନି
 ମଞ୍ଜୁଳଗାନ ନିସାନ ।
 ଶୁନି ହରସହିଁ ବରସହିଁ
 ବିବୁଧ ସୁର-ତରୁ-ସୁମନ ସୁଜାନ ॥

ବନ୍ଦୀ-ଜୟାରାବ, ବେଦଧ୍ବନି,
 ନାଗାରାର ବାଦ, ଶୁଭଗୀତି ।
 ଶୁନି ବର୍ଷେ ବିଜ୍ଞଦେବଗଣ
 କଲ୍ପତରୁ-ପୁଷ୍ପ—ହର୍ଷେ ଅତି ॥

କୁଞ୍ଜର କୁଞ୍ଜରି କଳ ଭାବରି ଦେହୀଁ ।
 ନୟନଲାଭୁ ସବ ସାଦର ଲେହୀଁ ॥
 ଜାହି ନ ବରଣି ମନୋହର ଜୋରୀ ।
 ଜୋ ଓପମା କହୁ କହୁଁ ସୋ ଥୋରୀ ॥

କୁମାର କୁମାରୀ ଦେୟ ପାକ ମନୋହର ।
 ନୟନ ସାର୍ଥକ ସବେ କରୟେ ସାଦର ॥
 ଶୁନ୍ଦର ଯୁଗଳଶୋଭା ବର୍ଣନ ନା ସାୟ ।
 ସେ କିହୁ ଓପମା କହ ଲବୁ ହୟ ତାୟ ॥

ରାମ ସୀୟ ଶୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛାହିଁ ।
 ଜଗମଗାତି ଯଶି ଧନ୍ତନୁହ ଯାହିଁ ॥
 ଯନହଁ ଯଦନ ରତି ଧରି ବହୁ ରୂପା ।
 ଦେଖତ ରାମବିବାହ ଅନୁପା ॥

ରାମସୀତା-ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅତୀବ ଶୁନ୍ଦର ।
 ଶ୍ରୀରାମ କରେ ଯଶସ୍ତନ୍ତ୍ରର ଭିତର ॥
 ସେନ ସେ ଯଦନ ରତି ଧରି ବହୁରୂପ ।
 ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ରାମବିବାହ ଅନୁପ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

দরশলালসা সকুচ ন থোরী ।
প্রগটত দূরত বহোরি বহোরী ॥
ভয়ে মগন সব দেখনিহারে ।
জনকসমান আপান বিসারে ॥

দর্শন-লালসা যত লজ্জা সে প্রকার ।
প্রকট ও অপ্রকট তাই বারম্বার ॥
মোহিত হইল সব দর্শকগণ ।
জনক-সমান করে আত্মবিস্মরণ ॥

প্রমুদিত মুনিহু ভাব'রী ফেরী ।
নেগসহিত সব রীতি নিবেরী ॥
রামু সীয়শির সিদ্ধুর দেহী' ।
শোভা কহি ন জাত বিধি কেহী' ॥

প্রদক্ষিণ করে আনন্দিত মুনিগণ ।
সোপচার সর্বরীতি করে সম্পূরণ ॥
রাম সীতা-শিরে করে সিদ্ধুর প্রদান ।
ব্রহ্মাণ্ড নারে শোভা করিতে ব্যাখ্যান ॥

অরুণপরাগ জলজু ভরি নৌকে ।
শশিহি ভূষ অহি লোভ অমী কে ॥
বহুরি বশিষ্ঠ দীনহি অনুশাসন ।
বর ছলহিনি বৈঠে এক আসন ॥

লোহিত পরাগ পদ্মে করিয়া পূর্ণিত ।
সুখালোভে করে অহি শশীরে ভূষিত ॥
তবে পুন বশিষ্ঠের আদেশ প্রদানে ।
বরকণ্ঠা বৈসয়ে একই আসনে ॥

বৈঠে বরাসন রাম জানকী
মুদিত মন দশরথ ভয়ে ।
তনু পুলক পুনি পুনি দেখি অপনে
সুকৃত-সুর-তরু-ফল নয় ॥

বরাসনে বসে রামসীতা
দশরথ আনন্দবিহ্বল
পুলকান্ব দেখি দেখি নিজ
পুণ্য-কল্লতরু-নব ফল ॥

ভরি ভুবন রহা উছাহ
রামবিবাহ ভা সবহী কহা ।
কেহি ভাঁতি বরনি সিরাত
রসনা এক য়হ মঙ্গল মহা ॥

উচ্ছাসে ভুবন ভরে সবে
“রামের বিবাহ হল” কয় ।
কিরূপে বরণি' করে শেষ
এক জিহ্বা কথা শুভময় ?

হিন্দী

বাঙ্গলা

তব জনক পাই বশিষ্ট আয়সু
 ব্যাহসাজু সবারিকৈ ।
 মাণ্ডবী শ্রতিকীৰ্ত্তি উর্মিলা
 কুঅঁরি লজ্জ হঁকারিকৈ ॥

জনক বশিষ্ট-আজ্ঞা পেয়ে
 বিবাহের করি আয়োজন ।
 শ্রতকীৰ্ত্তি উর্মিলা মাণ্ডবী
 কত্ৰায়ে ডাকাইয়া লন ॥

কুশকেতু কত্ৰা প্রথম জো
 গুণ শীল সুখ শোভা মজ্জ ।
 সব রীতি প্রীতি সমেত করি
 সো ব্যাহি নূপ ভরতহি দজ্জ ॥

কুশকেতু-প্রথমা-কুমারী
 গুণ-শীল-সুখ-শোভাবিতা ।
 সর্ব রীতি প্রীতি সহ নূপ
 করেন ভরতে বিবাহিতা ॥

জানকী লঘু ভাগিনী
 সকল সুন্দরি শিরোমণি জানি কৈ
 সো তনয়া দীনহী ব্যাহি লয়নহি
 সকল বিধি সনমানি কৈ ॥

জানকী-কনিষ্ঠা-ভগ্নী জানি
 সকল সুন্দরী শিরোমণি ।
 সে কত্ৰারে দিলেন লক্ষণে
 করি সর্ব বিধি ও সন্মানি ॥

জেহি নাম শ্রতিকীরতি সুলচনি
 সুমুখি সব গুণআগরী ।
 সো দজ্জ রিপুসুদনহি ভূপতি
 রূপ শীল উজাগরী ।

শ্রতকীৰ্ত্তি নামী সুলোচনী
 সুমুখী সকল গুণবতী ।
 সেই রূপ-শীলোজ্জ্বলায়ে
 শত্রুয়ে দিলেন ভূপতি ।

অমুরূপ বর হুলহিনি পরসপর
 লখি সকুচি হিয় হরষহী° ।
 সব মুদিত সুন্দরতা সরাহহি°
 সুমন সুরগণ করযহী ॥

যোগ্য বর কত্ৰা পরম্পরে
 হেরি হিয়া সঙ্কোচে হরষে ।
 সবে হুষ্ট প্রাণসে সুখমা
 সুরগণ কুসুম বরষে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সুন্দরী সুন্দর বরন্থ সহ
সব এক মণ্ডপ রাজহী* ।
জন্ম জীবউর চারিউ অবস্থা
বিভূন সহিত বিরাজহী* ॥

সুন্দরীরা—সুশ্রী বরগণ
সহ এক মণ্ডপেতে রাজে ।
যেন জীবহুদে চারি দশা
স্বামীগণ সহিত বিরাজে ॥

মুদিত অবধপতি সকলসুত
বধূনহ সমেত নিহারি ।
জন্ম পায়ে মহিপাল মণি
ক্রিয়নহ সহিত ফল চারি ॥

ফুল্ল অযোধ্যেশ সর্বসুতে
বধূগণ সহিত নেহারি ।
যেন পায় মহীপালমণি
ক্রিয়ার সহিত ফল চারি ॥

জসি রঘুবীর ব্যাহবিধি বরনৌ ।
সকল কুঁঠর ব্যাহে তেহি করনৌ ।
কহি ন জাই কছু দাইজ ভুরী ।
রহা কনকমণি মণ্ডপ পুরী ॥

রাম বিবাহের হয় যেরূপ বর্ণন ।
সব কুমারের বিয়ে হইল তেমন ॥
কহা নাহি যায় যত যৌতুকের ভূরি ।
কনকমণিতে গেল মণ্ডপ পুরি ॥

কঞ্চল বসন বিচিত্র পটোরে ।
ভাঁতি ভাঁতি বহুমোল ন ধোরে
গজ রথ তুরগ দাস অরু দাসী ।
ধেহু অলঙ্কৃত কামছাসী ॥

বিচিত্র কঞ্চল আদি রেশমী বসন ।
বহুবিধ বহুমূল্য না যায় গণন ॥
দাস দাসী রথ গজ তুরঙ্গ নিচয় ।
ধেহু যথা কামধেহু অলঙ্কারময় ॥

বস্তু অনেক করিয় কিমি লেখা ।
কহি ন জাই জানহি* জিন্হ দেখা ॥
লোকপাল অবলোকি* সিহানে ।
লীনহ অবধপতি সব সুখ মানে ॥

অনেক সামগ্রী তার কে করে গণন ।
বর্ণন অতীত জানে দেখেছে যে জন ॥
দেখি সব লোকপাল হয় চমৎকৃত ।
লয়েন অযোধ্যাপতি হ'য়ে ফুল্লচিত ॥

বাঙ্গলা

দীনহু জাচকনুহি জো জেহি ভাবা । যাচকেরে দেন যার যাহা লাগে মনে
 উবরা সো জনবাসহি আবা ॥ উছুত য়া রহে আসে আবাস-ভবনে ।
 তব কর জোরি জনকু মুহবাণী । তবে কর যুড়িয়া জনক মুহবাণী ।
 বোলে সব বরাত সনমানী ॥ কহিলেন বরযাত্রী সকলে সম্মানি ॥

সনমানী সকল বরাত বরযাত্রী সসন্মান করে
 আদর দান বিনয় বড়াই কৈ । প্রদা দান প্রশংসা বিনয় ।
 প্রমুদিত মহা মুনিবৃন্দ বন্দে মহানন্দে বন্দে মুনিগণ
 পূজি প্রেম লড়াই কৈ ॥ করে পূজা হ'য়ে প্রেমময় ॥

শিরনাই দেব মনাই সব সন নতশিরে দেবতা মানায়ে
 কহত করসম্পূট কিয়ে । কহে সবে জোড়পাণি হ'য়ে ।
 হুর সাধু চাহত ভাবসিদ্ধি কি “ভাবগ্রাহী দেব সাধুগণ
 তোষ জলঅঞ্জলি দিয়ে ॥ সিদ্ধি তুষ্ট জলাঞ্জলি নিয়ে ॥”

করজোরি জনক বহোরি করজোড়ি পুনশ্চ জনক
 বন্ধুসমেত কোসলরায় সোঁ । ভ্রাতৃসহ কোশল-রাজনে ।
 বোলে মনোহর বয়ন সানি কহেন সুভাব-স্নেহ-শীল
 সনেহ শীল সুভায় সোঁ ॥ বিমিশ্রিত মনোজ্ঞ বচনে ॥

সনবন্ধ রাজন রাবরে হম তব সনে সঘন্কে রাজন
 বড়ে অর সব বিধি ভয়ে । বড় হমু সৰ্ববিধিমত ।
 যহ রাজ সাজ সমেত সেবক এই রাজপাট সহ জেনো
 জানিবী বিমু গঞ্চলয়ে ॥ দাস বলি বিনামূলে ক্রীত ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

এ দারিকা পরিচারিকা করি
পালবী করুণামর্জ ।
অপরাধু ছমিষো বোলি পঠয়ে
বহুত হৌঁ টীঠ্যো দর্জ ॥

দাসী বলি এই কঙ্কাগণে
পালিবেন করুণা করিয়া ।
ডাকিয়া আনার অপরাধ—
অতিশয় ধুটতা—কমিয়া ॥

পুনি ভানু কুল ভূষণ সকল
সনমান নিধি সমধী কিয়ে ।
কহি জাত নহি বিনতী পরসপর
প্রেম পরিপূর্ণ হিয়ে ॥

পুন ভানু-কুল-ভূষা করে
বৈবাহিকে মান বহু রীতে ।
অনির্বচনীয় যে বিনয়
করে দৌহে প্রেমপূর্ণ চিতে ॥

বৃন্দারকাগণ স্তম্বন বরষহিঁ
রাউ জনবাসহিঁ চলে ।
ছন্দুভী জয়ধুনি বেদধুনি
নভ নগর কোতুহল ভলে ॥

দেবগণ বরষে স্তম্বন
রাজা যান আবাসের স্থলে ।
ভেরী জয়্যারাব বেদধ্বনি
পুরাকাশ পুরে কুতুহলে ॥

তব সখী মঙ্গল গান করত
মুনীসআয়ত্ন পাই কৈ ।
ছলহ ছলহিনিহি সহিত স্তম্বর
চলী কোহবর ল্যাই কৈ ॥

তবে সখী শুভ গীত গেয়ে
মুনিবর আদেশ পাইয়া ।
বরকঙ্কাগণসহ রামা
কৌতুক-গৃহেতে চলে নিয়া ॥

পুনি পুনি রামহিঁ চিতব সিয়
সকুচতি মন সকুচৈ ন ।
হরত মনোহর মীন ছবি
প্রেম পিয়াসে নৈন ॥

পুনঃ পুনঃ রামে হেরি সীতা
সকুচিতা নিজে—মন নয় ।
মনোহর মীনশোভা জিনে
প্রেম-পিপাসিত আঁখিহর

হিন্দী

বাজনা

শ্রাম শরীর সুভায় সুহাবন ।
 শোভা কোটি মনোজ লজাবন ॥
 জাবকজুত পদকমল সুহায়ে ।
 মুনি মন মধুপ রহত জিন্হ ছায়ে

পীত পুনীত মনোহর ধোতী ।
 হরত বাল রবি দামিন জোতী ॥
 কল কিঙ্কিনি কটিস্থত্র মনোহর ।
 বাহু বিশাল বিভূষণ সুন্দর ॥

পীত জনেউ মহাহবি দেঈ ।
 করমুদ্রিকা চোরি চিত লেঈ ॥
 সোহত ব্যাহসাজ সব সাজে ।
 উর আয়ত ভূষণ উর রাজে ॥

পিয়র উপরনা কাঁথা সোতী ।
 ছহঁ আচারনহি লগে মণি মোতী ॥
 নয়ন কমল কল কুণ্ডল কানা ।
 বদনু সকল সৌন্দর্য নিধানা ॥

সুন্দর ভুকুটি মনোহর নাসা ।
 ভালতিলকু রুচিরতা নিবাসা ।
 সোহত মোর মনোহর মাথে ।
 মঙ্গলময় মুকুতাণি গাথে ॥ ৭

শ্রামল শরীর কিবা স্বভাব সুন্দর ।
 শোভা যার কোটি মনসিজ-লজ্জাকর ॥
 চরণকমল শোভে অলক্তকযুত ।
 মুনি-মন-মধুকর যাহাতে নিযুত ॥

পীতবর্ণ সুপবিত্র মনোহর ধুতি ।
 হার মানে বালরবি সৌদামিনী-হুতি ॥
 কলকিঙ্কণির কটিস্থত্র মনোহর ।
 বাহু সুবিশাল যাহে ভূষণ সুন্দর ॥

পীত যজ্ঞ-উপবীতে মহাশোভা হয় ।
 কর-অঙ্গুরীয় চিত চুরি ক'রে লয় ॥
 শোভিত আছিল সব বিবাহের সাজে ।
 আয়ত উরস্ তাহে আভরণ রাজে ॥

পীতবর্ণ উত্তরীয় শোভে কঙ্কস্থল ।
 মণি-মুক্তায়ুক্ত যার উভয় অঞ্চল
 নয়ন-কমল—কর্ণে সুচারু কুণ্ডল ।
 বদন সে সমুদয় সৌন্দর্যের স্থল ॥

সুন্দর ভ্রুকুটি কিবা নাসিকা শোভন ।
 ললাটে তিলক সুস্মার নিকেতন ।
 শিরোদেশে মনোহর মউড় শোভিত ।
 সুমঙ্গলময় মণি মুক্তায় গ্রথিত ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

গাথে মহামণি মোর

মঞ্জুল অঙ্গ সব চিতচিরহী* ।

পুরনারী সুরসুন্দরী বরহি

বিলোকি সব তৃণ তোরহী** ॥

মণি বসন ভূষণ বারি

আরতি করহি* মঙ্গল গাবহী* ।

সুর সুনন বরষহি* সূত মাগধ

বন্দি সুনস সুনাবহী* ॥

কোহবরহি* আনে কুঁঅর কুঁঅরি

সুআসিনিহ সুখ পাই কৈ ।

অতি প্রীতি লৌকিক রীতি

লাগী* করন মঙ্গল গাই কৈ ।

লহকৌরি গৌরি শিখাব রামহি*

সীয় সন সারদ কহহি* ।

রনিবাস হাস বিলাস রস বশ

জনম কো ফল সব লহহি* ॥

নিজ পাণি মণি মই দেখি

প্রতিমুরতি স্বরূপ নিধান কী

চালতি ন ভুজবল্লী বিলোকনি

বিরহ-ভয়-বশ জানকী ॥

মহামণি খচিত মউড়

মঞ্জু অঙ্গ সব চিত্ত হরে ।

পুর আর সুর সুন্দরীরা

বরে হেরি 'তৃণ-ছিন্ন'+ করে ॥

দিয়া মণি বস্ত্র ভূষা ডালি

বরণিয়া শুভগীতি গায় ।

দেবগণ বরষে সুনন

সূত বন্দী সূষণ শুনায় ॥

বরকছা আনে নৃত্যশালে

এয়োগণ আনন্দ পাইয়া ।

অতি প্রেমে করে লোকাচার

সুমঙ্গল সঙ্গীত গাহিয়া ॥

'দধি-চিনি-গ্রাস'* গৌরি রাখে

শিখান, সীতায় বাণী কয় ।

হাস্ত-লীলা-রসে অন্তঃপুর

মধু, সবে জন্ম-ফল পায় ॥

নিজ-পাণি-মণি-মাখে হেরি

প্রতিরূপ রূপ-নিধানের ।

ভুজবল্লী না চালে জানকী

হইবে বিরহ দর্শনের ॥

+ অমঙ্গল দূর করার বিশ্বাসে

* স্ত্রী আচার

হিন্দী

বাজনা

কৌতুক বিনোদ প্রমোহ প্রেম
 ন জাই কহি জানহি অলী ।
 বর কুঁঅরি সুন্দর সকল সখী
 লিবাই জনবাসহি চলী ॥

কৌতুক বিনোদ প্রেমামোদ
 অনির্বাচ্য—জানে সখিদলে ।
 মনোহর বরকত্তা ল'য়ে
 সখীগণ জনবাসে চলে ॥

তেহি সময় সুনিয় অলীষ
 জই তই নগর নভ আনন্দ মহা ।
 চির জিয়হ জোরী চারু চারিহ
 মুদিতমন সবহী কহা ॥

সে সময় শুনিয়া আশিস
 হুট পুরাকাশ সব ঠাই ।
 “দীর্ঘজীবী চারু চারিজোড়
 হ'ক”—হর্ষে কহিল সবাই ॥

যোগীন্দ্র সিদ্ধ মুনীশ দেব
 বিলোকি প্রভু হৃন্দুভী হনী ।
 চলে হরষি বরষি প্রস্থন
 নিজ নিজ লোক জয় জয় জয় ভনী ॥

যোগীন্দ্র মুনীশ সিদ্ধ দেব
 রামে হেরি হৃন্দুভি বাজায় ।
 চলে হর্ষি কুসুম বরষি
 ‘জয়’ গাহি নিজ লোকে যায় ॥

সহিত বধুটিন্হ কুঁঅর সব
 তব আয়ে পিতু পাশ ।
 শোভা যজ্ঞল যোদ ভরি
 উমগেউ জমু জনবাস ॥

বধুসহ কুমার সকলে
 আসে তবে পিতৃদেব পাশ ।
 যজ্ঞলেতে শোভামোদে ভরি
 উছলিয়া উঠে জনবাস ॥

পুনি জেবনার ভর্জ বহ ভাঁতি ।
 পঠয়ে জনক বোলাই বরাভী ॥
 পরত পাৰ্শ্বে বসন অনুপা ।
 স্থতনহ সমেত গবন কিয় ভূপা ॥

পুনরায় ভোজ হয় বিবিধ বিধান ।
 বরযাত্রীগণে করে জনক আহ্বান ॥
 পাতি দিল পদতলে বসন অমুপ ।
 পুত্রগণে সঙ্গে ল'য়ে যাইলেন ভূপ ।

হিন্দী

বাঙ্গলা

সাদর সব কে পায় পথারে ।
যথাযোগ পীড়ন বৈঠারে ॥
ধোয়ে জনক অৰধপতিচরণা ।
শীল সনেহ যাই নহিঁ বরণা ॥

বহুরি রাম পদ পঙ্কজ ধোয়ে ।
জে হর হৃদয়কমল মই গোয়ে ॥
তীনিউ ভাই রামসম জানি ।
ধোয়ে চরণ জনক নিজ পাণি ॥

আসন উচিত সবহি নৃপ দীনহে ।
বোলি স্থপকারী সব লীনহে ॥
সাদর লগে পরন পনবারে ।
কণককীল মণিপান সবাঁরে ॥

স্থপোদন হরভী সরপি
হৃন্দর স্বাহ পুনীত ।
ছন মই সব কে পরসি গে
চতুর স্থআর বিনীত ॥

পঙ্ককবলি করি জেবন লাগে ।
গারি গান সুনি অতি অমুরাগে ॥
ভাঁতি অনেক পরে পকবানে ।
স্থাসরিস নহিঁ জাহিঁ বখানে ॥

সমাদরে সকলের চরণ ধোয়ায় ।
বাহার যেমন যোগ্য আসনে বৈঠায় ॥
অযোধ্যেশ-পদ করে জনক কালন ।
শীলতা যতন তাঁর না হয় বর্ণন ॥

পরে রাম-পাদপদ্ম করে প্রকালন ।
হর-হৃদিপদ্ম-মাঝে যা রহে গোপন ॥
তিন ভ্রাতাকেই রামসম করি জ্ঞান ।
জনক আপন করে চরণ ধোয়ান ॥

উচিত আসন নৃপ সকলে দানিয়া ।
স্থপকারগণ সবে লয়েন ডাকিয়া ॥
সম্বতনে পাতা সব লাগিল পড়িতে ।
স্বর্ণখিল মণিপত্র লাগিল শোভিতে ॥

অন্ন ও ব্যঞ্জন গব্যস্থত
হৃন্দর ও স্থস্বাহ পবিত ।
কৃণমাঞ্জে পরিবেষে সবে
স্থপকার চতুর বিনীত ॥

পঙ্কগ্রাস করি তবে ভক্ষিবারে লাগে ।
গালির সজ্জীত শুনি—অতি অমুরাগে ॥
পকার পড়িল সব প্রকারে নানান ।
অমৃতের সময়, তার কে করে বাধান ॥

হিন্দী

ব্যাঙ্গলা

পরসন লগে স্নান স্নান।
বিজ্ঞান বিবিধ নাম কো জানা ॥
চারি ভাঁতি ভোজন বিধি গাঠি
এক এক বিধি বরণি ন জাঠি ॥

ছরস রুচির বিজ্ঞান বহু জাতী।
এক এক রস অগণিত ভাঁতি ॥
জেবত দেহিঁ মধুর ধুনি গারী।
লেই লেই নাম পুরুষ অরু নারী ॥

সময় স্নাহাবনি গারি বিরাজা।
ইঁসত রাউ স্নানি সহিত সমাজা ॥
এহি বিধি সবহী ভোজমু কীনা।
আদরসহিত আচমমু দীনা ॥

দেই পান পূজে জনক
দশরথ সহিত সমাজ
জনবাসে গবনে মুদিত
সকল ভূপ শিরতাজ

নিত নুতন মঙ্গল পুর বাহী।
নিমিষসরিস দিন যামিনি জাহী ॥
বড়ে ভোর ভূপভিষণি জাগে।
জাচক গুনগণ গাবন লাগে ॥

পারস করয়ে সব বিজ্ঞ স্নপকার।
বিবিধ ব্যঞ্জন নাম কেবা জানে তার ॥
ভোজনের বিধি হয় চারিটা প্রকার।
একটা বিধিও অনির্বচনীয় তার ॥

ছ'রস-ব্যাঞ্জন চারু বহুল প্রকার।
এক এক রসেরই অগণিত যার ॥
ভোজনীয়াদের দেয় গালি মধুস্বরে।
স্বামী আর জীবর নাম উল্লেখ ক'রে ॥

সময়ের উপযোগী ব্যঙ্গ-গীতি হয়।
পরিষদ সহ রাজা শুনিয়া হাসয় ॥
এইরূপে সর্বজনে করিলে ভোজন।
আদর সহিত করাইল আচমন ॥

পান দিয়া পূজিল জনক
দশরথে সহ পরিজন
জনবাসে যায় ফুলমনে
সর্ব-ভূপ-শির-বিভূষণ।

পুরে নিত্য নব মঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
দিন রাত্রি কাটে বেন নিমেষ সমান ॥
অতীব প্রভুমে ভূপ শিরোমণি জাগে।
যাচকেরা গুনগান গাহিবারে লাগে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

দেখি কুঁঠর বর বধূন্থ সমেতা ।
কিমি কহি জাত মোদ মন জেতা ॥
প্রাতক্রিয়া করি গে গুরু পাহী° ।
মহাপ্রমোদ প্রেমু মনু মাহী° ॥

দেখিয়া কুমারগণে সহ বধূগণ ।
যে আনন্দ মনে, করি কেমনে বর্ণন ?
প্রাতকৃত্য সমাপিয়া যান গুরুপাশ ।
অন্তরেতে প্রেম আর অতীব উল্লাস ॥

করি প্রণাম পূজা কর জোরী ।
বোলে গিরা অমিয় জম্ব বোরী ॥
ভূম্বরী রূপা সুনহ মুনিরাজ ।
ভয়উ আঙ্ক মৈ° পূরণকাজ ॥

করিয়া প্রণাম পূজা জোড় করি পাণি ।
বলিবারে লাগিলেন স্খাময় বাণী ॥
তব অমুকম্পায় শুন মুনিরাজ ।
পরিপূর্ণ হ'ল আজ মোর সর্বকাজ ॥

*

*

*

*

বরবিদায়

হিন্দী

বাঙ্গলা

জনক সনেহ শীলু করতুতী ।
নৃপু সব ভাঁতি সরাহ বিভূতি ॥
দিন উঠি বিদা অবধপতি মাঁগা ।
রাখহি জনক সহিত অমুরাগা ॥

দিন নুতন আদরু অধিকাঙ্গি ।
দিনপ্রতি সহস ভাতি পহনাজি ॥
নিত নব নগর আনন্দ উছাহু ।
দশরথ গবঁন স্নহাই ন কাহু ॥

বহুত দিবস বীতে এহি ভাঁতী ।
জমু সনেহরজু বঁধে বরাতী ॥
কৌশিক সতানন্দ তব জাঙ্গি ।
কহা বিদেহ নৃপহি সমুঝাই ॥

অব দশরথ কহঁ আয়সু দেহু ।
বত্ৰপি ছাঁড়ি ন সকহ সনেহু ॥
ভলেহি নাথ কহি সচিব বোলায়ে ।
কহি জয় জীব শীষ তিন্হ নায়ে ॥

অবধনাথ চাহত চলন
ভীতর করহ জনাউ ।
ভয়ে প্রেমবশে সচিব হুনি
বিপ্র সভাসদ রুউ ॥

জনকের স্নেহ শীল সংকর্ষ বিভূতি ।
প্রশংসা করেন সর্ব প্রকারে নৃপতি ॥
বিদায় প্রত্যহ উঠি অযোধ্যোশ মাগে ।
রাখেন জনক তাঁরে ধরি অমুরাগে ॥

নিতাই অধিকতর আদর নবীন ।
সহস্র প্রকার আতিথেয় প্রতিদিন ॥
আনন্দ উৎসব নব নিত্যই নগরে ।
দশরথ-যাত্রা ভাল নাহি লাগে কারে ॥

বহুদিন গত হয় এমনি প্রকারে ।
যেন বরযাত্রে বাঁধি রাখে স্নেহডোরে ॥
বিশ্বামিত্র সতানন্দ যাইয়া তখন ।
নরপতি বিদেহেরে বুঝাইয়া ক'ন ॥

এক্ষণে দশরথে দাও অমুমতি ।
যদিও ছাড়িতে নার স্নেহ তাঁর প্রতি ॥
'উত্তম হে নাথ' কহি ডাকেন মন্ত্রীরে ।
'জয় জীব' কহি সেহ রহে নত শিরে ॥

অযোধ্যোশ চ'লে যেতে চান
অস্তঃপুরে করহ জ্ঞাপন ।
শুনি প্রেমবশ হ'ল—মন্ত্রী
বিপ্র সভাসদ রাজগণ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

পুরবাসী স্ননি চলিহি বরাত।
পূছত বিকল পরসপর বাত।
সত্য গবনু স্ননি সব বিলখানে।
মনহঁ সাখ সরসিজ সকুচানে।

পুরবাসী স্ননি যাবে বরযাত্রী দল।
পরস্পর পুছে বার্তা হইয়া বিকল।
সত্যই যাইবে স্ননি সকলে দুঃখিত।
যেমতি সন্ধ্যায় হয় পদ্ম সঙ্কুচিত।

* * * *

দাইজ অমিত ন সক্ষিয় কহি
দীনহ বিদেহ বহোরি।
জো অবলোকত লোকপতি
লোক সম্পদা ধোরি ॥

অনির্বাচ্য অমিত যৌতুক
বিদেহ দানিল পুনর্বার।
যাহা অবলোকি লোকপতি
ভাবে অন্ন বিত্ত আপনার ॥

সব সমাজু এহি ভাঁতি বনাঙ্গি।
জনক অবধপুর দীনহ পঠাঙ্গি।
চলিহি বরাত স্ননত সব রাণী।
বিকল মৌনগণ জহু লঘু পাণী ॥

সকল সমাজ এইরূপে সাজাইয়া।
জনক অযোধ্যাপুরে দিল পাঠাইয়া।
চলি যাবে বরযাত্র স্ননি সব রাণী।
যেমতি বিকল মৎস মাঝে অন্ন পানি ॥

পুনি পুনি সীয় গোদ করি লেহী।
দেই অশীস শিখাবন দেহী।
হোয়হু সম্তত পিয়হি পিয়ারী।
চির অহিবাত অশীস হমারী ॥

পুনঃ পুনঃ ক্রোড়দেশে লইয়া সীতারে।
আশীর্বাদ প্রদানিয়া শিক্ষা দেন তাঁরে।
নিরবধি হ'য়ে থাক প্রেমসী প্রিয়ের।
চির ভাগ্যবতী হও আশিস্ মোদের ॥

সাস্ত্র সস্ত্রর গুরু সেবা করহু।
পতিরুখ লখি আয়স্ অমুসরহু।
অতি সনেহ বশ সখী সয়ানী।
নারিধরমু সিখবহিঁ মৃহবাণী ॥

স্বস্তুর শান্তুড়ী গুরু করিবে সেবন।
পতি-মন বুঝি আজ্ঞা করিবে পালন ॥
অতি স্নেহবশে যত সখীরা সেয়ানী
নারীধর্ম শিক্ষা দেয় কহি মৃহবাণী ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সাদর সকল কুঁঅরি সমুখার্জি ।
রানিন্হ বার বার উর লার্জি ॥
বহরি বহরি ভেটহিঁ মহতারী ।
কহহিঁ বিরঞ্চি রচী কত নারী ॥

কুমারীগণেরে সবে বুঝায়ে আদরে ।
রাণীগণ বার বার বঞ্চেতে ধরে ॥
পুনঃ পুনঃ দরশন করেন জননী ।
কহেন বিধাতা কেন গড়েন রমণী ॥

তেহি অবসর ভাইন্হ সহিত
রাম ভান্স-কুলকেতু ।

সেইকালে ভ্রাতৃগণ-সহ
রামচন্দ্র ভান্স-কুল-কেতু ।

চলে জনকমন্দির মুদিত
বিদা করাবান হেতু ॥

সুখে যান জনকভবনে
বিদায়ের অমুমতি হেতু ॥

*

*

*

*

রূপসিদ্ধ সব বন্ধু লখি
হরষি উঠেউ রনিবান্স ।
করহিঁ নিছাবরি আরতী
মহামুদিত মন সান্স ॥

রূপসিদ্ধ ভ্রাতৃগণে হেরি
অন্তঃপুর হয় উল্লসিত ।
বরণ করয়ে ডালি ল'য়ে
ঋদ্ধদেবী পুলকিত চিত ॥

দেখি রামছবি অতি অমুরাগী ।
প্রেমবিবশ পুনি পুনি পদ লাগী ॥
রহী ন লাজ প্রীতি উর ছাই ।
সহজ সনেহ বরণি কিমি জাই ॥

রামের মুরতি দেখি অতি অমুরাগে ।
প্রেমমগ্ন পুনঃ পুনঃ প্রণমিতে লাগে ॥
লজ্জা নাহি রয়, প্রীতি অন্তর ছায় ।
কেমনে সহজ স্নেহ বরণন যায় ?

ভাইন্হ সহিত উবটি অনহ্বায়ে ।
হরস অশন অতিহেতু জেবায়ে ॥
বোলে রামু সুঅবসর জানী ।
শীল সনেহ স্কুচময়বাণী ॥

করাইয়া ভ্রাতৃসহ অভ্যঙ্গ স্নান ।
হ'রস ভোজন অতি যতনে খাওয়ান ॥
বলেন প্রীরাম শুভ অবসর জানি ।
সকোচ শীল আর স্নেহময় বাণী ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

রাউ অরধপুর চহত সিধায়ে ।
বিদা হোন হম ইহঁ পঠায়ে ॥
মাতু মুদিত মন আয়সু দেহু ।
বালক জানি করব নিত নেহু ॥

নৃপতি অযোধ্যাপুরী যাইবারে চান ।
মোদের বিদায় নিতে হেথায় পাঠান ॥
হে মাত ! প্রসন্নমনে অনুমতি দেহ ।
বালক জানিয়া নিত্য করিবেক স্নেহ ॥

সুনত বচন বিলখেউ রনিবাসু ।
বোলি ন সকহিঁ প্রেমবশ সাসু ।
হৃদয় লগাই কুঅঁরি সব লীনহী ।
পতিনুহ সৌপি বিনতী অতি কীনহী ॥

শুনি বাণী স্কন্ধ হ'ন অন্তঃপুরবাসী ।
প্রেমাপ্লুতা ঋক্ নায়ে বলিতে প্রকাশি ॥
কুমারীগণেরে সবে বন্ধে ধরি লয় ।
পতিগণে সঁপি করে অতীব বিনয় ॥

করি বিনয় সিয় রামহিঁ সময়পী
জোরি কর পুনি পুনি কহই ।
বলি জাউ তাত সজান তুম কহ
বিদিত গতি সব কী অহই ॥

রামে সঁপি সীতা সবিনয়
করষোড়ি কহে বার বার ।
বলি যাই—বিজ্ঞ তাত তুমি
অবগত গতি সবাকার ॥

পরিবার পুরজন মোহি রাজহি
প্রাণপ্রিয় সিয় জানিবী ।
তুলসী স্থশীল সনেহ লখি
নিজ কিঙ্করী করি মানবী ॥

আমি, রাজা, গৃহী পুরজন
সবা-প্রাণপ্রিয় সীতা জেনো ।
তুলসী কহে—স্নেহ শীল দেখি
আপন কিঙ্করী বলি মেনো ॥

তুম পরিপূরণ কাম জান
শিরোমণি ভাব প্রিয়
জন গুণ গাহক রাম
দোষদলন করুণায়তন ॥

তুমি রাম পরিপূর্ণ কাম
জানী শিরোমণি ভাবপ্রিয় ।
জন-গুণ করহ গ্রহণ
দোষ দলি'—করুণার গৃহ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

অস কহি রহী চরণ গহি রাণী ।
 প্রেমপঙ্ক জম্ম গিরা সমানী ॥
 স্ননি সনেহসানী বরবাণী ।
 বহু বিধি রাম সান্ন সনমানী ॥

রাম বিদা মাঁগা কর জোরী ।
 কীন্হ প্রণাম বহোরি বহোরী ॥
 পাই অশীস বহরি সিরু নাজি ।
 ভাইন্হ সহিত চলে রঘুরাজি ॥

মঞ্জু মধুর মুরতি উর আনী ।
 ভজি সনেহ শিখিল সব রাণী ॥
 পুনি ধীরজু ধরি কুঁআরি ইঁকারী ।
 বার বার ভেটছিঁ মহতারী ॥

পহঁ চারবিঁ ফির মিলহিঁ বেহোরী ।
 বঢ়ী পরসপর প্রীতি ন থোরী ॥
 পুনি পুনি মিলতি সখিন্হ বিলগাজি ।
 বাল বচ্ছ জিমি ধেন্ন লবাজি ॥

প্রেমবিবশ্শ নরনারি সব
 সখিন্হ সহিত রনিবাস্ত ॥
 মানহঁ কীন্হ বিদেহপুত্র
 করুণা বিরহ নিবাস্ত ॥

ইহা কহি চরণ ধরিয়া রহে রাণী ।
 প্রেমপঙ্কে নিমজ্জিত যেন তাঁর বাণী ॥
 উত্তম ভাষণ শুনি স্নেহেতে মাখান ।
 স্বশ্রৱে করেন রাম বহুল সম্মান ॥

বিদায় মাগেন রাম করি ষোড়হাত ।
 বারম্বার চরণেতে করি প্রণিপাত ॥
 আশীর্বাদ লাভি পুন নত করি মাথ ।
 ভ্রাতৃগণ সহিত চলেন রঘুনাথ ॥

সুন্দর মধুর মূর্তি হৃদয়েতে আনি ।
 হইলেন স্নেহেতে শিখিল সব রাণী ॥
 ধৈর্য ধরিয়া পুন ডাকি কল্যাণ ।
 বারম্বার মাতৃদেবী করেন দর্শন ॥

বিদায় দানিয়া পুন মিলেন আসিয়া ।
 পরস্পর প্রীতি আরো যাইল বাড়িয়া ॥
 সখিগণে সরাইয়া মিলে বার বার ।
 ধেন্ন যথা ল'য়ে গেলে নব বৎসে তার ॥

প্রেমবশ্শ নরনারীগণ
 সখিগণ সহ অন্তঃপুর ।
 করে যেন বিদেহের পুরে
 করুণা ও বিরহের পুর ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

শুক সারিকা জানকী জ্যায়ে ।
কনকপিঞ্জরনৃহি রাখি পঢ়ায়ে ॥
ব্যাকুল কহিঁ কহঁ বৈদেহী ।
সুনি ধীরজু পরিহয়ই ন কেহী ॥

শুক সারি যাহাদের জানকী পালিল ।
কনক পিঞ্জরে রাখি যত্নে পড়াইল ॥
ব্যাকুল অন্তরে কহে 'বৈদেহী কোথায় ?'
তাহা শুনি কেবা নাহি ধৈর্য হারায় ?

ভয়ে বিকল খগ মৃগ এহি ভাঁজী ।
মনুজদশা কৈসে কহি জাতী ॥
বন্ধুসমেত জনকু তব আয়ে ।
প্রেম উমগি লোচন জল ছায়ে ॥

এইরূপে পশুপাখী হইল বিকল ।
মানুষের দশা কহি কি প্রকারে বল ?
ভ্রাতার সহিত আসে জনক তখন ।
উধলিয়া প্রেম-অশ্রু ভরিল লোচন ॥

সীয় বিলোকি ধীরতা ভাগী ।
রহে কহাবত পরমবিরাগী ॥
লীনহি রায় উর লাই জানকী ।
মিটী মহামরজাদ জ্ঞান কী ॥

সীতারে হেরিয়া ধৈর্য হয় পলায়িত ।
পরম বিরাগী বলি আছিলেন খ্যাত ॥
ভূপতি সীতারে ল'য়ে বক্ষেতে ধরিল ।
জ্ঞানের মর্যাদা মহা নিঃশেষ হইল ॥

সমুঝাবত সব সচিব সয়ানে ।
কীন্হ বিচার অনবসর জানে ॥
বারহিঁ বার সূতা উর লাজি ।
সজি সুন্দর পালকী ম'গাজি ॥

সুবিজ্ঞ সচিব সব যবে বুঝাইল ।
অবসর নহে বলি বিচার করিল ॥
বার বার বক্ষলগ্ন করি তনয়ায় ।
সাজাইয়া সুন্দর পালকি আনায় ॥

প্রেমবিবশ পরিবার সবু
জানি সুলগন নরেশ
কুজরি চড়াঙ্গ পালকিন্হ
সুমিরে সিদ্ধ গণেশ

প্রেমবশ পরিবার সবে,
সুলগন জানিয়া নরেশ ।
কুমারীকে চড়ায়ে পাকীতে
স্মরিলেন সিদ্ধ গণেশ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

বহু বিধি ভূপ জুতা সমুখার্জি ।
নারিধরম কুলরীতি শিখার্জি ।
দাসী দাস দিগে বহুতেরে ।
সুচি সেবক জে প্রিয় সিয় করে ॥

বহুবিধ তনয়ারে বুঝান ভূপতি
শিখালেন নারীধর্ম আর কুলরীতি ।
বহুতর দাসদাসী দিলেন রাজন ।
শুদ্ধ সেবক যারা সীতা প্রিয় জন ॥

সীম চলত ব্যাকুল পুরবাসী ।
হোহিঁ সগুণ শুভ মঙ্গলরাশী ॥
ভূম্বর সচিব সমেত সমাজা ।
সজ চলে পহঁচাবন রাজা ॥

সীতার গমনে পুরবাসীরা ব্যাকুল ।
স্বলক্ষণ হয় সব মঙ্গলমূল ॥
ব্রাহ্মণ সচিব সহ সভাসদগণ ।
পহছাতে সঙ্গেতে চলেন রাজন ॥

সময় বিলোকি বাজনে বাজে ।
রথ গজ বাজি বরাতিন্হ সাজে ॥
দশরথ বিপ্র বোলি সব লীন্হে ।
দান মান পরিপূরণ কীন্হে ॥

সময় হইল দেখি বাজনা বাজায় ।
বরষাত্রী রথ গজ তুরঙ্গ সাজায় ॥
দশরথ বিপ্রগণে করিয়া আহ্বান ।
পরিভুট্ট করিলেন দিয়া দান মান ॥

চরণ সরোজ ধূরি ধরি শীষা ।
মুদিত মহীপতি পাই অশীসা ॥
স্মিরি গজানন কীন্হ পয়ানা ।
মঙ্গলমূল সগুন ভয়ে নানা ॥

চরণ-সরোজ-রেণু মাথায় ধরিয়া ।
আনন্দিত মহীপতি আশিস্ পাইয়া ।
স্মরি গজাননে তবে করেন প্রয়াণ ।
মঙ্গলজনক চিহ্ন হইল নানান ॥

স্বর প্রস্থন বরষহিঁ হরষি
করহিঁ অপছরা গান ।
চলে অবধপতি অবধপূর
মুদিত বজাই নিস্কলন ॥

হর্ষে স্বর কুসুম বরষে
অঙ্গরাগণ গান করে
অযোধ্যার পতি অযোধ্যায়
চলে স্মখে ভেরী-বাণ্ড ক'রে ।

হিন্দী

বাঙ্গলা

নৃপ করি বিনয় মহাজন ফেরে ।
সাদর সকল মা'গনে টেরে ॥
ভূষণ বসন বাজি গজ দীনহে ।
প্রেম পোষি ঠাঢ়ে সব কীনহে ॥

নৃপতি বিনয় করে—ফিরে মহাজন ।
সাদরে বাচকগণে করি সম্ভাষণ ॥
ভূষণ বসন বাজী গজ সবে দিল ।
প্রেমেতে সম্ভষ্ট করি সবে থামাইল ॥

বার বার বিরদাবলি ভাখী ।
ফিরে সকল রামহি উর রাখী ॥
বহুরি বহুরি কোশলপতি কহহী* ।
জনকু প্রেমবশ ফিরন ন চহহী* ॥

বার বার গুণাবলি করিয়া কীৰ্ত্তন ।
ফিরে সবে রামে হৃদে করিয়া ধারণ ॥
বারবার কহিলেন কোশলাধিপতি ।
প্রেমবশ জনকের ফিরিতে না মতি ॥

পুনি কহ ভূপতি বচন সুহায়ে ।
ফিরিয় মহীপ দূরি বড়ি আয়ে ॥
রাউ বহোরি উতরি ভয়ে ঠাঢ়ে ।
প্রেমপ্রবাহ বিলোচন বাঢ়ে ॥

পুন কহে নরপতি বচন মধুর ।
ফিরহ মহীপ, আসিয়াছ বহু দূর ॥
অবতীর্ণ হ'য়ে রাজা রহে দাঁড়াইয়া ।
প্রেমের প্রবাহ নেত্রে যাইল বাড়িয়া ॥

তব বিদেহ বোলে কর জোরী ।
বচন সনেহসুখা জহু বোরী ॥
করউ কবন বিধি বিনয় বনাঙ্গ ।
মহারাজ মোহি দীনহি বড়াঙ্গ ॥

করষোড় করি কহে বিদেহ তখন ।
যেন রেহ-অমৃতে নিষিক্ত বচন ॥
“কোন প্রকারেতে করি বিনয় রচিয়া?
মহারাজ আমারে ত দিল বাড়াইয়া!”

কোশলপতি সমধী সজন
সনমানে সব ভাতি ।
মিলনি পরসপর বিনয়
অতি প্রীতি ন হৃদয় সমাতি ॥

কোশলেশ সাধু বৈবাহিকে
সন্মান করেন সৰ্ব্ববিধি ।
পরস্পর মিলনে বিনয়
অতি প্রীতি নাহি ধরে ছদ্দি ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

মুনি মণ্ডলিহি জনক শিরু নাবা ।
 আশিরবাদ সবহি সন পাবা ॥
 সাদর পুনি ভেটে জামাতা ।
 রূপ শীল গুণ নিধি সব ভ্রাতা ॥
 জোরি পঙ্করুহ পাণি স্নহায়ে ।
 বোলে বচন প্রেম জম্মু জায়ে ॥
 রাম করউ কেহি ভাঁতি প্রশংসা ।
 মুনি মহেশ মন মানস হংসা ॥

জনক মুনিমণ্ডলে করি নমস্কার ।
 আশীর্ব্বাদ পাইলেন নিকটে সবার ॥
 সাদরে মিলেন পুন সহিত জামাতা ।
 রূপ শীল আর গুণ-নিধি সব ভ্রাতা ॥
 জোড় করি পঙ্কজ পাণি স্নশোভন ।
 বলিলেন যেন প্রেমজাত স্নবচন ॥
 “হে রাম, প্রশংসা তব করি কি প্রকারে ।
 হংস তুমি মুনি-হর-মন-মান-সরে ॥”

সুনি বরবচন প্রেম জম্মু পোষে ।
 পূরনকামু রামু পরিতোষে ॥
 করি বর বিনয় স্বপ্তর সনমানে ।
 পিতু কৌশিক বশিষ্ঠ সম জ্ঞানে ॥
 বিনতী বহরি ভরত সন কীন্হী ।
 মিলি সপ্রেম পুনি আশিষ দীনহী ॥
 মিলে লষণ রিপুসুদনহি
 দীনহি অশীস মহীশ ।
 ভয়ে পরসপর প্রেমবশ
 ফিরি ফিরি নাবহি শীশ ॥

শুনি সেই বরবাণী যেন প্রেমপুষ্ট ।
 পূর্ণকাম রামচন্দ্র হ'ন পরিতুষ্ট ॥
 অতীব বিনয় করি স্বপ্তরে সন্মানে ।
 পিতা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সম জ্ঞানে ॥
 ভরতের প্রতি পুন শিষ্টাচার করে ।
 আবার আশিস্ দেন মিলি প্রেমভরে ।
 লক্ষণ শত্রু সনে মিলি
 আশীর্ব্বাদ দেন মহীপতি
 পরস্পর প্রেমবশ হ'য়ে
 ফিরিয়া ফিরিয়া করে নতি ।

বার বার করি বিনয় বড়াঙ্গি ।
 রঘুপতি চলে সঙ্গ সব ভাঙ্গি ॥
 জনক গহে কৌশিকপদ জাঙ্গি ।
 চরণরেণু শির নয়নহি লাঙ্গি ॥

বার বার করি তবে প্রশংসা বিনতি
 ভ্রাতৃগণ সঙ্গে চলিলেন রঘুপতি ॥
 জনক ধরেন গিয়া কৌশিক চরণ ।
 পদরেণু শিরে নেত্রে করেন গ্রহণ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সুহু মুনীশবর দরশন তোরে ।
অগম ন কছু প্রতীতি মন মোরে ॥
জো সুখ সুষশ লোকপতি চহহী' ।
করত মনোরথ স্কুচত অহহী' ॥

সো সুখ সুষশ সুলভ মোহি স্বামী ।
সব সিধি তব দরশন অনুগামী ॥
কীন্হ বিনয় পুনি পুনি শিরু নাজি ।
ফিরে মহীশ আশিষা পাঈ ॥

চলী বরাত নিসান বজাঈ ।
মুদিত ছোট বড় সব সমুদাঈ ॥
রামহি' নিরখি গ্রাম নর নারী ।
পাই নয়নফল হোহি' সুখারী ॥

বীচ বীচ বর বাস করি
মগলোগনহ সুখ দেত ।
অবধ সমীপ পুনীত দিন
পহঁচী আই জনেত ॥

হনে নিসান পনব বর বাজে ।
ভেরি শঙ্খ ধুনি হয় গয় গাজে ॥
বাঁঝি ভেরি ডিগুদী সুহাঈ ।
সরসরাগ বাজহি' সহনাঈ ॥

শুন ওহে মুনীশ্বর তব দরশনে ।
অলভ্য না কিছু মোর বিশ্বাস মনে ॥
যেই সুখ যে সুষশ চাহে লোকপতি ।
করিবারে মনোরথ সঙ্কুচিত মতি ॥
সে সুখ সুষশ সুখে লভ্য মোরে, স্বামী ।
সব সিদ্ধি তব দরশন অনুগামী ॥
করেন বিনয় পুনঃ পুনঃ নত শিরে ।
আশীর্ব্বাদ পেয়ে তবে মহীশ্বর ফিরে ॥

হুন্দুভি বাজায়ে চলে বরযাত্রীগণ ।
হরষিত চিত্ত ছোট বড় সর্বজন ॥
রামেরে নিরখি গ্রাম্য নরনারীগণ ।
নয়ন সার্থক করে হয় প্রীতিমন ॥

মধ্যে মধ্যে বরবাস করি
পথে লোকগণে সুখ দিয়া ।
অযোধ্যা-সমীপে পুণ্য দিনে
পহঁছিল জনতা আসিয়া ॥

নাগারা ডম্‌ডমে আর বরডঙ্কা বাজে ।
ভেরি শঙ্খধ্বনি হয়, গর্জে অথ গজে ॥
বাঁঝ তুরি ডুগ্‌ডুগী কিবা শোভাদায়ী ।
সুমধুর রাগিনীতে বাজিল সানাই ॥

অযোধ্যায় আগমন

হিন্দী

বাজনা

পুরজন আবত অকনি বরাতা ।
মুদিত সকল পুলকাবলি গাতা ॥
নিজ নিজ সুন্দর সদন সবাঁরে ।
হাট বাট চোহট আর পুরদ্বারে ॥

গলী সকল অরগজা সিঁচাঙ্গি ।
জই তই চোকে চারু পুরাঙ্গি ॥
বনা বজারু ন জাই বখানা ।
তোরণ কেতু পতাক বিতানা ॥

সফল পুগফল কদলি রসাল ।
রোপে বকুল কদম্ব তমালা ॥
লগে সুভগ তরু পরশত ধরনী ।
মণিময় আলবাল কলকরনী ॥

বিবিধ ভাঁতি মঙ্গলকলস

গৃহ গৃহ রচে সবাঁরি ।
স্বর ব্রহ্মাদি সিঁহাছি
সব রঘুবর পুরী নিহারি ॥

ভূপভরন তেহি অবসর সোহা ।
রচনা দেখি মদন মন মোহা ॥
মঙ্গল শব্দন মনোহরতাজি ।
রিধি সিধি সুখ সম্পদা সুহাস্তি ॥

বরযাত্রী আসিতেছে গুনি পুরজন ।
পুলকিত গাত্র সবে প্রমুদিত মন ॥
সাজাইল নিজ নিজ সুন্দর আগার ।
হাট বাট চোপথ আর পুরদ্বার ॥

গলি সমূহেতে করে অগন্ধি সিঞ্চন ।
যথা তথা আঁকি রাখে চারু আলিম্পন ॥
রচিল বাজার যার না হয় বাখান ।
দিয়া ধ্বজা পতাকা ও তোরণ বিতান ॥

ফলযুক্ত সুপারী ও কদলী রসাল ।
রোপিল বকুল আর কদম্ব তমাল ॥
ভূমি স্পর্শমাত্র লাগে সুন্দর কায় ।
মণিময় আলবাল কারুকার্য তায় ॥

নানাবিধ মঙ্গলকলস

গৃহে গৃহে সজ্জিত রাখিয়া ।
স্বর, ব্রহ্মা সবে প্রশংসয়
রঘুবর পুরী নেহারিয়া ॥

রাজবাটী সেই কালে এমনি শোভিত
রচনা দেখিয়া কাম-মানস মোহিত ॥
মঙ্গল শব্দন শোভে অতি মনোহর ।
ঋদ্ধি সিদ্ধি সুখযুক্ত সম্পদ সুন্দর ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

জন্ম উছাহ সব সহজ সুহায়ে ।
তন্মু ধরি ধরি দশরথগৃহ আসে ॥
দেখন হেতু রামবৈদেহী ।
কহহু লালসা হোই ন কেহী ॥

উৎসাহ সকল যেন স্বভাব-সুন্দর ।
দেহ ধরি ধরি আসে দশরথ-ঘর ।
দরশন করিবারে শ্রীরাম জানকী ।
লালসা না হইবেক কার কহ দেখি ?

জুথ জুথ মিলি চলী সুআসিনি ।
নিজ ছবি নিদরহিঁ মদনবিলাসিনি ॥
সকল সুমঙ্গল সঙ্গে আরতী ।
গাবহিঁ জন্ম বহুবেশ ভারতী ॥

দলে দলে মিলি চলে সৌভাগ্যবতী ।
নিজ শোভা নিন্দে হেরি মদনের রতি
সকলেতে সুমঙ্গল সাজায় আরতি ।
গাহিতেছে যেন বহুবেশে সরস্বতী ॥

ভূপতিভবন কোলাহলু হোজি ।
জাই ন বরণি সমউ সুখু সোজি ॥
কৌশল্যাদি রামমহতারাী ।
প্রেমবিবশ তন্মুদশা বিসারী ॥

ভূপতির ভবনেতে কোলাহল হয় ।
বর্ণন না যায় যেই সুখ সে সময় ॥
কৌশল্যা প্রভৃতি রাম-মাতৃদেবীগণ ।
প্রেমবশ—দেহজ্ঞান হ'ন বিস্মরণ ॥

দিয়ে দান বিপ্রনহ বিপুল
পূজি গণেশ পুরারি ।
প্রমুদিত পরমদরিদ্র
জন্মু পাই পদারথ চারি ॥

বিপ্রগণে দেয় বহুদান
পূজি গণপতি ত্রিপুরারি ।
প্রমুদিত পরম দরিদ্র
যেন পেয়ে পদার্থ চারি ॥

মোদ প্রমোদ বিবশ সব মাতা ।
চলহিঁ ন চরণ শিখিল ভয়ে গাতা ॥
রামদরশ হিত অতি অমুরাগী ।
পরিছন সাজু সজন সব লাগী ॥

বিবশ প্রেমোন্মাদে সব মাতৃগণ ।
শিখিল হইল গাত্র চলে না চরণ ॥
রামদরশন হেতু অতি অমুরাগে ।
বরণের সাজসজ্জা করিবারে লাগে ॥

হিন্দী

বাজনা

বিবিধ বিধান বাজনে বাজে ।
মঙ্গল মুদিত সুমিত্রা সাজে ॥
হরদ দুব দধি পল্লব ফুলা ।
পান পূগফল মঙ্গলমুলা ॥

অচ্ছত অক্ষুর রোচন লাজা ।
মঞ্জুল মঞ্জরি তুলসি বিরাজা ॥
ছুহে পূরটঘট সহজ সুহায়ে ।
মদন সকুন জহু নীড় বনায়ে ॥

সগুন সুগন্ধ ন জাই বখানী ।
মঙ্গল সকল সজাই সব রাণী ॥
রচী আরতী বহুত বিধানা ।
মুদিত করহি কল মঙ্গল গানা ॥

কনকধার ভরি মঙ্গলনহি
কমল করন লিয়ে মাত ।
চলী মুদিত পরিহন করন
পুলকপল্লবিত গাত ॥

ধূপধূম নভ মেচক ভয়উ ।
সারন ঘনঘমগু জহু ছয়উ ॥
স্বর তরু স্বমন মাল স্বর বরষহি ।
স্বহা বলাক অবলি মনু করষহি ॥

নানাবিধ বিধানেন্তে বাজনা বাজিল
প্রফুল্লা সুমিত্রা মাজলিক সাজাইল ॥
হরিদ্রা দুর্বা দধি পল্লব ও ফুল ।
পান ও সুপারি ফল মঙ্গলের মূল ॥

তগুল অক্ষুর আর গোরোচনা লাজ ।
তুলসী মঞ্জরী চারু করয়ে বিরাজ ॥
সহজশ্রী স্বর্ণঘট রঙ্গি সুশোভিল ।
মদন সঙ্কোচে বেন নীড় নিরমিল ॥

শকুন সুগন্ধি সব কেমনে বাখানি ।
সাজাইছে মঙ্গল সামগ্রী সব রাণী ॥
আরতি রচনা করি বহুল বিধান ।
প্রমুদিত করে কল মঙ্গল গান ॥

মাজলিকে স্বর্ণধাল ভরি
কমল করেছে ল'য়ে মাতা
বরিবারে চলে হৃষ্টচিতা
পুলকেতে পল্লবিতা গাতা ॥

ধূপধূমে কুম্ভবর্ণ গগন হইল ।
শ্রাবণের ঘনঘটা বেন আচ্ছাদিল ॥
স্বরতরু-পুষ্পমালা বর্ষে স্বরগণ ।
বলাকা যেমতি—করে চিত্ত আকর্ষণ

হিন্দী

বাজনা

মঞ্জুল মণিময় বন্দনবারে ।
মনহঁ পাক রিপু চাপ সৰ্ব্বারে ॥
প্রগটহিঁ ছরহিঁ অটন পর ভামিনি ।
চারু চপল জল্প দমকহিঁ দামিনি ॥

সুন্দর তোরণ কিবা মণি বিমণ্ডিত ।
মনে হয় যেন ইন্দ্রধনু সুশোভিত ॥
ছাদপরে দৃশ্যাদৃশ্য হইছে ভামিনী ।
সুচারু চঞ্চল যথা বলকে দামিনী ॥

দ্বন্দ্বভিধুনি ঘনগরজনি ঘোরা ।
জাচক চাতক দাহুর মোরা ॥
স্বর স্নগন্ধ সূচি বরষহিঁ বারী ।
সুখী সকল শশি পুর নর নারী ॥

দ্বন্দ্বভির ধ্বনি যেন ঘন ঘোর-স্বন ।
চাতক ময়ূর ভেক যাচনকগণ ॥
অমর স্নগন্ধ সূচি বরষয়ে বারি ।
সুখী সব শশ্যরূপী পুর-নরনারী ॥

সময় জানি গুরু আয়সু দীনহা ।
পুর প্রবেশ রঘুকুলমণি কীনাহা ॥
সুমিরি শঙ্কু গিরিজা গণরাজা ॥
মুদিত পহীপতি সহিত সমাজা ॥

সময় জানিয়া গুরু দিলেন আদেশ ।
রঘুকুলমণি করে পুরীতে প্রবেশ ॥
স্বরণ করিয়া শিবভূগা গণপতি ।
সমাজ সহিত প্রমুদিত মহীপতি ॥

হোহিঁ সগুন বরষহিঁ সুমন
স্বর দ্বন্দ্বভী বজাই ।
বিবুধবধু নাচহিঁ মুদিত
মঞ্জুল মঙ্গল গাই ॥

শুভ চিহ্ন হয়, বর্ষে ফুল
স্বরগণ দ্বন্দ্বভি বাজায়ে ।
দেববধু নাচে ফুলমনে
মধুর মঙ্গল গীত গেয়ে ॥

মাগধ সূত বন্দি নট নাগর ।
গাবহিঁ যস তিহঁ লোক উজাগর ॥
জয়ধুনি বিমল বেদ বর বাণী ।
দশ দিসি সুনয়ি স্মমঙ্গল সানী ॥

রসিক মাধব সূত বন্দী নটগণ ।
গাহে যশ যাহে উজলিত ত্রিভুবন ॥
জয়ধ্বনি নিরমল বেদ বাণীচয় ।
দশদিকে গুনা যায় স্মমঙ্গলময় ॥

হিন্দী

বাজনা

বিপুল বাজনে বাজন লাগে ।
নভ সুর নগর লোগ অহুরাগে ॥
বনে বরাভী বরনি ন জাহী ।
মহামুদিত মন সুখ ন সমাহী ॥

বিপুল বাজনা সব বাজিবারে লাগে ।
নভে সুর, পুরে নর মথ অহুরাগে ॥
বরষাত্রী-ঠাটবার্ট বর্ণন অতীত ।
সুখ নাহি ধরে মনে মহা প্রমোদিত ॥

পুরবাসিনহ তব রাউ জোহারে ।
দেখত রামহি ভয়ে সুখারে ॥
করহি নিছাবরি মণিগণ চীরা ।
বারি বিলোচন পুলক শরীরা ॥

রাজারে প্রণমে তবে পুরবাসীগণ ।
রামেরে দেখিয়া হয় সুখান্বিত মন ।
করে সবে নিবেদন বহু মণি চীর ।
বাঙ্গাকুল হয় নেত্র পুলক-শরীর ॥

আরতি করহি মুদিত পুরনারী ।
হরষহি নিরখি কুঁঅর বরচারি ॥
শিবিকা সুভগ উহার উঘারী ।
দেখি ছলহিনিহ হোহি সুখারী ॥

আরতি করয়ে প্রমুদিত পুরনারী ।
হরষিত নিরখিয়া সুকুমার চারি ॥
মনোরম শিবিকার খুলি আবরণ ।
দেখি কল্যাগণে হয় সুখান্বিত মন ॥

এহি বিধি সবহী দেত সুখ
আয়ে রাজহুয়ার
মুদিত মাতু পরিছন করহি
বধূহ সমেত কুমার

এইরূপে সবে সুখ দিয়া
বরষাত্রী আসে রাজদ্বারে ।
ফুল্ল মাতা করেন বরণ
বধূসহ সকল কুমারে ॥

করহি আরভী বারহি বার ।
প্রেম প্রমোদ কহই কো পারা ॥
ভূষণ মণি পট নানা জাতী ।
করহি নিছাবরি অগণিত ভাণ্ডী ॥

আরতি করেন মাতৃদেবী বার বার ।
প্রেম ও আনন্দ সেই কহিতে অপার
নানা জাতি বস্ত্র মণি আর অলঙ্কার ।
করিলেন উৎসর্গ—অসংখ্য প্রকার ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

বধূন্থ সমেত দেখি স্ততচারী ।
পরমানন্দ মগন মহতারী ॥
পুনি পুনি সীয় রাম ছবি দেখী
মুদিত স্তফল জগ জীবন লেখী

সখী সীয়মুখ পুনি পুনি চাহী ।
গান করহি নিজ স্কৃত সরাহী ॥
বরষহি স্তমন ছনহি ছন দেবা ।
নাচহি গাবহি লাবহি সেবা ॥

দেখি মনোহর চারিউ জোরী ।
সারদ উপমা সকল চটোরী ॥
দেত ন বনহি নিপট লঘু লাগী ।
একটক রহী রূপঅমুরাগী ॥

নিগমনীতি কুলরীতি করি
অরঘ পাৰঁড়ে দেত ।
বধূন্থ সহিত স্তত পরিছি সব
চলী লেবাই নিকেত ॥

চারি সিংহাসন সহজ স্তহায়ে ।
জন্ম মনোজ নিজ হাথ বনায়ে ॥
তিন্থ পর কুঁঅরি কুঁঅর বৈঠারে ।
সাদর পায় পুনীত পথারে ॥

বধূগণসহ হেরি স্তত চতুষ্টয় ।
পরম আনন্দমগ্ন মাতৃ সমুদয় ॥
পুনঃ পুনঃ সীতারাম-শোভা নিরখিয়া
আনন্দিত, বিখে জন্ম সফল মানিয়া ॥

সখিগণ সীতামুখ পুনঃ পুনঃ চাহে ।
নিজ নিজ স্কৃতির গুণ বর্ণি গাহে ॥
বরষে কুসুম ক্ষণে ক্ষণে দেবগণ ।
নৃত্য করি গীত গাহি করয়ে সেবন ॥

দেখি মনোহর সেই চারিটা যুগল ।
বাণী অব্বেষণ করে উপমা সকল ॥
দিতে নাহি পারে অতিশয় লঘু লাগে ।
একদৃষ্টে চাহি রহে রূপ অমুরাগে ॥

বেদনীতি কুলরীতি করি
পদতলে বস্ত্র অর্ঘ্য দিয়া ।
বধূসহ স্ততগণে বরি
নিকেতনে চলেন লইয়া ॥

সিংহাসন চতুষ্টয় সহজ স্তন্দর ।
মদন নির্ম্মল যেন করি নিজ কর ॥
ততুপরি বসাইয়া বরকত্তাগণ ।
সাদরে প্রক্ষালি দেয় পবিত্র চরণ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

ধূপ দীপ নৈবিদ্য বেদবিধি ।
পূজে বরহুলহিনি মঙ্গলনিধি ॥
বারহিঁ বার আরতি করহীঁ ।
ব্যজন চারু চামর শির চরহীঁ ॥

বস্তু অনেক নিছাবরি হোহীঁ ॥
ভরী প্রমোদ মাতু সব সোহীঁ ।
পাৰা পরমতত্ত্ব জমু জোগী ।
অমৃত লহেউ জমু সন্তুত রোগী ॥

জনমরঙ্কু জমু পারস পাৰা ।
অন্ধহি লোচনলাভু সুহাৰা ॥
মুকবদন জস সারদ ছাৰ্জি ।
মানহু সময় শুর জয় পাৰ্জি ॥

এহি স্তুথ তেঁ শত কোটি গুণ
পাৰহিঁ মাতু অনন্দু ।
ভাইনহু সহিত বিআহি ঘর
আয়ে রঘুকুল চন্দু ॥

লোকরীতি জননী করহিঁ
বরহুলহিনি সকুচাহি ।
মোদ বিনোদ বিলোকি বড়
রামু মনহিঁ মুহুকাহিঁ ॥

ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়া বেদবিধি ।
পূজে বরকণ্ঠাগণে মঙ্গলনিধি ॥
বারে বারে সবাকারে আরতি করিল ।
ব্যজন চামর চারু শিরে ঢুলাইল ॥

বস্তু বহু পরিমাণ উৎসর্গিত হয় ॥
আনন্দ পূরিত সব জননী শোভয় ।
প্রাপ্ত পরম তত্ত্ব হয় যেন যোগী ।
অমৃত করয়ে লাভ যেন চির রোগী ॥

স্পর্শমণি পায় যেন জন্মহুঃখী জন ।
অন্ধ যেন করে লাভ সুন্দর লোচন ॥
মুক-মুখে বসিলেন যেন সরস্বতী ।
যোদ্ধা যুদ্ধে জয়লাভ করিল যেমতি ॥

ইহাপেক্ষা শতকোটি গুণ
মাতৃগণ লভিল আনন্দ ।
ভ্রাতৃসহ বিবাহিয়া ঘরে
আসিলেন রঘুকুলচন্দ ॥

লোকাচার করেন জননী
সকুচিত বরকণ্ঠাগণে ।
হেরি অতি আমোদ বিনোদ
রামচন্দ্র হাসে মনে মনে ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

দেব পিতর পূজে বিধি নীকি ।
পূজী সকল বাসনা জী কী ॥
সবহি বন্দি মাঁগহিঁ বরদানা ।
ভাইনুহ সহিত রাম কল্যানা ॥

ভালরূপে পূজা করে দেব পিতৃগণে ।
পূজেন বাসনা মত, যত ছিল মনে ॥
সবারে বন্দনা করি যাচে বরদান ।
ভাতৃগণসহ যাহে রামের কল্যাণ ॥

অন্তরহিত সুর আশিষ দেহীঁ ।
মুদিত মাতু অঞ্চল ভরি লেহীঁ ॥
ভূপতি বোলি বরাতি লীনুহে ।
যান বসন মণি ভূষণ দীনুহে ॥

অন্তহীন আশীর্বাদ দেন সুরদল ।
ছট্টা মাতা ল'ন সব ভরিয়া অঞ্চল ॥
ভূপ বরযাত্রীগণে করেন আহ্বান ।
বসন ভূষণ মণি যান করে দান ॥

আয়সু পাই রাখি উর রামহিঁ ।
মুদিত গয়ে সব নিজ নিজ ধামহিঁ ।
পুর নর নারি সকল পহিরায়ে ।
ঘর ঘর বাজন্ লগে বধায়ে ॥

আদেশ পাইয়া—রামে রাখিয়া অন্তরে ।
প্রসন্ন হইয়া সবে যায় নিজ ঘরে ॥
পুরনারীনরে রাজা পরান বসন ।
ঘরে ঘরে বেজে উঠে উৎসব-বাজন ॥

যাচক জন জাচহিঁ জোই জোজি ।
প্রমুদিত রাউ দেহী সোই সোজি ॥
সেবক সকল বজনিয়া নানা ।
পূরণ কিয়ে দান সনমানা ।

যাচকজনেরা আসি যেই যাহা চায় ।
সুপ্রসন্ন নরপতি তাহা দেন তায় ॥
সেবক সকলে আর বাজনিয়াগণে ।
পূর্ণকাম করিলেন দানে ও সম্মানে ।

দেহিঁ অশীস জোহারি সব
গাবহিঁ গুণ গণ গাথ ।
তব গুরু ভূসুর সহিত
গৃহ গবহু কীনুহ নরনাথ ॥

আশিসিয়া প্রণাম করিয়া
করে সবে গুণগাথা গান ।
তবে গুরু ব্রাহ্মণ সহিত
নরনাথ নিজ গৃহে যান ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

জে বশিষ্ঠ অনুশাসন দীনহা ।
লোক বেদ বিধি সাদর কীনহা ॥
ভূম্বর ভীর দেখি সব রাণী ।
সাদর উঠা ভাগ্য বড় জানি ॥

পায় পথারি সকল অহ্বায়ে ।
পূজি ভলী বিধি ভূপ জেবায়ে ।
আদর দান প্রেম পরিপোষে ।
দেত অশীস চলে মন তোষে ॥

বহু বিধি কীনহ গাধিস্তত পূজা ।
নাথ মোহি সম ধত্ত ন দুজা ॥
কীনহি প্রশংসা ভূপতি ভুরী ।
রাগিন্হ সহিত লীনহী পগধুরী ॥

ভীতর ভবন দীনহ বরবাস্ত ।
মহু যোগবত রহ নৃপরনিবাস্ত ॥
পূজে গুরুপদ কমল বহোরী ।
কৌনহ বিনয় উর প্রীতি ন থোরী ॥

বধুনহ সমেত কুমার সব
রাগিন্হ সহিত মহীশ ।

পুনি পুনি বন্দত গুরুচরণ
দেত অশীস মুনিশ ॥

বশিষ্ঠ যেমন তাঁরে অনুমতি করে ।
লোক বেদ বিধিমত করেন সাদরে ॥
ব্রাহ্মণ-জনতা নিরখিয়া সব রাণী ।
সমাদরে উঠিলেন বড় ভাগ্য জানি ॥

পদ প্রক্ষালিয়া সবে করাইল স্নান
ভালরূপে পূজি ভূপ ভোজন করান ॥
সমাদর দান আর প্রেমে পরিপোষে ।
আশীর্বাদ দিয়া সবে চলিল সন্তোষে ॥

বহুবিধ গাধিস্ততে করিল পূজন ।
কহি “নাথ ! মো-সম না ধত্ত অত্ত জন ।
করিলেন অতিশয় প্রশংসা রাজন ।
রাণীগণ সহযোগে পদধূলি ল’ন ॥

দানিলেন শ্রেষ্ঠবাস অন্তর ভবনে ।
মন যোগাইতে রহে নৃপরাণীগণে ॥
পুনঃ পুনঃ গুরুপদকমল পূজয় ।
করিল বিনয়—চিন্তে প্রীতি অতিশয় ॥

বধুসহ কুমার সকলে
রাণীগণ সহ মহীশ্বর ।

পুনঃ পুনঃ বন্দে গুরুপদ
দিলেন আশিস মুনিবর ॥

হিন্দী

বাজলা

সব বিধি সবহি সমদি নরনাহু ।
রহা হৃদয় ভরি পুরি উছাহু
জহঁ রনিবাস তহাঁ পশু ধারে ।
সহিত বধুটিন্হ কুঅঁর নিহারে ॥

সর্ববিধি সর্বকার্য্য নৃপ সমাশিয়া ।
পূর্ণ উৎসাহে রহে হৃদয় ভরিয়া ॥
অস্তঃপুর মাঝে তবে করি পদার্পণ ।
কুমারগণেরে হেরে সহ বধুগণ ॥

লিয়ে গোদ করি মোদসমেতা ।
কো কহি সকই ভয়উ স্মখ জেতা ॥
বধু সপ্রেম গোদ বৈঠারি ।
বার বার হিয় হরষি ছলারি ॥

কোলে করি লইলেন হর্ষ সহকারে ।
যত স্মখ হয় তাহা কে কহিতে পারে ?
বধুগণে স্নেহভরে ধরি ক্রোড়পর ।
বার বার হৃষ্টমনে করেন আদর ॥

দেখি সমাজু মুদিত রণিবাসু ।
সব কে উর আনন্দ কিয়ো বাসু ॥
কহেউ ভূপ জিমি ভয়উ বিবাহু ।
সুনি সুনি হরষ হোই সব কাহু ॥

সমাজ দেখিয়া রাণীগণের উল্লাস ।
আনন্দ সবার হৃদে করে যেন বাস ॥
যেরূপ বিবাহ হ'ল ভূপ তাহা কয় ।
শুনিয়া শুনিয়া হর্ষ সবাকার হয় ॥

জনকরাজগুণ শীল বড়াঈ ।
প্রীতি রীতি সম্পদা সুহাঈ ॥
বহুবিধ ভূপ ভাট জিমি বরগী ।
রাণী সব প্রমুদিত সুনি করগী ॥

জনক রাজার গুণ মহত্ব চরিত ।
সুন্দর সম্পদ তাঁর আর প্রীতি রীতি ॥
বহুবিধ বর্ণিলেন ভূপ ভাটসম ।
রাণী সব হৃষ্টা শুনি তাঁর কার্য্যক্রম ॥

সুতনহ সমেত নহাই নৃপ
বোলি বিপ্র গুরু জ্ঞাতি
ভোজন কৌনহ অনেক বিধি
ঘরী পঞ্চ গই রাত্তি ॥

পুত্রগণসহ স্নায়ি নৃপ
ডাকি ল'য়ে বিপ্র গুরু জ্ঞাতি ।
বহুবিধ ভোজন করিতে
পঞ্চ ঘটী কেটে যায় রাত্তি ॥

বাজল।

মঙ্গলগান করহিঁ বর ভামিনি ।
ভই সুখমূল মনোহর যামিনী ॥
অঁচই পান সব কাহু পায়ে ।
অগ অগন্ধ ভূষিত ছবি ছায়ে ॥

* * *

নৃপ সব ভাঁতি সবহি সনমানী ।
কহি মৃদুবচন বোলাঈ রাণী ॥
বধু লরিকিনী পরঘর আঁজিঁ ।
রাখেছ নয়ন পলক কী নাঈ ॥

লরিকা শ্রমিত উনীদবশ

শয়ন করাবহু জাই ।

অস কহি গে বিশ্রামগৃহ

রামচরণ চিতু লাই ॥

* * *

সেজ রুচির রচি রাম উঠায়ে ।
প্রেমসমেত পলঙ্গ পৌঢ়ায়ে ॥
আজ্ঞা পুনি পুনি ভাইনহু দীনহী ।
নিজ নিজ সেজ শয়ন তিনহু কীনহী ॥

* * *

রাম প্রতোষী মাছু সব

কহি বিনীত বর বয়ন ।

সুমিরি সন্তু গুরু বিপ্র পদ

কিয়ে নীদবশ অয়ন ॥

মঙ্গল সঙ্গীত গায় উত্তমা ভামিনী ।
সুখমূল হয় সেই সুন্দরী যামিনী ॥
আচমন করি পান সকলে পাইল ।
ভূষিত অগন্ধি মালায় কান্তি অশোভিল ॥

* * *

নৃপ সর্ববিধ সন্মানি সর্বজনে ।
রাণীগণে ডাকি ক'ন মৃদুল বচনে ॥
ছোট ছোট বউগুলি এল পর ঘরে ।
পলক নয়নে যথা—রেখো যত্ন ক'রে ॥

বৎসগণ শ্রান্ত নিদ্রাবশ

শয়ন করাও ল'য়ে গিয়ে ।

ইহা কহি যান শয্যাগৃহে

রামের চরণ চিতে নিয়ে ॥

* * *

সুন্দর শয্যা রচি রামেরে উঠায় ।
প্রেম সহকারে তাঁরে পালঙ্কে শোয়ায় ॥
পুনঃ পুনঃ ভ্রাতৃগণে অল্পমতি দিল ।
নিজ নিজ শয্যায় তাঁহারা শুইল ॥

* * *

মাতৃগণে পরিতোষি রাম

কহি নম্র সুন্দর বচন ।

শিব গুরু বিপ্রপদ অরি

নিদ্রাবশ করেন নয়ন ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

নৌঁদহ বদন সোহ সৃষ্টি লোনা ।
মনহঁ সাঁঝ সরসীকহ সোনা ॥
ঘর ঘর করহঁ জাগরণ নারী ।
দেহিঁ পরসপর মজল গারী ॥

নিদ্রায় বদন সেই স্তম্ভর শোভিত ।
মনে হয় যেন সন্ধ্যা-কমল মুদ্রিত ॥
ঘরে ঘরে নারীগণ করে জাগরণ ।
পরস্পর শুভগালি করে বরিষণ ॥

পুরী বিরাজতি রাজতি রজনী ।
রাণী কহহঁ বিলোকহ সজনী ॥
স্তম্ভরি বধূনহ সাম্র লেই সোঁজৈ ।
ফনিকনহ জল্প শির মণি উর গোঁজৈ ॥

পুরী স্তম্ভোভিত তাহে রজনী শোভন ।
রাণী কহে “হে সজনী ! কর বিলোকন ॥”
স্তম্ভ্রী বধুগণে লয়ে স্বশ্রু নিদ্রা যায় ।
ফণী যেন শিরোমণি বক্ষেতে লুকায় ॥

প্রাত পুনীতকাল প্রভু জাগে ।
অরুণচূড় বর বোলন লাগে ॥
বন্দি মাগধনহ গুণগণ গায়ে ।
পুরজন দ্বার জোহারন আয়ে ॥

পুণ্যময় স্তপ্রভাত কালে প্রভু জাগে ।
স্তম্ভর কুকুট রব করিবারে লাগে ॥
বন্দী মাগধেরা গুণ লাগিল গাহিতে ।
পুরজন দ্বারদেশে আসে প্রণমিতে ॥

বন্দি বিপ্র সুর গুরু পিতু মাতা ।
পাই অশীস মুদিত সব ভ্রাতা ॥
জননিহু সাদর বদন নিহারে ।
ভূপতিসঙ্গ দ্বার পশু ধারে ॥

বন্দিয়া ব্রাহ্মণ সুর গুরু পিতামাতা ।
আশিস পাইয়া প্রমুদিত সব ভ্রাতা ॥
জননীরা সমাদরে বদন নেহারে ।
নরপতিসনে দ্বারদেশে আগুসারে ॥

কীনহ শোচ সব সহজ শুঁচি
সরিত পুনীত নহাই ।
প্রাতক্রিয়া করি তাত পহিঁ
আয়ে চারিউ ভাই ॥

স্বভাবতঃ শুচি সবে, শোচে
পবিত্র সরিতে করি স্নান ।
প্রাতক্রিয়া করি তাত-পাশে
ভ্রাতৃচতুষ্টয় তবে যান ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

ভূপ বিলোকি লিয়ে উর লাঞ্ছ ।
বৈঠে হরষি রজায়স্থ পাঞ্জি ॥
দেখি রাম সব সভা জুড়ানী ।
লোচন লাভ অবধি অনুমানী ॥

ভূপ বিলোকিয়া করে বক্ষেতে ধারণ ।
হর্ষে বসে রাজাদেশ পাইয়া তখন ॥
দেখি রামচন্দ্রে সব সভাস্থ জুড়ান ।
নেত্র-লাভ-সীমা এই—করি অনুমান ॥

পুনি বশিষ্ঠ মুনি কৌশিক আয়ে ।
সুভগ আসননহি মুনি বৈঠায়ে ॥
সুতনহ সমেত পূজি পদ লাগে ।
নিরখি রাম দোউ গুরু অনুরাগে ॥

বশিষ্ঠ কৌশিক পুন করে আগমন ।
মুনিষয়ে বসালেন দিয়া সু-আসন ॥
পুত্রগণসহ পূজি পদে নতি করে ।
হেরে রামে গুরুদ্বয় অনুরাগ ভরে ॥

কহহি বশিষ্ঠ ধরম ইতিহাসা ।
সুনহিঁ মহীপ সহিত রনিবাসা ॥
মুনিমন অগম গাধি সুত করণী ।
মুদিত বশিষ্ঠ বিপুলবিধি বরণী ॥

কহেন বশিষ্ঠ ধর্ম্মেতিহাস কথন ।
শ্রবণ করেন রাজা সহ রাণীগণ ।
বিশ্বামিত্র-কর্ম্ম যত মুনি মনাতীত ।
কহেন বিপুলবিধি বশিষ্ঠ হযিত ॥

বোলে বামদেব সব সাঁচী ।
কীরতি কলিত লোক তিহঁ মাঁচী ॥
সুনি আনন্দ ভয়উ সব কাহু :
রাম লষণ উর অধিক উছাহু ॥

বামদেব বলিলেন “সকলি প্রকৃত ।
কীরতি ত্রিলোক জুড়ি রয়েছে বিদিত ॥”
শ্রবণ করিয়া হর্ষ হয় সকলের ।
অধিক উচ্ছাস হৃদে রাম লক্ষণের ॥

মঙ্গল যোদ উছাহ
নিত জাহিঁ দিবস এহি ভাঁতি ।
উমগী অবধ অনন্দ ভরি
অধিক অধিক অধিক ॥

মঙ্গল আমোদ উৎসাহে
নিত্য দিন এইভাবে যায় ।
হর্ষে ভরি অযোধ্যা উথলে
অধিক অধিক অতিশয় ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

সুদিন সোধি কলকঙ্কন ছোরে ।
মঙ্গল মোদ বিনোদ ন ধোরে ॥
নিত নব সুখ সুর দেখি সিহাইঁ ।
অবধ জনম যাচহিঁ বিধি পাইঁ ॥

বিশ্বামিত্র চলন নিষ্ঠ চহহীঁ ।
রাম সনেহ বিনয় বশ রহহীঁ ॥
দিন দিন সয়গুণ ভূপতিভাউ ।
দেখি সরাহ মহামুনি রাউ ॥

মাংগত বিদা রাউ অমুরাগে ।
সুতনুহ সমেত ঠাট ভয়ে আগে
নাথ সকল সম্পদা তুম্হারী ।
মৈঁ সেবক সমেত স্ত নারী ॥

রামরূপ ভূপতিভগতি
ব্যাহ উছাহ আনন্দ
জাত সরাহত মনহিঁ মন
মুদিত গাধি কুল চন্দ ।

* *
আয়ে ব্যাহি রাম ঘর জব তেঁ ।
বসে আনন্দ অবধ সব তব তেঁ ॥
প্রভু বিবাহ জস উভউ উছাহু ।
সকহিঁ ন বরণি গিরা অহিনাহু ॥

সুদিন দেখিয়া খোলে চারু কর-সুত ।
আমোদ প্রমোদ শুভ হইল প্রভূত ॥
নিত্য নব সুখ দেখি সুর মুগ্ধ হয় ।
অযোধ্যায় জন্ম বিধি-নিকটে যাচয় ॥

বিশ্বামিত্র চাহে নিত্য চলিয়া যাইতে ।
রহেন রামের প্রেম বিনয় বশেতে ॥
দিন দিন শতগুণ ভূপের ভকতি ।
দেখিয়া প্রশংসা করে মহামুনিপতি ॥

মাগিতে বিদায় তবে রাজা অমুরাগে ।
সমেত তনয়গণ দাঁড়াইল আগে ॥
কহে “নাথ! এ সকল সম্পদ তোমারি,
আমিত সেবক তব, সহ স্ত নারী” ॥

রামরূপ, ভক্তি ভূপতির,
বিবাহের উৎসাহ আনন্দ ।
প্রশংসিয়া মনে মনে যান
আনন্দিত গাধিকুলচন্দ ।

* *
ষদবধি বিহা করি আসে রাম ঘরে ।
তদবধি অযোধ্যায় সুখ বাস করে ॥
প্রভুর বিবাহে হয় যেক্রপ উৎসাহ ।
বাণী শেষনাগে নারে বর্ণিবারে কেহ ॥

হিন্দী

বাঙ্গলা

কবি কুল জীবন পাবন জানী ।

রাম সীত যশ মঙ্গলখানী ॥

তেহি তেঁ মৈঁ কছু কহা বখানী ।

করণ পুনীত হেতু নিজ বাণী ॥

নিজ গিরা পাবনি করণ কারণ

রামযশ তুলসী কহৌ ।

রঘুবীর চরিত অপার

বারিধি পার কবি কোনে লছৌ ॥

উপবীত ব্যাহ উছাহ

মঙ্গল সুনি জে সাদর গাবহী° ।

বৈদেহি রাম প্রসাদ

তেঁ জন সর্বদা স্ন্থ পাবহী° ॥

সিয় রঘুবীর বিবাহ জে

সপ্রেম গাবহি° সুনহি° ।

তিন কই সদা উছাহ

মঙ্গলায়তন রামজস ॥

কবিকুল-জীবন পাবনকারী জানি,

রামসীতা-যশকথা—মঙ্গলের খনি ॥

সে কারণে কহি আমি কিঞ্চিৎ বাখানি

পবিত্র করণ হেতু আপনার বাণী ॥

নিজবাণী পবিত্র করিতে

রামযশ তুলসীদাস কয়

রঘুবীর-চরিত অপার

সিদ্ধপার কবি কেবা হয়

উপবীত বিবাহ-উৎসব-

মঙ্গল যে শুনে, যত্নে গায়

বৈদেহী ও রামের প্রসাদে

সে জন সর্বদা স্ন্থ পায়

সীতারাম বিবাহ বাহার।

প্রেমে গাহে করয়ে শ্রবণ

তাহাদের সদাই উৎসব

রামযশ মঙ্গলায়তন

ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে

বিমল সন্তোষ সম্পাদনো নাম

প্রথমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

• শুভং ভবতু

